বাংলা কবিতা সমুচ্চয়

১০০০ — ১৯৪১

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

সুকুমার সেন

সাহিত্য অকাদেমি

Bangla Kavita Samuchchay : 1000-1941 Volume I (an anthology of Bengali poetry): Compiled and edited by Dr. Sukumar Sen, Sahitya Akademi

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ্‌ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

বিক্রয়কেন্দ্র :

'স্বাতী', মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

শাখা কার্যালয় :

'জীবনতারা ভবন' (৫ম তল), ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫৩

২৯ এলডামস রোড, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪

মুদ্রক :

শিবনাথ পাল, প্রিণ্টেক

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৪

ভূমিকা

প্রস্তুত গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের আদি হইতে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্যন্ত বৃহৎ কাল-খণ্ডে যে সব লেখক গান ও কবিতা রচনায় কম বেশি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের রচনার যথাযোগ্য নিদর্শন সংকলিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ খুব কঠিন নহে, কেননা তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না এবং মহাকাল নিজেই সমালোচকের সম্মার্জনী চালাইয়া সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় জমাইতে দেন নাই। উনবিংশ শতাব্দী হইতে মুদ্রাযন্ত্র কালের করাল কবলকে যথেষ্ট কুণ্ঠিত করিয়াছে। তাই সকলকে সংকলনে স্থান দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং কিছু বাছাই করিতে হইয়াছে। যাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন তাঁহারা যে সকলে সর্বদা স্থান-পাওয়াদের চেয়ে সুনিশ্চিত-ভাবে নিকৃষ্ট এমন কথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি না। আমার একমাত্র সাফাই এই যে বাছাই ব্যাপারে আমি দেশ-কাল-পাত্র, জাতি-পঙ্‌ক্তি, প্রীতি-বিদ্বেষ ইত্যাদি কোনো চিন্তা করি নাই। যথাসাধ্য নিজের বিবেচনা মতো সংকলন করিয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার আরও অনেক কবিকে সংকলনে ঠাঁই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-কবি এবং বৈষ্ণব-পদাবলীর অনেক সংকলন বাজারে পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে বাছাই বিষয়ে বেশি কড়াকড়ি করিয়াছি।

সংকলনটি বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে করা হইয়াছিল। সে কথা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

শ্রীসুকুমার সেন

সূচীপত্র

বাংলা কবিতা সমুচ্চয়

ভুসুকু

চর্যাগীতি

(ব্যাধের তাড়ায় হরিণ হরিণী)

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥
তিণ ন ছুপই হরিণা পিবইন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো
এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরঙ্গেতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহিণ্ পইসঈ॥

কাহ্ন

চর্যাগীতি

(ডোম্বীর প্রেমবদ্ধকাপালিক)

নগর- বাহিরেঁ ডোম্বি তোহরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাইসি বাহ্মণ নাড়িআ।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে মো সাঙ্গ
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।
এক সো পদমা চৌষট্‌ঠি পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে
আইসসি যাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গড়া
তোহর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।
তুলো ডোম্বী হাউ কপালী
তোহর অন্তরে মেএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।
সরোবর ভাজ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলান
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

কৃত্তিবাস

বনগমন

দিবাকর-কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিল কাতরা অতি জনকদুহিতা ॥
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী ॥
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনিপত্নীগণ ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী ॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি ॥
দূর্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর ॥
সুন্দর বদন দেখি অতি মনোহর।
ধনুর্বাণ করে উনি কে হন তোমার ॥
নবীন কমল-মুখ ভ্রূভঙ্গ-রচিত।
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকশিত ॥

লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার॥
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে
তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে॥
তাহার গভীর জল পাতাল প্রমাণ।
রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান॥
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ
হাঁটু জল পার হয়ে অক্লেশে গমন॥
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন॥
বলিলেন ওহে রাম তুমি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন আইলেন বন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি পিতার আদেশে।
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে॥
তিনজন তথায় রহিলেন অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে॥
ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগর।
জোড় হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচর॥
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার করে।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের পুরে॥
সেথা হৈতে আইলাম রাজা তিন দিনে
রাম সীতা লক্ষ্মণ রহেন এই স্থানে॥
বিদায় দিলেন রাম মধুর বচনে।
প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চরণে॥
রামের যেমন শীল তেমন বচন।
গর্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জে যেন ফণী।
কিছু মাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরানী॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন॥

মালাধর বসু

নিবেদন

সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায় ।
কেহ তারে নাহি দেখে তাহার মায়ায় ॥
সূক্ষ্ম রূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি ।
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রণ তনু ধরি ॥
গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে ।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে ॥
সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ ।
আপনা হইতে ভিন্ন কাকে না দেখিহ ॥
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তারে জানে ।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে ॥
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায় ।
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায় ॥
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন ।
এক ভাবে চিন্ত প্রভু কমল লোচন ॥
যত বুঝি যত শক্তি যত মোর চিত ।
ভাব মত রচিল কিছু কৃষ্ণের চরিত ॥
যত কর্ম কৈল প্রভু নর রূপ ধরি ।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা আদি বলিতে না পারি ॥
ভক্ত অনুকম্পায় প্রভু ধরি নর কায় ।
সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ব্রহ্ম পদ পায় ॥
অল্প বুঝি অল্প মতি অল্প মোর জ্ঞান ।
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান ॥
অনেক আছয় শাস্ত্র বেদ পুরাণ ।
বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান ॥
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল প্রভু অবতারে ॥
বিষম বিষয় বশে সবার বন্ধন ।
ইহার আলাপে হয় সকল ভঞ্জন ॥

এ কথা শুনিতে যাহার হয় মতি।
ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি॥
অহর্নিশি লোক সব আছে মিছা কাজে
অবশ্য শুনিবে ইহা দিবসের মাঝে॥
শুনিতে শুনিতে হব মন যে নির্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সর্ব তীর্থ ফল॥
পুরাণ পড়িতে নাহি শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালি পড়িয়া তার এ ভব সংসার॥
তার আগে পড়হ যাহার শুদ্ধমতি।
শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি॥

বিপ্রদাস

চণ্ডীর খেদ

দেখিয়া হরের মুখ চণ্ডীর বিদরে বুক
কান্দে দেবী অঝর নয়নে।
লোটায়্যা ক্ষীরোদ তীরে করাঘাত হানি শিরে
প্রভু বিনে কি মোর জীবনে॥
যতেক দেবতা লইয়া আইলা হরিষ হৈয়া
ক্ষীর নদী করিতে মথন।
ত্যেজিয়া অমৃত-পান বিষেরে পাতিলা জ্ঞান
আত্মদোষে মজাল্যা জীবন॥
শঙ্কর করিয়া কোলে কাঁদিয়া চণ্ডিকা বলে
বারেক সম্বোধ চিয়াইয়া।
মোর কর্মে দৈব ফলে আসিয়া ক্ষীরোদ-কূলে
প্রমাদ পড়িল বিষ খায়্যা॥

জগতের নাথ হৈয়া আদি-অন্ত না গুনিয়া
না করিলা মনে বিমরিষ ।
নিরঞ্জন হত তোমা হরিল সকল ক্ষেমা
ভক্ষণ করিলা কাল-বিষ ॥
নিষেধিল ব্রহ্মা-মুনি না শুনিয়া তার বাণী
প্রাণ হত আপন কুমতি ।
মোর সবে তুমি সার তোমা বিনা নাহি আর
অনাথ কার্তিক গতপতি ॥
পাগল তোমার মন ত্যেজি রত্ন-আভরণ
অস্থিমালা ধরহ দ্বাদশ ।
অর্ধচন্দ্র ধর সাথে ত্রিশূল ডম্বুর হাথে
লাউয়া পাঠি-ঝুলি থাল বশ ॥
মলয়জ কস্তুরি মৃগমদ পরিহরি
বিভূতিভূষণ সব গায় ।
বিচিত্র বসন এড়ি পরিধান বাঘছড়ি
ভিক্ষাবসে বুল সর্বঠায় ॥
কান্দিয়া বলেন বাণী শুন ব্রহ্মা চক্রপাণি
ইন্দ্র আদি জত দেব গণ ।
ষড়ানন গণপতি দুই পুত্র দৃঢ়মতি
তোমা সভা কৈল সমর্পণ ॥
মায়ামোহ তেয়াগিব প্রভুর সংহতি জাব
সাজাইয়া দেহ হুতাশন ।
চণ্ডীর বদন দেখি সর্ব দেবগণ দুখী
দ্বিজ বিপ্রদাস সু-বচন ॥

যশোরাজ খান

দর্শনোৎকণ্ঠিতা

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আরে সঙ্গই গৌর
হিম ধরাধর কনকভূধর
কোলে মিলল জোর।
মাধব তুয়া দরশন-কাজে
আধ-পদচারি করিঞা সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম
নীল-ধবল কমল দুই ছাঁদ
পূজল কত কাম।
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
মোহ এরস জান
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান॥

অজ্ঞাত

মিলনানন্দ

সোই পরাণনাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

বিদ্যাপতি

প্রথম প্রিয়সঙ্গমে সখী উপদেশ

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম তোহে দেউ উপদেশ॥
পহিলহিঁ বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।
মৌন রহবি পহুঁ পুছইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস-ঠাঠ।
কাম গুরু হোই শিখাওব পাঠ॥

বিদ্যাপতি

বিরহ-অন্তে

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি-পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল
অধরকি পানে বিরহ দূর গেল।
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔষধে না রহে বেয়াধি॥

বিদ্যাপতি

অনুযোগ

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরানে বধিলি একাজ করিলি কী॥
বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলি জলে।
তাহারে দেখিয়া মুচুকি হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥
দেখাইয়া বদন চান্দে
তারে ফেলাইলি বিষম কান্দে।
তুরিতে আয়লি লখিতে নাবিল ওই ওই বল্যা কান্দে॥
গুপত বরত সেবী
তোরে বর দিল দেবা দেবী।
থোরি দরশনে আশ না পূরল ভণে বিদ্যাপতি কবি॥

বড়ু চণ্ডীদাস

মিলন-ব্যাকুলতা

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে
এবেঁ কাল হৈল মোরে নান্দের নন্দনে।
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে।
আক্ষা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ। ধ্রু।
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ
ফেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পসিআঁ।

নাগর কাহ্নাঞি সমে বিবিধ বিধানে
এবেঁ ল আঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে।
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝি
কাহ্ন বিনি মোর রূপ যৌবনে কী।
এরূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।
মন্দ পবন বহে কালিনী নই তীরে
কাহ্নাঞি সোঁ অরী মোর চিত নহে থীরে।
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

বড়ু চণ্ডীদাস

চাতুর্মাসিক বিরহ বেদনা

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি জাওঁ তথা
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে তথা।
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস
এ ভর-যৌবনে কাহ্ন করিলে নিবাস। ধ্রু।
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে
সে জাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।
কত না সহিব রে কুসুমশর জালা
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা।
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।

তাত না দেখিবোঁ যবে কাহাঞিঁর মুখ
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে ঝুক।
আশ্বিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবক কাশী।
এবেঁ কাহ্নু বিনী হৈব নিফল জীবন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

বড়ু চণ্ডীদাস

অনুতাপ

দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে।
কিসক তিরীবধ তোঁ দিলি আহ্মারে॥
মায়ের আগে কৈলি আহ্মার খাঁখর।
সব মরবিল বাধা জিঅ একবার॥
মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোয়ালী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী॥
বারেক সুন্দরী রাধা শুন মোর বোল।
মিনতী করিআ বোলে গাঅখানী তোল॥
ছাড়িলো মো মাহাদান তেজিলোঁ সো বাটে।
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে॥
কি বার না করিল আহ্মে তোহ্মার আন্তরে।
আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকার॥
উপজিল রোষ মোক মাইলো ফুলবাণে।
মো কেহ্নে জানিবো বাধা ত্যেজিবেঁ পরাণে॥
মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ।
আঅব খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ॥
আমার জীবন রহে তোহ্মার জীবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥

চণ্ডীদাস

গুপ্তপ্রেম

নিশাস ছাড়িতে না দেই ঘরের গৃহিণী
বাহিরে বাতাসে ফান্দ পাতে ননদিনী।
বিনি ছলে বলে সে সদাই ধরে চুলি
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি।
সতী সাধে দাঁড়াই সখীগণ সঙ্গে
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যামপরসঙ্গে।
পুলক চাপিতে নানা করি পরকার
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।
পাড়ার লোক না জানে পীরিতি বলে কারে
তুমি যদি বল সই সমাধিএ ঘরে।
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি
অধিক জ্বালা তার যার অধিক পীরিতি॥

চণ্ডীদাস

ব্যাকুল নিবেদন

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুখায়ল তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না ত্যেজবি মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিল ভাবনে বিহি সে করিল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন জলয়ে দ্বিগুণ সহনে নাহিক যায়।
সখি   বুঝিয়া কানুর মন
যেমন করিলে আময়ে সে জন দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

মুরারি গুপ্ত

তুম্ব্যজ প্রেম

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ ধ্রু।
নয়ন পুতলি করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

মুরারি গুপ্ত

নিঠুর প্রেম

কি ছার পীরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।

তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরানে ॥
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয় ।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পীরিতি না বয় ॥
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি ।
গুপ্ত কহে একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি ॥

কৃষ্ণদাস

গৌরাঙ্গ-বন্দনা

সোঙরো নব গৌরচন্দ্র
নাগর বনওয়ারি ।
নবদ্বীপ-ইন্দু করুণাসিন্ধু
ভকত বৎসলকারী ॥

বদন চন্দ অধর রঙ্গ
নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি
শোভা নিছওয়ারি ॥
কুসুম শোভিত চাঁচর চিকুর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম অমিয়া হাস
দামিনী খনওয়ারি ॥

মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড
মণিকৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন
শোভা অতি ভাবী ॥
মলয় চন্দন চর্চিত অঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
অঙ্গদ বলয়া রতননূপুর
যজ্ঞ সূত্র ধারী ॥
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র
গাওত যশ ভকতবৃন্দ
কমলা সেবিত পাদ দ্বন্দ্ব
বলিয়ে বলিহারি ॥
কহত দীন কৃষ্ণদাস
গৌরচরণে করত আশ
পতিত পাবন নিতাই চান্দ
প্রেমদান-কারী ॥

যদুনাথ

শিশু-চাপল্য

হেদে গো রামের মা   ননীচোরা গেল এই পথে
নন্দ মন্দ বলু মোরে   লাগালি পাইলে তারে
সাজাই করিব ভাল মতে ॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা   সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলির চিনাগুলি   বেকত হইবে বলি
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী ॥

ক্ষীর ননী দেনা চাঁচি উভ করি শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মথনদণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড
নামতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়
কি খর করণে বসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হয়্যাছে বাপ
পরানে মারিব ননীচোরা॥
যশোদার মুখ হেরি রোহিনী দেখায় ঠারি
যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
যদুনাথ কয় দৃঢ় এবার কানুরে এড়
আর কভু না খাইবে ননী॥

বাসুদেব ঘোষ

শিশু-সৌন্দর্য

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জ গমন লোভা॥

মাধব ঘোষ

শিশু- স্নান

গিরিষ সময় গৃহ মাহ।
যশোমতী হরিষ পচাহ ॥
কহি সব গোকুল-লোকে।
নিজ সুতে করু অভিষেকে ॥
গিরিষ তপন ভয় লাগি।
বাসই কুসুম পবাগি ॥
সুশীতল বারি মধুর।
কলস কলস ভরি পূর ॥
মলয়জ কপূব মিশাই।
হিমকব শীকর লাই ॥
রতনবেদী নিরমান।
তহিঁ আনাওল কান ॥
বাসিত তৈল লাগাই।
দাসদাসীগণে আই ॥
শির পর ঢালত বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি ॥

গোবিন্দ ঘোষ

চৈতন্য সন্ন্যাস

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥
ইহা ত না জানি মোরা সকালে মিলিনু গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।

নিঝরে নয়ন ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হৈয়াছে মুখশশী ॥
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আনচান
শুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল তবে মুঞি নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥
আমি ত বিবশ হৈয়া তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি যে কহিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্দে
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইব মরিয়া ॥

নরহরি দাস

বিরহ-আবিষ্ট চৈতন্য

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ ॥
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পহু করিয়া আক্ষেপে ॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি ॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ ॥

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

রামানন্দ বসু

স্বপ্ন সমাগম

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিষে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামল-বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বোলে সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে তনু রহিলু মোড়াই।
আপন করয়ে পণ সবে মাগে প্রেম ধন
বোলে কিনো যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিনু জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহো নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দু নয়ানে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে সুমধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিলুঁ নিন্দে
কি লাগি বিয়ায় বিধাতায়॥

বংশীবদন

উদ্বোধন

সারী বোলে ওহে শুক হোর ধায়া-কানু দেখ
মদন-আলসে দুইজনা।
অঙ্গে অঙ্গে জড়াজিড়ি ভুজে ভুজে বেড়াবেড়ি
তমালে বেড়ল কাঁচা সোনা॥
পিক বলে মধুকর মন তুমি কর রোল
পবন পশিয়া কহ কানে।
বংশী বোলে অলি রাই চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি
জাগ পাছে লোক সব জানে॥

বংশীবদন

চৈতন্য সন্ন্যাস

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত চাতক লৈয়া।
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চাইয়া॥
আর কি দু ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকারি সদাই
নিমাই কোথাও নাই॥

নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদিয়া মাঝ ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায় ॥

পরমানন্দ

গৌরাঙ্গ বন্দনা

গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতি সর
আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা-বঞ্চিত ভেল তায় ॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিত পাবন ॥
হেম জলদ কিয়ে প্রেম সরোবর
করুণা সিন্ধু অবতার।
হেন অবতার পাইয়া যে জন শীতল নহে
কি জানি কেমন মন তার ॥
ভব তরিবারে হরি নামমন্ত্র ভেলা করি
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে সে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে
[illegible] ॥

অনন্ত

প্রথম প্রেম

শ্যাম পানে চাহিয়া অকাজ কৈলুঁ।
দিবস রজনী আন নাহি জানি
ভাবিতে গুণিতে মৈলুঁ॥
দাঁড়ায়্যা তরুর মূলে আকুল করিল মোরে
ঈষৎ বঙ্কিম দীঠে চাঞা।
ঘরে যাইতে না লয় মন দিলাম জাতি কুলধন
চিকন কালার বালাই লঞা॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি প্রেমে পূরিত আঁখি
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিতে নেবারিয়া যদি বিরলে বসিয়া থাকি
মন কেনে শ্যাম পানে ধায়॥
খাইতে না লয় চিতে শুনিয়া বংশীর গীতে
না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে।
মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিনু হরি
তিলাঞ্জলি দিব কুললাজে॥
কি যেনে জলেতে গেলুঁ কিরূপ দেখিয়া আইলুঁ
ঘরে আসি হইলাম জরী।
গোপতে অনন্ত কয় জ্বর জ্বালা কিছু নয়
কানু করিয়াছে মন চুরি॥

শিবানন্দ

কৃষ্ণ জন্মোৎসব

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গয়লা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচরে নাচরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া লইল ॥

চৈতন্যদাস

গৌরাঙ্গ বিরহ

মোহে বিধি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল ॥
কি করিব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরাবায় ॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ পুতলী গোরা মোরে ছাড়ি গেল ॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সাগরে পড়িবে ॥
চৈতন্য দাসের সেই হৈলা।
পাইয়া গৌরাঙ্গ চান্দ না ভজি ত্যেজিল ॥

নয়নানন্দ

অদ্বৈত গৃহে চৈতন্য

আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুখী করিবেন ধন্য ॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সঙ্কীর্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত-জীবন ॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে ॥
আচার্য্য গোসাঁই নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গোরা বনমালী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের কাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে ॥

বৃন্দাবন দাস

শ্রীধর

সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান
খোলার পসার করি রাখ নিজ প্রাণ।
একবার খোলা যোড় কিনিয়া আনয়
খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয়
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়
তার অর্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায়।
অর্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা
এই মত হয় বিষ্ণু ভক্তির পরীক্ষা।
মহাসত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির
যার যেই মূল্য বলে না বলে বাহির।

মধ্যে মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে।
এইমতে নবদ্বীপে আছে মহাশয়
খোলা বেচা জ্ঞান করি কেহনা চিনয়।
চারি প্রহর বাতি নিদ্রা নহে কৃষ্ণ নামে
সর্বরাত্রিহরি বোলে দীঘল আহ্বানে।
যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরেব ডাকে
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণ ফাটে।
মহাচাসা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে
ক্ষুধায়ে ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি মরে।
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি
নিজ কার্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী।
হরি বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধরে
নিশাভাগে প্রেম যোগে ডাকে উচ্চস্বরে।
অর্ধপথ গেল মাত্র ভক্তগণ ধাঞা
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া।
ডাক অনুসারে গেলা ভাগবতগণ
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইল ততক্ষণ।
চল চল মহাশয় প্রভু দেখ সিয়া
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরসিয়া।
শুনিয়া প্রভুব নাম শ্রীধর মূর্ছিত
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত।
আথে ব্যথে ভক্তগণ লইল তুলিয়া
বিশ্বম্ভর আগে নিল আলস করিয়া।
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা
আয় আয় শ্রীধর বলি ডাকিতে লাগিলা।
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন
বহুজন্ম মোর প্রেমে ত্যেজিলা জীবন।
এহো জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর
পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তব।

যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস
পরম উদ্ধত হেন যখনে প্রকাশ।
সেই কালে গূঢ় ভাবে শ্রীধরের সঙ্গে
খোলা বেচা কেনা ছলে কৈল বহু রঙ্গে।
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেত গিয়া
যোড় কলা মূল খোলা আনেন কিনিয়া।
প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্ধ মূল্য দিয়া।
সত্যবাদী শ্রীধর যা লইব তাহা বোলে
অর্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে।
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি
এইমত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি।
প্রভু বোলে কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি।
আমার হাথের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া
এতদিন কে আমি না জানিস ইহা।
পরম ব্রহ্মণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নহে
বদন দেখিয়া সর্ব দ্রব্য কাড়ি লয়ে।
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গ সুন্দর
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর।
ত্রি বসন শোভে কুটিল কুন্তল
প্রকৃতি নয়ন দুই পরম চঞ্চল।
শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে
সূক্ষ্মরূপ অনন্ত যে হেন কলেবরে।
অধরে তাম্বুল হাসে শ্রীধরে চাহিয়া
আর বার খোলা লয় আপনে তুলিয়া।
শ্রীধর বলেন, শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর
ক্ষমা কর মোরে মুঞি তোমার কুকুর।
প্রভু বোলে, জানি তুমি পরম চতুর
খোলা বেচা অর্থ তোমার আচয়ে প্রচুর।

আর কি পসার নাহি, বলয়ে শ্রীধরে
অল্প কড়ি দিয়া তথা আন পাতখোলা।
প্রভু বোলে যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি।
রূপ দেখি মুগ্ধ হৈয়া শ্রীধর যে হাসে
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে।
প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহত কিনিয়া
আমারে না কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া।
যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তান পিতা
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা।
কর্ণ ধরি শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু বোলে
উদ্ধত দেখিয়া তানে দেই পাতখোলে।
এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল
শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল।
শ্রীধর বলেন, মুঞি হারিনু তোমারে
কড়ি বিনু কিছু দিনু ক্ষমহ আমারে।
একখণ্ড খোলা দিমু এক খণ্ড থোড
এক খণ্ড কলা মূল আর দোষ মোর
প্রভু বোলে ভাল ভাল আর নাহি দায়
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়।

চূড়ামণি দাস

চৈতন্যের বঙ্গদেশ ভ্রমণ

শচীরে কহয়ে প্রভু কমল লোচন
পিতৃভূমি দেখি যদি তোমার রোচন ॥
এত শুনি শচী দেবী করে হাহাকার ।
হাপুতীর পুত তুমি আখির তার ॥···
কোথায় না চলিবে বাপু স্থির কর মন ।
তখন চলিহ হৈলে আমার মরণ ॥
সহজেতে প্রাচ্যভূমি আচার রহিত ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডার মহিষের ভীত ॥
মহা মহা নদ-নদী তরঙ্গ বিকট ।
নৌকা-গমন জলে অনেক সংকট ॥
চারি পাঁচ ছয় ক্রোশ গভীর পাথার ।
তরঙ্গে পড়িলে নৌকা নাহিক নিস্তার ॥
এতেক দুর্গম ভূমি চলি যাবে তুমি ।
চিন্তিতে শুণিতে কেন মতে জীব আমি ॥
দুষ্ট দৈত্য ঘণ্ট তায় ডাকাইতের ভয়
এতেক দুর্ঘটে যাবে সমুচিত নয় ।···
কিসের অভাব মোরা কিসে লাগি যাবে ।
সে দেশেরে গেলে বাপু কোন ধন পাবে ॥
রূপ গুণ কুল শীল সব পরচুর ।
প্রতিষ্ঠা মহিমা তোমার বাপ ঠাকুর ॥
সব পরিহরি গেলা নারায়ণ-পাশ ।
আপনার সুখে সব করহ বিলাস ॥

এত শুনি সুধাভাষে কহে গৌরচান্দে ।
শ্রবণেতে শচীদেবী মনপ্রাণ বান্ধে ॥

তোর আশীর্ব্বাদে মা গো কোথা নাহি ভয়
তথা হৈতে আসি তোমা দেখিমু নিশ্চয় ॥

এক কহি শচী দেবীর চুরি কৈল মন।
শচী কহে বঙ্গে পুত্র করহ গমন॥
গণক আনিয়া যাত্রার দিবস করি।
যে যে লোক সঙ্গে যাবে তাহাকে আহরি॥
প্রথমে দেখিল গৌর পণ্ডিত শ্রীবাস।
শিবাই বটেন মিশ্রবর নিজ দাস॥
চারি পাঁচজন মোর সেবক মর্ম।
করিতে জানয়ে তারা নানাবিধ কর্ম॥
তিন চারি জন লইব পড়ুয়া তো সঙ্গে।
নানা শাস্ত্র বিচার সে করিবেক রঙ্গে॥
কৃষ্ণপূজা-দ্রব্য অর্থে বড়ু একজন।
পাক ক্রিয়া করিবারে এ মর্ম ব্রাহ্মণ॥
এইসব লোক যাবেক সঙ্গে আমার।
খরচ বসন দ্রব্য পরিচ্ছদ আর॥

মুখের বচনে যত সব দ্রব্য হৈল।
ফলাহার রন্ধনের সব দ্রব্য দিল॥
ভার বোঝা বান্ধিলেক যত সহচর।
ঝালি শয্যা বান্ধিলেক যতেক নফর॥
শুভযাত্রা করিয়া চলে শচীর নন্দন।
বারকোনা ঘাটে আসি দিল দরশন॥
কাণ্ডারি নাবিক আসি নৌকা যোগায়ে।
ভার বোঝা লই সবে রহে গিয়া নায়ে॥
ধর্ম সনাতন প্রভু সর্ব ধর্ম জান।
নৌকা চাপয়ে মায়ে করিয়া প্রণাম॥
দশ বিশ দাঁড় রহে কাঁড়ারি সুধীর।
এক ঠেলে পায় গিয়া গঙ্গার ও তীর॥
আনন্দে চলিয়া যায় গৌর মহাবলী।
দেখিয়া আকুল শচী শোকের পুটলি॥…
গৌর সিংহ চলি যায় সিংহ অবতারে॥

ভার বোঝা লই ভৃত্য গোড়াইতে নারে ॥
স্থানে স্থানে রহে গৌর ক্রমে ক্রমে চলে।
নদ-নদী পার হৈল নিজ বাহু বলে ॥
ক্রমে ক্রমে চলিয়া পায় শ্রীহট্ট নগরে।
জিজ্ঞাসি রহয়ে গিয়া নিজ বন্ধু ঘরে ॥
মহাশব্দ ঘোষণা নগরেতে হইল।
মিশ্র পুরন্দর পুত্র নিমাঞি আইল ॥
সর্বলোক জন ধারে বাস নাহি পরে।
পুলকে আকুল সবে আলিঙ্গন করে ॥
খঞ্জ বধির অন্ধ সব যাইতে চায়।
আখি না দেখয়ে পর কর ধরি যায় ॥···
প্রেম বন্ধুজন গৌর ঘরেতে বসায়।
বাহির হইয়া সভা দিলেন বিদায় ॥

মহানারায়ণ তৈল দিয়া গৌর অঙ্গে।
স্নান করে উষ্ণোদকে কর্পূর সঙ্গে ॥
শ্রী-অঙ্গের জল মুছি পরিয়া বসনে।
তিলক করয়ে প্রভু বসিয়া আসনে ॥
করি আচমন করে সন্ধ্যাবন্দনে।
নানা উপচারে পূজে শ্রীনন্দনন্দনে ॥···
জপ জাপ্য সমাধি করয়ে নমস্কার।
বন্ধুজনে দেই নৈবেদ্য উপচার ॥

ব্রাহ্মণকুমার কহে হইল রন্ধন।
মন্দিরে আসিয়া কর কৃষ্ণে নিবেদন ॥
মন্দিরেও গিয়া প্রভু বসিয়া আসনে।
উচ্চমন্ত্রে কৃষ্ণেরে কৈল নিবেদনে ॥···
কৃষ্ণ নিবেদিত অন্ন করিয়া ভোজন।
উলটি ভাবয়ে প্রভু করিয়া আচমন ॥
শ্রীঅঙ্গ পাখালি প্রভু পরিয়া বসন।
শয্যায়ে বসিয়া করে শ্রীমুখ বাদন ॥

শয়ন করিল প্রভু শচীর নন্দন।
উত্তম সেবক করে পাদ সংবাহন ॥
ক্ষণেক যোগনিদ্রায়ে রহি প্রভুবর।
লোক-অনুরাগে প্রভু উঠিলা সত্বর ॥
পিড়ায় বসিয়া মেলি ভাগবত পোথা।
সবারে কহয়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কথা ॥
মহা মহা অধ্যাপক শ্রীহট্ট নগরে।
প্রভু বিদ্যমানে কার না ফুরে উত্তরে ॥
যত যত ব্যাখ্যা করে শচীর নন্দন।
কবে কেহ নাই শুনে একটি বচন ॥
বৈদান্তিক মৈমাংসিক কুতার্কিক যত।
বুঝিতে না পারে কেহ গৌর-অভিমত ॥

কীর্তনে প্রভুর নাট সাধ দেখিবারে।
কাহার পঞ্চাসে ইহা কহিবারে পারে ॥
পরম-সুজান জানি সভার অন্তর।
হরি হরি শব্দ শুনি তাহে দিলেন উত্তর ॥
প্রেম উনমাদে উঠানে দেয় লাফ।
প্রেম পুলক স্বেদ সর্ব অঙ্গ কাঁপ ॥
একলাফে উঠে গিয়া প্রধান মন্দিরে।
আর লাফে উলে প্রভু উঠান উপরে ॥
তারা হেন ছুটে কেহ গোড়াইতে নারে।
এক আখি জল বহে শত শত ধারে ॥
প্রভুবর নাটে নাচে বঙ্গবাসী লোক।
আবেশে বিবশ পাসরিল দুঃখ শোক ॥
মহা অধ্যাপক নাচে ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
হিন্দু তুড়ুক নাচে কুলবতী নারী ॥…

এত বুঝি গৌরচন্দ্র চারিদিগ চাহে।
রক্ষার্থেত দিলুঁ বাড় বাড়ে ফুটি খায়ে ॥

আমার নিমিষে গৌর সকল সম্বরে।
লাফ দিয়া উঠে প্রভু পিঁড়ার উপরে॥
ভৃঙ্গারের জলে প্রভু পাখালে বদন।
নাট ত্যেজি সভে আসি প্রভুর বন্দন॥
প্রভু কহে একমাস আসিয়াছি হেথা।
মায়ের হৃদয়ে দুঃখ নিত্য বাড়ে তথা॥
বিদায় করিল কালি চলিব এথারে।
সভাসত কবে নাহি পাসরিবে মোরে॥
এবমস্তু করিয়া ডাকয়ে সর্বজন।
কোন জন্মে তোমারে না হয় পাসরণ॥...

ভোজন করিয়া সবে শুতি নিদ্রা যায়।
বলিতে কহিতে আসি রজনি পোহায়॥
সবে মেলি আসিয়া ত বসিয়া চত্বরে।
যার যত দ্রব্যজাত লেখা জোখা করে॥
সভে মেলি যায় চলি গৌর বিদ্যমান।
আরতি আদরে করে দণ্ড-পরনাম॥
আমাসবা দেখি গৌর দিবসেক রবে।
আজি কালি বই যাত্রা করি চলি যাবে॥
এতেক শুনিঞা গৌর অনুমতি দিল।
সবার মস্তক আকাশেতে পরশিল॥
পিঁড়ায়ে বসিল প্রভু ভোটের উপরে।
আসিয়া ত সর্বলোক দণ্ডবত করে॥
সভা আশীর্ব্বাদ করি বসি নাম'য়।
ক্ষণেক বিলম্বে গৌর সভাসতে কয়॥
শুভযাত্রা করি আমি চলিব প্রভাতে।
পাঁচ সাত লোকজন দিবে মোর সাথে
এত শুনি পুরলোক কান্দে উচ্চস্বরে।
তুমি যাত্রা করি যাবে কে রহিব ঘরে॥...

ইহা শুনি গৌর কহে শুন সর্বজন।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের প্রেম নহেত এমন ॥
ভক্তিমাতা ভগবতী পুত্র নাহি ছাড়ে।
ভক্তি দেখি ভক্ত কৃষ্ণের প্রেমাধিক বাড়ে ॥
কৃষ্ণ কহে অহে অর্জুন কর বিশোয়াস।
আমার ভক্তের কব নাহিক বিনাশ ॥
এত শুনি সর্বলোক উল্লাস অন্তরে।
বাস পরিচ্ছদ ধন যায় আনিবারে ॥···
সভারে ডাকিয়া প্রভু আনে নিজ স্থানে।
মাল্য চন্দন দিল সকর্পূর পানে ॥
ভাগবত-কথা কহি সর্বজনে।
চলি যাহ ঘর আইসহ প্রত্যুষ বিহানেঁ ॥
ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠি শচীর নন্দন।
প্রাতঃক্রিয়া স্নান করি তরে তরপণ ॥
পরিয়া ত কাচা ধুতি আসিয়া মন্দিরে।
আসনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজা করে ॥
জপ জাপ্য করিয়া করয়ে নমস্কারে।
পিঁড়ায়ে আসিয়া বসে ভোটের উপরে ॥
ভার বোঝা বান্ধ আদেশিল লোকজনে।
ত্বরায়ে বান্ধয়ে সবে প্রভুর বচনে ॥
যত যত বোঝা ভার বাহিরেত থুইয়া।
বোঝা ভারী সভাকারে ডাকি আনে গিয়া ॥
গৌর-অনুরাগে আইসে যত যত লোক।
নয়নে গলয়ে নীর এ বিচ্ছেদ-শোক ॥
শ্রীমাধব শ্রীমাধব স্মরণ করিয়া।
পিঁড়া হৈতে উলি প্রভু উঠানেতে গিয়া ॥
সর্বলোক জনে প্রভু বোলাইয়া হরি।
মন্দিরে চলিলা গৌর শুভযাত্রা করি ॥
লোক-অনুরাগে প্রভু ধীরে ধীরে যায়।
গ্রামের বাহির হৈয়া লোকেরে বুঝায় ॥

সংখ্যা করি কৃষ্ণ বলি গাবে গুণ-কর্ম।
কলিযুগে আরে বাপ নাহি আর ধর্ম ॥
না রহি তোমার বাক্যে ক্ষেম এই দোষ।
তোমা গোড়াইয়া যামু মোরা পাঁচ ক্রোশ ॥
সিংহ পরাক্রমে গৌর সিংহ চলি যায়।
ধাই ধাই সর্বলোক লাগ নাহি পায় ॥
চলি যায় প্রভুবর অতি পরচণ্ডে।
ছয় কোশ পাইল প্রভু চলি তিন দণ্ডে ॥
প্রভু কহে চল যাহ শ্রীহট্ট নগরে।
যখন তখন স্মৃতি করিহ আমারে ॥···
সর্বলোকের মনগণ বান্ধি থুইল ঘরে।
গৌর নমস্করি লোক চলিল সত্বরে ॥
দশ বিশ লোক দিল প্রভুবর সঙ্গে।
গৌরনাথ চলি যায় পরানন্দ রঙ্গে ॥
একস্থানে রহি সর্বলোকেরে খাওয়ায়।
নবদ্বীপ অনুরাগে পুন চলি যায় ॥
দিনান্তে করিয়া বাসা রন্ধন ভোজন।
পুনরপি প্রাতঃ কালে করিল গমন ॥

ক্রমে ক্রমে নদ-নদী হইয়াত পারে।
চলিয়া উত্তরে গিয়া নদীয়া নগরে ॥
গঙ্গারে নমস্কারে গৌর বিবিধ বিধানে।
পার হই যায় গৌর মাতৃ সন্নিধানে ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

চৈতন্যের ভাবাবেশ

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
এই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি তার হয় যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥
এই কহি শচীসুত শ্লোক পড়ে অদ্ভুত
শুনে দোহেঁ একমন হৈয়া।
আপন হৃদয় কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজ বীজ খাইয়া ॥
দূরে শুদ্ধ প্রেম-গন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ না দেখি সে চাঁদ মুখ
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু ॥
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিযায় ॥
এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥

এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥
যে কালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন দেখিলুঁ পদ্মলোচন
জুড়াইল তনু মন নেত্র ॥
গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্নখালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥···
কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ ॥
চৈতন্যলীলা-রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥···
নাহি কাঁহাসো বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবেচন
যদি হয় রাগ দ্বেষ তাঁহা হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন।
যেবা নাহি বুঝে কেহো শুনিতে শুনিতে সেহো
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥···
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।

না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তভু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥···
ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সভে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি-ভক্তবৃন্দ
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ
ধুলি করি মস্তক ভূষণ ॥
পাঞা যার আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দো তায় মুখ্য হরিদাস
চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু কল্লোলের এক বিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

নিবেদন

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য চরিত্র বর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥

ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল॥
নিত্যানন্দ-কৃপা পাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি বাস॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেই সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিল ধরিয়া॥…
চৈতন্য লীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিল।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥…
শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সভার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য লীলা হৈল যে কিছু লিখন॥…

সবার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
তার বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
যা সবার চরণকৃপা সর্বশুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুই পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করো মস্তক ভূষণ।
তোমরা এই অমৃত পীলে সকল হৈল শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

জয়ানন্দ

বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসিয়া দুঃখ

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্মদিনে।
উদ্বর্ত্তন তৈল স্নান কর গৃহাঙ্গনে॥
পিষ্ঠক পায়স ভোজ ধূপ দীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তনে নাচে প্রভু পরম আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার জন্মতিথি পূজা
আনন্দিত নবদ্বীপ বাল বৃদ্ধ যুবা॥

চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
শুনিঞা যে প্রাণ করে তা কহিতে কাকে॥

প্রচণ্ড উদ্ভট কত তপ্ত সিকতা।
কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পাদাম্বুজত্রাতা ॥
গৌরাঙ্গ প্রভু তোর নিদারুণ হিয়া।
গঙ্গা-এ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

বৈশাখ চম্পক-মালা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা ॥
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ সরু পৈতা কান্ধে।
রূপ দেখিয়া কুলবধূ বুক নাহি বান্ধে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম বৈশাখের রৌদ্রে।
তোমার বিচ্ছেদে মরি সর্ব্ব দুঃখ সমুদ্রে ॥

বসন্তে কোকিল পক্ষ ডাকে কুহু কুহু।
তোমা না দেখিঞা মূর্চ্ছা জাই মুহুর্মুহু ॥
চূতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে।
তুমি দূর দেশে আমি জুড়াই কার কোলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে না জাইহ ভাণ্ডিঞা
মনের পোড়ানি কারে কহিব ভাঙ্গিয়া ॥

জ্যৈষ্ঠে সুবাসিত জলে স্নান করাইব।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি অঙ্গে পরাইব ॥
গঙ্গাজল চামরে চৌদিগে দিব বা।
হৃদয়ে তুলিঞা থুব দুখানি রাঙা পা ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে আমি কি বলিতে জানি।
বিষাল কাণ্ডেতে যেন ঝুমিল হরিণী ॥

আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদ।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিল বিবাদ ॥
মেঘের শব্দ শুনি ময়ূরের নাট।
কেমনে বঞ্চিব আমি নদীয়ার বাট ॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে সঙ্গে লয়ে জাএ।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তা চাহে॥

শ্রাবণে সলিল ধারা খনে বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব আমি রহিব আর কোথা॥
লক্ষ্মীবিলাস গৃহে পালঙ্কী শয়নে।
সে সব চিন্তিতে আমি না জীব শ্রাবণে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি প্রভু কঁর অবধান॥

ভাদ্রে ভাস্কর তাপ সহনে না জাএ।
কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগএ॥
যাব প্রাণনাথ ভাদ্রে নাহি নাথে ঘরে।
প্রাণ উচাটন তার বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম ভাদ্রের খরা।
জীয়ন্তেই মরা প্রাণনাথ নাহি জারা॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আনন্দিত মহী।
কান্ত বিনু সেই দুঃখ কার প্রাণে সহি॥
শরত সময়ে শোভা নদীআ নগরী।
গৌরচন্দ্র রমণী তারকা সারি সারি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে কহ উপদেশ।
যথা তথা থাক প্রভু করিও উদ্দেশ॥

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয় বা।
কররঙ্ক কৌপীনে কত আচ্ছদিবে গা॥
কত পুণ্য করিঞা হইলাঙ তোমার দাসী।
তবে অভাগিনী হৈলাঙ হেনপ্রায় বাসি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি সর্বভূতে অন্তর্য্যামী।
তোমার সমুখে আমি কি বলিতে জানি॥

হেমন্তে নূতন ধান্য জগত প্রকাশে।
সর্ব্বসুখময় গৃহে কি কার্য্য সন্ন্যাস ॥
পাট নেত ভোট সকলাত কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও আমি থাকি পদতলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি সর্বজীব অধিকারী।
কত দুঃখ বিনোদ হঞা দণ্ডধারী ॥

পৌষ প্রবল শীতে জলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে শীতে তিলেক না থাকে ॥
তপ্ত জলে স্নান তোমার অগ্নি জলে পাশে।
নানা সুখ আমোদ করহ গৃহবাসে ॥
পৌষ প্রবাস শীত তোমার না সহে।
কীর্ত্তন অধিক সে সন্ন্যাস ধর্ম নহে ॥

মাঘ মাসে স্নান কর হাবষ্যান্ন খায়।
শ্রীভাগবত পড আর শিষ্যেরে পডায় ॥
বলিবস্য শ্রাদ্ধ কর ভূদেব-আচার।
পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার ॥
বিষম মাঘ মাসের শীতে।
কত নিবারণ দিব এ দারুণ চিতে ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী জত কৈল নিবেদন।
দৃকপাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ ॥
শ্রবণযুগলে প্রভু দিয়া দুই হাথ।
জয়ানন্দ বলে প্রভু অনাথের নাথ ॥

লোচন দাস

চৈতন্যের রূপ

অমিয় মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগৎ ছানিঞা কেবা রূপ নিঙ্গাড়িয়ো গো
এক কৈল সুধায় সুনেহ॥
অনুরাগের দধিখানি প্রেমার সাঁচন দিয়া
কেবা পাতিয়াছে আখি দুটি।
তাহাতে অধিক মন্থ লহু লহু কথা গো
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥
অখণ্ড পীযূষধারা কেবা আউটিল গো
সোনার বরণ হইল চিনি।
সে চিনি মাড়িয়া কেবা ফেণি তুলিল গো
হেন বাসোঁ গোরা অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাঁটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমা-চান্দে বিকল হইয়া কান্দে
করপদ-পদ্মের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটা জগৎ আলা কৈল গো
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥
এমন বিনোদী গোরা কোথাও দেখিয়ে নাই
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া বিকল গো
নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের রসে বিলাস হৃদয়খানি
কেনা গড়াইল রঙ্গ দিয়া।
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া॥

ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো
কে না দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপে যত কুলের কামিনী গো
দুই হাথ করিতে চাহে পাখা ॥
রঙ্গের মন্দিরখানি নানা রত্ন দিয়া গো
গঢাইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা ভাবে অভিলাষী গো
মদন বেদনা ভাবি কান্দে ॥
না চাহে আঁখির কোণে সদাই সভার মনে
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি সুখে লালন গো
অলসল জরজর গায় ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভ-রঙে
গুণ গায় অসুর-পাষণ্ড।
ধূলায় লোটাঞা কান্দে কেহ স্থির নাহি বান্ধে
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥
ধাওরে ধাওরে বলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহ নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহূ সে বোলে সকল যাউ
গোরা-গুণরূপের বাতাসে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে গনে রাত্রি দিবা
গোরা গুণে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল ভুবনপতি ধূলায় লোটাঞা কান্দে
সদাই সোঙরে রাধা রাধা ॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি প্রেম অভিলাষী গো
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া বেকত না হয় গো
ওই গোরা তনু তার সাখী ॥
দেখরে দেখরে লোক হেন প্রেম অপরূপ
ত্রিজগৎনাথ-নাথ হৈঞা।

অকিঞ্চন জন সঙ্গে কি জানি কি ধন মাজে
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥
জয়রে জয়রে জয় হেন প্রেম রসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জীবে জীবন পাইল অন্ধে পন্থা বিচারিল
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥

লোচন দাস

রাধার ব্যাকুলতা

গুঞ্জ-অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে রহু মাতিয়া।
মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া ॥
বল্লীযুত মল্লীফুল গন্ধ সহ মারুতা।
কুন্দকালি শৃঙ্গে অলি বৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা ॥
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া।
কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া ॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পূরিয়া।
অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া ॥
পশ্য মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখি রো
বল্লী নব কুঞ্জ ভেল ভুঙ্গ ভয়-ভাজী রে ॥
গচ্ছ সখি পুচ্ছ কিবা আনি দেহ নাহ রে।
স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি লোচনক আশ রে ॥

লোচন দাস

চৈতন্যের আকর্ষণ

আর শুন্যাছ আলো সই গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল বধূ কান্দ্যা আকুল তথা॥
হলদি বাঁ টিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলদি-বরণ গোরাচান্দ পড়্যা গেল মনে॥
কিসের বাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা॥
উঠিল গৌ রাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভি জিল বাটন গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হৈবার নয় গোরা অবতার॥

বলরাম দাস

নবানুরাগ

কপালে চন্দন-চান্দ নাগরী মোহন ফান্দ
আধ-টালিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ুর-পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুনি ঠেকিলুঁ ওনা ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া হোব তারে॥ ধ্রু।
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ কান্দে পুনমিব চান্দ
লাজ-খয়ে ভেজিয়া আগুনি।
নয়ান-কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥

আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আলুঁ
কালা অঙ্গে পড়িছে বিজলি।
স্বরূপে দড়াইলুঁ মনে এরূপ যৌবন সনে
আপনা মজায়্যা দিব ডালি॥
কি খেনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কয় ও রূপ দেখিয়া তায়
কোন বা পামরী রহে ঘরে॥

জ্ঞানদাস

দুস্ত্যজ প্রেম

তুমি কি জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥ ধ্রু।
তমু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥
কি খেনে দেখিলুঁ সে বিদগধ-রায়।
পাষাণের রেখ যেন মেটন না যায়॥
গুরুজন যত বোলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয়, কিছুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে পরিহাস।
চান্দের উদরে যেন তিমির বিনাশ॥
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরীতি বুকে বহিছে ত্রিবেণী॥
সোঙরি সে রূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভাণে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥

জ্ঞানদাস

দুর্লভ প্রেম

কি না সে কানুর প্রেম
আখি পালটিতে নাহি পরতীত
যেন দরিদ্রের প্রেম ॥ ধ্রু ।
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না পরে অঙ্গে
গায়ের ছায়া রায়ের দোসার
রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে ।
তিলে কত বেরি মুখ নিরখয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম
কোড়ে থাকিতে দূর হেন বাসে
তেঞি সদা লয়ে নাম ।
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে ॥

শ্যামদাস

রাধার বারমাসি

ভাদ্র মাসে হেরি জন্ম ভারাবতারণে ।
ভব বিরিঞ্চির ভার করিতে পালনে ॥
ভাগ্যবন্ত নন্দগৃহে দেখি শ্যামরায় ।
ভাব কৈনু ভজিব কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় ॥
উদ্ধব ভরম ভাঙ্গিল ।
ভকতবৎসল হরি মথুরায় রহিল ॥

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা এই তিন পুরে।
আমরা আরোপি ঘট যমুনার তীরে॥
অখণ্ড শ্রীফলদল অগুরু চন্দনে।
অনেক আরতি কৈনু গৌরী-ত্রিলোচনে॥
উদ্ধব অনেক ভাগ্য ফলে।
অম্বর হেরিয়া আজ্ঞা দিল গোপীকুলে॥

কার্ত্তিকেতে কল্পতরু-মূলে চিন্তামণি।
কুঞ্জ ক্রীড়া কৌতুক করিতে নাহি জানি॥
কত রঙ্গ জানি কৃষ্ণ কিশোর শরীর।
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির॥
উদ্ধব কি করি উপায়।
কমল লোচন কৃষ্ণ কৃপা করে আয়॥

আঘনে গহনবনে পিয়ার বিচ্ছেদে।
আকুল হইয়া বুলি শোক গদ্‌গদে॥
আপনি আপনা গুণে পিয়া দিল দেখা।
অনঙ্গ সাগরে হে আমরা পাইনু রক্ষা॥
উদ্ধব আর কি গোকুলে।
আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে॥

পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে।
পাতিয়া পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে॥
প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি।
প্রতি বোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী।
উদ্ধব পিয়া গুণনিধি।
পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি॥

মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণি মন্দিরে।
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে॥

মাধবী মল্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে।
মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে॥
উদ্ধব মরি হে ঝুরিয়া।
মনে করি মরিব মাধব স্মঙরিয়া॥

ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মারে গোয়ালিনী মঙ্গল গীত গায়॥
উদ্ধব ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
চেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বঁধু।
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব চিত্ত ছলছল করে
চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥

বৈশাখে বিষের বাণে মলয়ের বায়।
বিরহে বিকল করে কোকিলের রায়॥
বাসা ভাঙ্গি বল্লকী করিব তোকে দূর।
বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর॥
উদ্ধব বিস্মরণ নয়
বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা জলে যাদব সংহতি।
জলকেলি মারে রঙ্গে যতেক যুবতী॥
জলকেলি মারে গোপী গোপালের গায়।
যৌবন চুম্বন ধন যাচে যদুরায়॥

উদ্ধব দুঃখ করে মনে
জীয়ন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ বিহনে ॥

আষাঢ়ে আঙিনা বসে আছিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া ॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ ॥
উদ্ধব অনেক যন্ত্রণা
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা ॥

শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকশিত ষট্‌পদ হিল্লোলে।
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
গুমরি গুমরি কান্দি এ ভব তরঙ্গে ॥
দুঃখী শ্যামদাস গায়।
চিত্ত দঢ়াইলে গোপী পাবে শ্যামরায় ॥

মাধব

নাবিক কৃষ্ণ

আমার সুন্দর নায় যে আসিয়া দেয় পায়
হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ।
এ সব নিতম্ব কুচ অতি গুরুতর উচ
একেলায় ভরা দশজন ॥
তেঞি বলি যুক্তি সার নহিলে কে করে পার
শুন সব ব্রজগোপীগণ।
আমার বচন ধরি যে আছে ফুরাও কড়ি
তবে পারে করহ গমন ॥

কাঁখের পসরা তোর নায়ে পার হবে মোর
ইহাতে পাইব আমি কি।
আপনি বুঝিয়া বল পিছে যেন নহে কল
এই জীবিকায় আমি জী ॥
তুমি তো যুবতী মায়্যা আমিহ যুবক নায়্যা
হাস পরিহাসে গেল দিন।
ও পারে মানুষ ডাকে খেয়া নিয়া মিছা পাকে
এতক্ষণ হৈত ভরা তিন ॥
ক্ষীর নবনীত দই আগুয়ান কিছু খাই
নৌকা বাহিতে হউ বল।
দ্বিজ মাধব কয় রসিক করুণাময়
কপটে কর যে বাক্‌ছল ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য

কৃষ্ণ-রূপ

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কেনা কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী ॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকের পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার ভাঁতি ॥
রতন করিয়া কিবা যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া ছিল কানে।

মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হইল উহারি ধেয়ানে ॥
নাসিকার আগে শোভে এ গজমুকুতা গো
সোনায়ে মঢ়িত তার পাশে ।
বিজুরি সহিতে যেন চান্দের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥
করিবরকর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে ।
যৌবন বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশরস মাগে ॥
মদন-ফান্দ ওনা চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আছে কোথা ।
এ বুক ভরিয়া আমি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা ॥
মধুর মধুর ওনা বোল খানি খানি গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই ।
ঢুলিতে ঢুলিতে যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা ।
শ্রী নিবাস কয় ও রূপ লখিল নয়
রূপ সিন্ধু গড়ল বিধাতা ॥

নরোত্তম দাস

ব্যাকুলতা

নবঘনশ্যাম অহে প্রাণ আমি তোমা পাসরিতে নারি ।
তোমার বদনশশী অমিঞা মধুর হাসি
তিল-আধ না দেখিলে মরি ॥

তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতু যদি
তবে তোমা দেখিতু সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইলে বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমন বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিল তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহব কহন না যায়॥
এবে সে বুঝিল সখি জীবন সংশয় দেখি
মোর মনে কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাদ
নরোত্তম জীবন আপায়॥

নরোত্তম দাস

প্রেমাতুরা

কি খেনে হইল দেখা নয়নে নয়নে॥
তোমা বঁধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুঃখ পরাণ তা জানে॥
শাশুড়ী খুরের ধার ননদি বিরাগী।
নয়ন মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ু নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলে মীন মরয়ে তিয়াসে॥

শ্যামানন্দ

গোপীনৃত্য

প্রথমে ত্বরিত গতি নাচিতে লাগিলা
পদ কটি হৃদি গ্রীবা ঘন চালাইলা ॥
তবে কবুতরগতি নর্তন আরম্ভ।
ভূমিতে লুটিয়া বুলে উলটিয়া ছন্দ ॥
নিজ শিরে দুইপদ উলটিয়া দিয়া।
ময়ূর অঙ্গেতে যেন পুচ্ছ পসারিয়া ॥
ভূমি পড়ি চিবু ধরি হস্তের চালন।
ক্ষণে দ্রুত গতি ক্ষণে মন্দর গমন ॥
এই মতে নানা নৃত্য করি কতক্ষণ।
ক্রমেতে নাচেন সব প্রিয় সখীগণ ॥
কিবা পদচালনের গতি মনোরম।
নয়ন চালনি যেন নিন্দিয়া খঞ্জন ॥…
আহা মরি কি মাধুরি ভাবের তরঙ্গ।
দুখী ভাবে অনুভবে বিনু রাই-সঙ্গ ॥

কবিবল্লভ

অপার প্রেম

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতন হোয় ॥
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল ॥

বচন অমিয়ারস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
যত মধুযামিনী রভসে গোয়াঁয়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ-জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মী লয়ে কোটিসে একি॥

বীর হাম্বীর

কালাচাঁদ

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল-আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি ঘোরানু পরানী॥
শুনিয়া দেখিলু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানী।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥

বসন্ত রায়

কৃষ্ণের রূপ

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীত বসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ-রাজিত অঙ্গ।
কনক-হার কিয়ে বিজুরি তরঙ্গ॥
মকর কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণি মনে পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া ফল অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলি মধুর ধ্বনি মদন তরঙ্গ।
রমণী রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ কমলে মণি নূপুর রাজে।
রায় বসন্ত-মন নখমণি মাঝে॥

বসন্ত রায়

রূপমুগ্ধা

সখি হে শুন শুন বাঁশি কিবা বোলে।
আনন্দ আধার কিয়ে সে নাগর
আইলা কদম্বতলে॥
বাঁশরি নিসান শুনিতে পরাণ
বিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল ভেল কলেবর
মন মুরুছই তায়॥
নাম বেঢ়াজাল খেয়াতি জগতে
সহজে বিষম বাঁশি।

কানু উপদেশে কেবল কঠিন
কামিনী-মোহন-ফাঁসি ॥
কি দোষ কি গুণ একই না গণে
না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের পহু বিনোদিয়া
তাহে কি লোকের লাজ ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

শ্যামরূপ

মরকত-মঞ্জু মুকুর-মুখমণ্ডল-মুখরিত মুরলি সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত কালিন্দী বহই উজান ॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি মুরতিময় মনসিজ জগজন-নয়ন আনন্দ ॥ ধ্রু
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলি কুল চুম্বিত অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক ॥
অতি সুকুমার চরণতল শীতল জিতল শরদরবিন্দ।
রায় সন্তোষ-মধুপ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

প্রেমাতুরা

কতহুঁ প্রেমধন হিয় মাহা সাঁচি।
পরিজন-নয়ন-পহরি কত বাঁচি ॥
হাম রহু সঙ্কেত আনত কান।
একলী কুঞ্জে কুসুমশর হান ॥

এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরান রহত কথি লাগি॥ ধ্রু
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ চঢ়ল না সোই॥
কুলবতী-চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হরি অব রহোঁ কাননে গোই॥
পন্থ নেহারি নয়নে লয় লাগ।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগ॥
অবহুঁ না মীলল শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দিগভর রাঁতি॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

আসন্ন বিরহিণী

ঝাঁপল উপপত লোরে নয়ান।
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান॥
তুঁহু পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন দুহু মঝু দেওত সাখি॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরকি বারণ করতলে হোয়॥
জানলুঁ এ সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশ চলবি মঝু ছোড়॥
গমন-সময় বিরোধ জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥
সময়-সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহু নিবার॥
গোবিন্দ দাস অতএ অনুমান।
পিয়া পরদেশী কাহে রহ প্রাণ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

দূতীসংবাদ

রীঝলি রাজ-নগর মাহা তোই।
রঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গ মন সোই ॥
রসময় রাসরসিক ব্রজনাগরী।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি ॥
রাধারমণ রতন তুহুঁ দূর।
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝূর ॥
রাকা রজনি রজনিকরজাল।
রোই রোই বোলত মরমক শাল
ঋতুপতি রাতি দিনহি দিন হীন।
রসবতী জীবই কৈছে রস বিন ॥
রতিপতি রোখে রহিত সব বেশ।
রূপ নিরূপম রহ অবশেষ ॥
রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
বচই রুচির পদ গোবিন্দ দাস ॥

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী

বিরহ বেদনা

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
জনমে জনমে হউ সো পিয়া আমার।
বিধি পাত্র মাঙ্গো মুঞি এই বর সার ॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেত ধরি।
এখনি আগিয়া দিব তোমার প্রাণ হরি ॥

কবিরঞ্জন

মানভঞ্জন

চরণ-নখর মণিবঞ্জন ছান্দ।
ধরণী লোটাওল গোকুল চান্দ॥
রোখ-তিমির এত বৈরি কে জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান॥
চরকি চরকি পড়ু লোচন লোর।
কতরূপে বিনতি কয়াল পহুঁ মোর॥
নারী জনমে হাম না কয়লু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মান কি লাগি॥
লাগল কুদিন কয়লুঁ হাম মান।
অব নাহিঁ নিকষএ কঠিন পরান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারী।
প্রেম অমিয়ারসে লুব্ধ মুরারি॥

শেখর

অননুরাগিণী

বড়াই ভাল রঙ্গ দেখ ভাঁড়াইঞা।
কালিন্দী গম্ভীর নীর নিকটে যমুনাতীর
ঝাঁপ দিব এ তাপ এড়াঞা॥
হেন ব্যবহার যার উচিত না কহ তার
নিকটে মথুরা রাজধানী।
কর কান্দে বেড়াইঞা অঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা
পসরা নাসাএ কোন দানী॥
বলিঞা কহিঞা মোরে ঘরের বাহির কৈলেঁ
ধরাইলে ধরমের ছাতা।

ছার কুলে কিবা মান যৌবনের চাহে দান
ইহাতে না কহ এক কথা ॥
নিজ পতি হেন মতি কথা এ চাতুরি অতি
গরবে গণিল নহে কংসে ।
যার সনে যার ভাব তার সনে তার লাভ
কে কহিবে আমা সভার অংশে ।
এমনি জানিলে মনে এ সঙ্গে আসিব কেনে
বিকে আইসে লাভ হৈল যত
কবি শেখরে কয় দেখিলে এ মতি হয়
বিকি-কিনি হয় মনের মত ॥

শেখর

উপেক্ষিত প্রেম

ওহে শ্যাম তুহুঁ সে সুজন জানি ।
কি গুণে বাঢ়াল্যা নি দোষে ছাড়িলা
নবীন পীরিতিখানি ॥ ধ্রু ॥
তোমার পীরিতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে ।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম অবধি যাবে ।
ভাল হৈল কান দিয়া সমাধান
বুঝিল আপন কাজে ।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গনিল
ভুবন ভরিল লাজে ॥
যখন আমার ছিল শুভদিন
তখন বাসিতে ভাল ।

এখনে এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল ॥
কহয়ে শেখর বঁধুর পীরিতি
কহিতে পরান ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে ॥

জগন্নাথ দাস

কৃষ্ণ মহিমা

যমুনাক্ তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।
ইন্দীবর নয়নী বরজ বধূ কামিনী
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে ॥
অসিত অম্বুধর অসিত সরসিরুহ
অতসীকুসুম অহিমকরসুতানীর
ইন্দ্রনীলমণি-উদার মরকত-
শ্রীনিন্দিত বপু-আভা রে ॥
শিরে শিখণ্ডদল নব গুঞ্জাফল
নিরমল-মুকুতা-লম্বি নাসাতল
নব কিশলয় অবতংস গোবোয়ন
অলক তিলক মুখ শোভা রে ॥
শ্রোণী পীতাম্বর বেত্র বাম কর
কম্বুকণ্ঠে বনমালা মনোহর
ধাতুরাগ বৈচিত্র্য কলেবর
চরণে চরণ পরি শোভা রে ॥

গোধুলিধূসর বিশাল বক্ষথল
রঙ্গভূমি জিনি বিলাস নটবর
গোঁছাদন-রজু-বিনিহিত কপূর
রূপে ভুবন মন লোভা রে ॥
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর
সো হরি কৌতুক ব্রজ বালক সাথে
গোপনাগরী অভিলাষা রে ॥
সো পহুঁ-পদতল পরাগ ধূসর
মানস মম করু আশ নিরন্তর
অভিনব সৎ কবি দাস জগন্নাথ
জননী জঠর ভয় নাশা রে ॥

বৃন্দাবন

মানিনীর প্রতি

কৈছে চরণে কর পল্লব ঠেললি
মীললি মান ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যাওব
তবহিঁ দেখবি ইহ রঙ্গে ॥
আগো মা এ কীয়ে জিন্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পঁয়রি উতারই পার।
শ্যামর ঝামর মলিন নলিন মুখ
ঝর ঝর লোচননীর
পীতাম্বর গলে পদহিঁ লোটাওল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থীর।

সাধি সাধি ছরসি ঘরমি মহা আকুল
ঘন ঘন দীঘনিশাস
মনমথ-দাহ দহনে তনু খসি গেও
রোখি চলল নিজ বাস।
অবিরোধ প্রেম পন্থ কাহে রোধলি
দোষলেশ নাহিঁ নাহ
বৃন্দাবন পুন নিষেধহ মানিনি
হামারি ওরে কাহে চাহ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ

সতীর পতিসম্ভাষ

অনুমতি দেহ হর যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর কৃপানিধি
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ যাইতে বাপের বাস
নিবেদন নাঞি করি ভয়ে॥
সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাঙ তোমার ঘরে
পূর্ণ হইল বৎসর সাত।
দূর কর বিবাদ পূরহ আমার সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পর্বত-কাননে বসি নাঞি পাটপড়শি
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একদিন যথা যাই জুড়াইতে নাঞি ঠাঞি.
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুখী॥

পিতা মোর পুণ্যবান দিবেন অনেক দান
কন্যাগণে করিব বেভার।
আভরণ পরিধান আমি আগে পাব মান
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার ॥
শুনিঞা সতীর বাণী কহিলেন শূল পাণি
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপঘরে যবে চল তবে না হইবে ভাল
ভবিষ্য করহ বিবেচন ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ

ভাঁড়ু দত্ত

ভেট লৈয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাণ্ডুর শালা
আগু ভাণ্ডু দত্তের পয়ান।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া জোড় কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাণ্ডু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতাইয়া বলে খুড়া।
ছিড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া ॥
আইলাঙ প্রতিআশে বসিতে তোমার দেশে
আগেতে ডাকিবে ভাণ্ডু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাণ্ডুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্বে ॥

কহিয়ে আপন তত্ত্ব আমল হাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ॥
গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কায়স্থ আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন॥
বহু পরিবার মেলা দুই মাণ্ড চারি শালা
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই আট বেটি এই হেতু সাত বাটি
ধান্য দিলে নাহি দিব বাড়ি॥
হাল বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন-পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেকি কুলা দিবে
আমি পাত্র তুমি রাজা আগেতে তোমার পূজা
অবশেষে ভাঁড়ুকে জানিবে॥
ভাঁড়ুর বচন শুনি মহাবীর মনে গুনি
ভাড়ুর করিল বহুমান।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

সঘনে নাড়িয়া শির চাতুরী প্রবন্ধে বীর
ভাঁড়ু দত্ত কহে কান-কথা।
যেই হেতু প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে
একে একে প্রজার বারতা॥
তাড় বালা দিবে মান দিবে হে বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয়॥

যখন পাকিবে খন্দ পাড়িবে বিষম কন্দ
দরিদ্রের ধানে দিবে লাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহি পাবে দাগা॥
দেওয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চেঠা
যারে বল বুলান মণ্ডল।
থাকিতে সকল প্রজা আগে মোরে কর পূজা
কহিয়া দিব প্রজার সকল॥
পরিত পুরান কাচা জানিত আমার ভাচা
চাষা বেটা হব দেশ মুখ।
বানরের হাতে খাণ্ডা বহুড়ী জপের ভাণ্ডা
পরিণামে দেই মহাদুখ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ

পশুগণের নিবেদন

কান্দে সিংহ আদি পশু স্মঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া॥
ভালে টীকা দিয়া মাতা কৈলে পশুরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ॥
সুখে রাজ্য করিতে আঘেটি হৈল কাল।
কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল॥
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জালা আর সোদরের শোক॥

তাহে গলে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক॥
দয়াময়ি পার কর অপার সংসার
তোমার স্মরণে মাতা বিপদ্ প্রতিকার॥
উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নাহি না করি তালুক॥
সাত পুত্র বীর মাইল বান্ধি জাল-পাশে।
সবংশে মজিলুঁ মাতা তোমার আশ্বাসে॥
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
মাগু মৈল পুত্র মৈল দুই নাতি পোষে॥
কান্দয়ে ভল্লুক শিরে করি আত্মঘাতী।
জরাকালে হৈল মোর এতেক দুর্গতি॥
বরাটিয়া চ্যাঙ্গা মুখা আমার ভক্ষণ।
কাহো হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে মহাআর্ত্ত বরা।
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা॥
শ্বশুর শ্বাশুড়ী মৈল দেওর ভাশুর।
পতি মৈল রতিসুখ বিধি কৈল দূর॥
ছিল অভাগীর পেট-রণ্ডা এক পো।
পাসরিতে নারি মাতা তার মায়া মো॥
ধুলায় ধূসর হৈয়া কান্দয়ে হস্তিনী।
স্মরয়ে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী॥
শ্যামল সুন্দর পুত্র কমল লোচন।
ভ্রূ কামধনু তার মদনগঞ্জন॥
কাননে করয়ে আলো কপালের ছান্দে।
স্মোঙরি তাহার তনু প্রাণ মোর কান্দে॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দণ্ড দুটা আপনার বৈরী॥

শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কট।
নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হঠ॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি।
সাগর লঙ্ঘিয়া হৈল গগনে পদাতি॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাত পুত্র বীর মোর বান্ধে ফাঁদ-জালে॥
বার শিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু চোলকান।
ধরণী লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান॥
কেনে হেন জন্ম বিধি কৈল পাপ বংশে।
হরিণ জগত বৈরী আপনার মাংসে॥
হেকচি করিয়া কান্দে শজারু শশারু।
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু॥
গাড়ের ভিতর থাকি লুকি ভাল জানি।
কি করি উপায় বীর গাঢে ঢালে পানী॥
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি॥
কান্দায়ে নকুল সুত দারার হাব্যাসে।
সবংশে মজিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে॥
পশুগণ স্মঙরয়ে চণ্ডীর চরণ।
ধেয়ানে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ

ঘুম পাড়ানী গান

আয় আয় রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়।
তুলিয়া আনিব গগন-ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল ॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর ॥
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ।
ধরিয়া আনিব গগন-চান্দ ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোঁটা
কালি গড়ায়্যা দিব সোনার ভেটা ॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখার চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া ॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া ॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখার গায় ॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায় ॥

বল্লভদাস

শচী ও চৈতন্য

নিতাই করিয়া আগে চলি গেলা অনুরাগে
আইল সভাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়্যা মাথার কেশ ধর্য্যাছে সন্ন্যাসীর বেঁশ
দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে ॥

করযোড় করি আগে দাঁড়াইয়া মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদমুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণু-প্রিয়ার কি হবে উপায় ॥
এ ডোর-কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গোরাচান্দের সন্ন্যাস
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥

শ্যামপ্রিয়া

শোচক

প্রাণ ধরিব কেমনে প্রাণ ধরি কেমনে।
দিবসে আন্ধার হৈল শ্রীমুরারি কী বিনে ॥
হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবা হৈল বাদ।
আর কি রসিকানন্দ পূরাইতে সাধ ॥
একে সে রসিকানন্দ রসের তরঙ্গ।
রসিলা রসিকানন্দ ক্ষীরচোরা-সঙ্গ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হিয়া বিদরে উপাসে।
দশদিগ শূন্য হৈল শ্যামপ্রিয়া ভাষে ॥

যদুনন্দন দাস

হতাশা

কৃষ্ণ যদি অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আর সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তরকালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥

ঘনশ্যাম দাস

বক্রোক্তি

"কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।"
"হরি হাম।"
"জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরিকন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ॥"
"সো হরি নহোঁ মধুসূদন নাম।"
"চল কমলালয় মধুকরী ঠাম॥"
"এ ধনি সো নহোঁ হাম ঘনশ্যাম।"
"তনু বিনু শুন কিয়ে কহে নিজ নাম॥"
"শ্যামমুরতি হাম তুহুঁ কিনা জান।"
"তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥

ঘর মাহা রতনদীপ উজিয়ার।
কৈছলে পৈঠব ঘন আঁধিয়ার॥"
"রাধারমণ হাম করি পরচার।"
"বাকা রজনি নহে ঘন-আধিয়ার॥"

পরিচয় পদ যব সব ভেল আন
তবহি পরাভব মানল কান।
তৈখনে উপজল মন্মথ-সূর
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পুর॥

শঙ্কর

আসন্ন বিরহ

কোথা চাহ পরাণ-রাধার।
মুখ তুলি চাহ একবার॥
কি কহিলা কুঞ্জ কুটীরে।
দুটি হাত দিয়া মোর শিরে॥
দাঁড়াইতে নাহি গাছতলা।
সায়রে ভাসাইলা ব্রজবালা॥
তোহারি সোহাগে মজি গেলুঁ।
গুরু গরবিত না মানিলুঁ॥
উভ হাতে শঙ্কর বোলে।
রথ রাখ যমুনার কূলে॥

কাশীরাম দাস

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা

আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত ॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধবদন আর বিকৃত-আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর থর।
শীঘ্রগতি উঠি গেল ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছু গোড়াইল ॥
গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বোলাইয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥
কুলবধূ লৈয়া যাবে মধ্যেতে সভার!
কুলের কলঙ্কভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হৈয়া দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কিনা লাগে ॥

ঝাঁকারি সবলে তারে নিল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল॥
উবুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লভ সভাতে মোরে বলয়ে কাতরে॥
বড় বড় জন দেখি আছেন সভায়।
হেন একজন নাহি এক কথা কয়॥
কেহ তোর দুর্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্রপুত্তলিকা মত আছে সভাজন॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে॥
স্বধর্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মনে এত দুঃখ কেনে না দেখে নয়নে॥
কুরুকুল ভ্রষ্টসব হইল নিশ্চয়।
একজন কেহ এক ভাষা নাহি কয়॥
এত বলি কান্দে দেবী সজল নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামীগণ পানে॥
দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
ভীষ্ম বীর প্রত্যুত্তর দেন কতক্ষণে॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া ইহাতে প্রমাণ॥···
দ্রুপদ নন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী॥
রাজ্যদেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে নাহি মিথ্যা বাহিরায়॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহি ইহার চিঠি কিছু নাহি জানি॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম ধীর।
যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপন ভার্য্যাকে হারে বল কোন্ জনে॥

কপটে জুয়ারী হইয়াছে বহু জন।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম করিলা যেমন॥...
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোন কালে॥...
ভীম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হীনজন-প্রভুত্ব না পারি সহিবার॥...
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষ কৃষ্ণার ক্লেশ নারিল সহিতে।
সভাজন চাহি বীর লাগিল কহিতে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দাও কেনে॥
পুনঃ পুন দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে জুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর পচে নরক ভিতরে॥...
এই মত পুনঃ পুন বিকর্ণ কহিল।
একজন সভাতলে উত্তর না দিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কপালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥
আগে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপরে কিবা প্রভুপনা আছে॥
বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
একা ধর্মনরপতির নাহি অধিকার॥

সেকারণে দ্রৌপদী পাশায় নহে জিত।
তোমরা কি বল সবে মম এই চিত॥
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তায়॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥···
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচারতত্ত্ব ধর্ম সূক্ষ্মগতি॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥
এই শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর॥
একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি॥
ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তার অঙ্গে বস্ত্র কাড়ে॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায়॥···
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

গদাধর দাস

আত্মকথা

নরসিংহদেব নামে উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি ॥
জগন্নাথ-সেবা বিনে নাহি জানে আন।
রাজ্য তৃণবৎ হরিকার্য্যে পণ প্রাণ ॥
অনেক করিল কার্য্য প্রিয় জগন্নাথ।
দুষ্টের দমন তেঁহ দুঃখী জনের তাত ॥
পুত্র সম করে সদা প্রজার পালন।
জিনিয়া চম্পকপুষ্প অঙ্গের বরণ ॥
রাজচক্রবর্ত্তী শাহজাহাঁ দিল্লীপতি।
ধর্ম্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী ॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান্ প্রতাপী হয় বৈরীজয়যশ ॥
উৎকলে উত্তম গান কটক নগর।
মাখনপুবেতে গ্রাম তাহার ভিতর ॥
বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি সেই বর স্থান।
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণ ॥
স্কন্দপুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র।
যত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুব চরিত্র ॥
না বুঝে পুরাণ ইহ ইত্যাদি লোকেতে।
তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতো।
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্বজন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥
চতুঃষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চ শতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লিখা মতে ॥
শুনিয়া পুরাণ বড় ইচ্ছা হৈল মনে।
পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ॥
নাহি সন্ধিজ্ঞান না পড়িল ব্যাকরণ।
কেবল মূর্খের মত করিনু বচন ॥

পণ্ডিত যে জন দোষ ইহা না লইবে।
যদি বা অশুদ্ধ হরি প্রসঙ্গ জানিবে ॥
রাধাকৃষ্ণের পদ পঙ্কজ অভয়।
ভব নারদাদি যাহা মানয়ে আশ্রয় ॥
দীনহীনমতি চাহি সে পায়ে শরণ।
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডূকের মন ॥
সবে মাত্র ভরসা আছয়ে এক আর।
পতিত পাবন দীনবন্ধু নাম তাঁর ॥
সেই নাম বিনু নাহি আমার নিস্তার।
গদাধর বসি আছে ভরসাতে তার ॥

দৌলৎ কাজী

শ্রাবণে বিরহ

[মালিনীর বিনয়]

কামিনী মরমে মোহর বলবান !
জীবন যৌবন ধন আনন্দ নিদান ॥
শ্রাবণ মাসেতে ময়না বড় সুখ লাগু।
ঝিমিঝিমি বরিখয় মনে ভাব জাগু ॥
ধরিত্রী বহয় ধারা রাত্রি আন্ধিয়ারী।
খেলায় বঁধুর সনে প্রেমের ধামারি ॥
শ্যামল অম্বর শ্যামল খেতি।
শ্যামল দশ দিশ দিবসক জুতি ॥
খেলায় বিজলি মেহু চামরের সঙ্গে।
তমসী ভীমশী নিশি রঙ্গ-বিরঙ্গে ॥
শ্রাবণে সুন্দর ঋতু লহরি ওথার।
হরি বিনে কৈছনে পাইব আমি পার ॥

খরতর সিন্ধুবর পবন দারুণ।
চৌগুণ বাড়িয়া যায় বিরহ-আগুন ॥
আকুল কামিনীকুল শ্যামভাব-ত্রাসে।
পিয়া পাও বন্দয়ে যে রতিরস-আশে।
জনমদুখিনী তুই রাজার দুহিতা।
বিফল সে নাম ধর লোরের বনিতা ॥
সুজন-পিরীতি জান নিত্যনব মালা।
লস্কর নায়ক-মণি জগ-উজিয়ালা ॥

[ময়নার উত্তর]

মালিনী কি কহব বেদনের ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥
শ্রাবণেতে গগনে সঘন ঝরে নীর।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥
মদন-ঐষিক জিনি বিজলির রেহা।
তড়কয় যামিনী কাম্পয় মোর দেহা ॥
না বল না বল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল ॥
লাখ পুরুষ নহে লোবক স্বরূপ।
কোথায় গোময়-কীট কোথায় মধুপ ॥
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ।
ডংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ ॥
তাহা সনে পালিয়া যে প্রেমের অঙ্কুর ॥
স্থির নহে জাতি পিরীতি দুইকুল ॥
বিরহ পীড়ায় ধনী জপয়তি নাহা।
লস্কর নায়ক-মণি রসগুণ গাহা ॥

আলাওল

কন্যাবিদায়

পদ্মাবতী সব সখীগণ আনাইল।
গমনের কাল যদি নিকট হইল॥
কন্যাঘরে সিংহলের রমণী আসিয়া।
কান্দিতে লাগিল সব শোকাকুলী হৈয়া॥
একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা।
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা॥
ছাড়িল নাইয়র ঘর বান্ধব সমাজ।
একেশ্বরী হৈয়া চলিলোঁ ভিন্ন রাজ॥
তোমরা সবারে কোনমতে পাশরিব।
স্মরণ হইলে মনে জলিয়া মরিব॥
শুন প্রাণসখি আমি চলি যাব যথা।
তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা॥
যেই দিন লাগি সখি মনে ছিল ভীত।
সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত॥
ছত্রশালা বৃন্দাবন কেলি-সরোবর।
প্রাণপ্রিয়া সখীগণ প্রাণের দোসর।
একদিনে ছাড়িল সিংহল করিলাম।
বিধিবশে হৈল মোর দূর দেশ বাস॥
পরদেশী হৈল বলি দয়া ছাড়িহ।
অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিহ॥
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশে।
মোর মনে রহিলেক এ জনম-ক্লেশে॥
আশীর্ব্বাদ আমারে করিহ এক মনে।
সদত পিরীতি যেন থাকে স্বামী মনে॥
আজন্ম বিচ্ছেদে দুঃখ দিলেক গোঁসাই।
ছাড়িল সিংহল দ্বীপ আর দেখা নাই॥
যেই কিছু ধিকাধিক বলিল যখনে।
দুখিনীরে ক্ষেমা কর না রাখিহ মনে॥

যার সনে যখনে করিল বোলাবোল।
দুখিনী স্মরিত মনে হইল বিকল॥
পদ্মাবতী-কান্দনে কা'য়ে সখীগণ।
সজল নয়ানে বলে বিনয় বচন॥
তোমা হৈতে বান্ধব নাহিক কোনজন।
যাহারে দেখিলে হয় দুঃখ বিস্মরণ॥
শিশুকালে তোমা সঙ্গে ছিল নানা সুখ।
একদিন কিঞ্চিৎ না পাইল মনে দুখ॥
স্মরিতে তোমার নেহা আমরা মরিব।
দৈবের নিবন্ধ আছে কিরূপ করিব॥
সদত গোপত আখি তোমাকে দেখিব।
ভ্রমেও আমরা মনে ভরম না হৈব॥
এই মতে অন্যে-অন্যে কান্দিতে কান্দিতে।
নৃপ গৃহে আইল তবে মাও বোলাইতে॥

রামদেব

দুরন্ত শিশু

সাউধাইন কি আর করিমু নিবেদন।
তোহ্মার ছিরা কেনে হইয়াছে এমন॥
প্রত্যুষ প্রভাত কালে নগরের নারী মিলে
বলে আসি খুলনার তরে।
যেমন তোমার শিশু তেমন শিখাইছ বিছু
প্রমাদ পাড়িল স্তরে স্তরে।
রজনী প্রভাত কালে রহে গিয়া বাড়িব আড়ে
না গণে প্রহর সাঁঝ বেলা।

ছাওয়াল লইয়া কত খেলায় বালক যত
মাঠেতে পাতিয়া কত খেলা ॥
খেলায় পায়্যা পরাজয় কান্দিয়া আকুল হয়
শিলা তরু যে পায় যখন।
উচিত বলিতে নারে আউলাইয়া শিশুরে মারে
ছিরা নহে ছাওয়াল শমন ॥
ওমা কি খাটুয়া শিশু না রাখিল দেশের কিছু
যথায় পায় বিচারি বেড়ায়।
ছাওয়াল অঞ্চলে ঢাকি পাপ গৃহকর্ম্মে থাকি
এথাতে সন্ধানে মারি খায় ॥
তোম্মার ছিরার ডরে বাহির হইতে নারে
মনের ভয়ে কানন পলায়।
দেখয়ে শিশুর গা এমনি মারণের ঘা
এনা কি ধরাইতে পারে মায়ে ॥
তোম্মার খাটুয়া শিশু নগরের যত শিশু
সকলেরে মারিয়া খেদায়।
বুঝাইয়া না রাখ তারে প্রমাদ পাড়িবে পরে
পশ্চাতে ঠেকিবা বাজদায় ॥
একশিশু এত করে জানি না জানাসি তারে
কেমনে দেখিয়া থাক তায়।
দেবীপদ দ্বন্দ্ব ভাবি মকচন্দ
দ্বিজ রামদেব এহ গায় ॥

রূপরাম চক্রবর্তী

আত্মকথা

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি শ্রীরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর ॥
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে।
বিশাশয় পড়ুয়া পড়ে যাব সন্নিধানে ॥
কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায়।
সতত পুরাণ পাঠ যাহার সভায় ॥
নিরন্তর পাঠ পড়ি নিজ নিকেতনে।
অমর জুমর ভেদ হৈল অল্পদিনে ॥
ছোট ভাই রামেশ্বর প্রাণের সমান।
বড় ভাই রত্নেশ্বর বুদ্ধি হৈল আন ॥
বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাইতে শুইতে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন ॥
খাইতে শুইতে শয়নে স্বপনে মন্দ বলে।
বার মাস দ্বন্দ্ব হয় বিহানে বিকালে ॥
বিশেষ বাজিল দ্বন্দ্ব বুধবার দিনে।
মনে দুঃখ উঠিল হইব উদাসীনে ॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি ॥
খুঙ্গি পুথি লয়্যা আমি করিলাম গমন।
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ ॥
বান্ধি লৈয়া খুঙ্গি পুথি জুমর অমর।
পাসণ্ডা পড়িতে গেলাম ভট্টাচার্যের ঘর ॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া হইল মায়া মো ॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
আনন্দে পড়ান পাঠ হরষিত মনে ॥
সদাই পড়ান গুরু মনে বড় দয়া।
পড়িল কারক টীকা তিঙন্ত মিলয়া ॥

সাত মাসে সাত টীকা পড়াইল গোলঞি।
বিদ্যা বিনু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞি॥
যেখানে সেখানে করি টীকার বিচার।
চক্রবর্ত্তী সকল মানিল পরিহার।
বিশাশয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে।
বিটঙ্ক ভারতী সুধা মকরন্দ ভাগে॥
আড়ুইয়ে পড়ান গুরু চৌপাড়ির ঘর।
শ্যামল উজ্জ্বল তনু পরম সুন্দর॥
পরমপণ্ডিত গুরু বড় দয়াময়।
ভট্টাচার্য কণাদ মানিল পরাজয়॥
বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি বামে যান।
রঘুরাম ভট্টাচার্য সভার প্রধান॥
মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত।
পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত॥
একদিন মনে মোর কিছু ভয় নাঞি।
অতিশয় বিরলে বসিয়া পাঠ চাই॥
ভট্টাচার্য গুরু [শুনি] বুক নাঞি বান্ধে।
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে॥
শনিবারে ধর্মের কারণে হৈল ভেড়ি।
দৈবহেতু সেদিন মাঘের টীকা পড়ি॥
গুরুর সম্মুখে বসিয়া পাঠ চাই।
পূর্বপক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই॥
সমাস টীকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল।
পূর্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল॥
এত শুনি গুরু হৈল পাবকের ধার।
পূর্বপক্ষ পরম ধরিল তিন বার॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
ক্রোধ করি নিষ্ঠুর বলেন উর্দ্ধরায়॥
গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন।
পড়াবায় বেলা হই এহার অধীন॥

বিশাশয় পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা।
দুই প্রহরে বেলা যায় এহার লাগিয়া ॥
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয়।
সদাই পাঠের বেলা জঞ্জালে লাগয় ॥
পড়াতে নারিল তোরে যাহ নিজ ঘর।
নহে নবদ্বীপ যাহ কিবা শান্তিপুর ॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য শান্তিপুরে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে ॥
নহে জউগ্রাম চল কণাদের ঠাঞি।
তার সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞি ॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
বিটঙ্ক মুখের শোভা বসন্তের বিনা ॥
এমন বচন শুনি মনে লাগে ডর।
মূর্খের সমান গুরু পরম সুন্দর ॥
অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘে কোন জন।
নবদ্বীপে পড়িতে আনন্দ হৈল মন ॥
গুরুর বচন শুনি নিল খুঙ্গি পুথি।
মনে হৈল নবদ্বীপ যাব দিবারাতি ॥
হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে।
পুনর্বার যাত্রা হৈল শ্রীরামপুরের গনে ॥
আড়ুয়্যা করিল পাছে ভাগি দিগে বাসা।
পুরান জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা ॥
খুব্যাখুব্যা বুলি শুধু পলাশনের বিলে।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণু-পদতলে ॥
হেনকালে ভগবান ছলিবারে মন।
মায়াছলে দুটি ব্যাঘ্র করিল সৃজন ॥
দুটা বাঘ দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে।
গোটা দুই কাছাড় খাইল গোপাল দীঘির পাড়ে ॥
সন্ধি মূল হারাইল সুবন্ত-টীকা নাঞি।
আপনি কাননে পুথি কুড়ান গোসাঞি ॥

প্রথমে আপনি ধর্ম কুড়াইল পুথি।
সম্মুখে দাণ্ডাইল যেন ব্রাহ্মণ-মূরতি ॥
সুবর্ণ পইতা গলে পরম সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন-কুণ্ডল ঝলমল ॥
ভয় নাই আপনি বলেন ভগবান।
এই লহ খুঙ্গি পুথি বাঁধ অভিধান ॥
আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম।
বার দিনের গাও রূপরাম ॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদলি।
তুমি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা বুলি ॥
আমি ধর্ম অনাদ্য তোমারে দিনু দেখা।
পূর্বকালে ভাগ্য আছে কপালের লেখা ॥
যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত।
সদাই গাহিবে গুণ আমার চরিত ॥
যখন শুনিব তোমার মন্দিরার ধ্বনি।
আসরে অবশ্য বাপু উরিব আপনি ॥
খুঙ্গি পুথি সব [তুমি] তুল্যা রাখ ঘরে।
আনন্দে গাইবে গীত আমার আসরে ॥
এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কানে।
দিবসে তরাগ তনু দেখি চারি পানে ॥
বলিবারে বচন বিলম্ব আর নাই।
গলাতে হাড়ের মালা দিলেন গোঁসাই ॥
দম্ভ করি বলে দ্বিজ বিক্রমে বড়াই।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার গীতে কার্য নাই ॥
এত শুনি অন্তর্ধান দেব নারায়ণ।
তিন দিন উপবাসী ধর্মের কারণ ॥
তিমিরে তপনমালা দেখিতে না পাই।
খুঙ্গি পুথি বান্ধিয়া ঐমনি দিল ধাই ॥
দিশাহারা হয়্যা ঠ্যায়া বুলি বেনা-বনে।
চঞ্চল বসন বেশ বড় ত্রাস মনে ॥

আকাশে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল।
শাঁখারি-পুকুরে খাইল পরিপূর্ণ জল॥
সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন।
প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ॥
সোনা হীরা দুটি বনি দুয়ারে বসিয়া।
রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি লৈয়া॥
হেনকালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বর।
দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর॥
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা।
পালাবার পথ নাই বুদ্ধি হৈল হারা॥
বাড়িতে বসিতে ভাই কৈল কুবচন।
জননী সহিত নাঞি হৈল দরশন॥
দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে।
কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে॥
কাছাড়িল অমর জুমর অভিমান।
বাহিরে স্ববস্ত টীকা গড়াগড়ি যান॥
পুনর্বার মরমে বান্দিল খুঙ্গি পুথি।
নবদ্বীপে পড়িবারে যাব দিবারাতি॥
সোনা হীরা দুটি বনি আছিল দুয়ারে।
জননীকে বারতা বলিতে নাঞি পারে॥
খুঙ্গি পুথি লৈয়া পুন করিল গমন।
তিনদিন উপবাসী দৈবের কারণ॥
শানিঘাট গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
পথের পথিকে দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল॥
ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগ্যবান্।
না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান॥
আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়া ভাজা।
দামুদরের দলেতে করিল স্নান পূজা॥
জলপন করি তথা বড় অভিলাষে।
আচম্বিতে চিড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে॥

চিড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল।
খুঙ্গি পুথি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাঞি বল॥
দিগনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতি-ঘরে কর্ম বড় পথেতে শুনিল॥
দৈব হেতু দুঃখ পাই সহজে কাতর।
দক্ষিণা মাগিতে গেলাম তাঁতিদের ঘর॥
ধাওয়া ঠাই তাঁতিঘরে দিল দরশন।
চিড়া-দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন॥
মনে হৈল পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই।
তাঁতিঘরে ধর্ম-ঠাকুর নাঞি দিল খই॥
দক্ষিণা আনিয়া দিল দশগণ্ডা কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কানাদেড় বুড়ি॥
খুঙ্গি পুথি লয়্যা পুনু করিল গমন।
বাহাদুর এড়াল্যে দিলাম দরশন॥
গোয়ালা ডুমের রাজা গণেশ রায় নাম।
বিপ্রকুল চূড়ামণি বড় ভাগ্যবান্॥
তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন।
প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিহ নানা ধন॥
এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্বজন।
আচম্বিতে দুটি পালি দিল দরশন॥
পালি দেখি মহারাজা আনন্দিত মনে।
দ্বাদশ মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে॥
সেই হৈতে গীত গাই ধর্মের আসরে।
অদ্যাবধি খুঙ্গি পুথি তোলা আছে ঘরে॥
রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণ যত আছিল [ত] প্রজা॥
বর্ধমানে যবে হৈল খালিপে হাকিম।
[তবে] পরাজয় হৈল দক্ষিণে মহিম॥
সেই হৈতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥

বিবাদ সূত্র

ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে।
এক ঘাটে চাপাইল বিধির বিধানে ॥
দক্ষিণরায়ের বাবা দেখিলেক কূলে।
হর-বরপুত্র জানি পূজে গন্ধ ফুলে ॥
নানা রত্নভূষণ তেমনি দিবা কেবা।
বিদায় মাগিল শেষে জোড়হাতে সেবা ॥
বড়খাঁ গাজীর পূজা না করিয়া যায়।
অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায় ॥
কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগর মূঢ়।
ঢেকা দিয়া কহিল তাহার ঘরে দূর ॥
ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে নগর সিংহল।
পীরেরে কহিতে যায় ফকির সকল ॥
সেইত গ্রামেতে আছে গাজীর অন্দর।
নগর বাজার হাট দেখিতে সুন্দর ॥
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সবে।
মুল্লুকের খবর না লও বাবা এবে ॥
পূজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা।
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড এটা ॥
বাঙ্গালী গোঁয়ার ভয় নাহিক তিলেক।
মারিয়া আমার ঘর খেদাড়ে দিলেক ॥
শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।
না লব ফকির-পানা আজি হৈতে থুক ॥
হেনকালে বলে বাঘ নাম কালানল।
শিকার করিতে গেলে না পাই আমল ॥
দক্ষিণরায়ের রাখে মুড়ি লয় কাড়্যা।
শুনিয়া তোমার নাম সবে দেয় তেড়্যা ॥
মহল্যা মলঙ্গি আর বাউল্যায় ঠাই।
দোহাই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই ॥

এক বেটা মলজি খাইতেছিলাম রাগে।
ধাইয়া আসিল মোরে তিন কুড়ি বাঘে॥
দেখিয়া ঠাকুর বড় নারিল আঁটিতে।
পীরের আমল নাই আঠারো-ভাটিতে॥
তোমার আজ্ঞা না ধরে এই রাগ বড়।
আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড়॥
আমার শালার পিসী লকলখি ছিল।
পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল॥
জামিন হইয়া মোরে দিয়াছে খালাস।
জানাইতে আইলাম সাহেবের পাশ॥
একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোসা খান।
শাপ দিল সাধুকে সভার বিদ্যমান॥···
শোনতে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী॥

ভবানন্দ

নিষ্ফল প্রেম

কালা-বন্ধুর ভাবে সদাই আকুল মোর হিয়া
এ ধন যৌবন দিয়া বন্ধুরে সমুখে থুইয়া
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া।
যে বোলে বলুক লোকে যার মনে যেই দেখে
ননদী বা বলুক অসতী
গুরু গৌরবিত জনে বলুক যে দেখে জ্ঞানে
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি।
শ্রবণে-কুণ্ডল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়া
যথা তথা যাইমু মনদুখে

কাহ্নুর বিরহে মোর তনু হৈল জরজর
কি বলিব গোকুলের লোকে।
মুই যদি এমন জানু যমুনার তীরে কাহ্নু
তে কেনে ভরিতে যামু জল
বিহানে শুনিয়া বাধা গেলু কলঙ্কিনী রাধা
পাইলু তাহার প্রতিফল।
শুন হোর প্রাণ-সই তোমাতে মরক কই
মোর রূপ কালার অধীন
অবিরত মনে ভাবি রাতুল চরণ সেবি
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

রামগোপাল দাস

অভিমানিনী

ভালে হইল আরে বঁধু আইলে সকালে
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে।
বঁধুয়া রে তোমার বলিহারি যাঙ
ফিরিয়া ডাণ্ডাহ তোমার চাঁদমুখ চাঙ।
আই আই পড়িছে রূপে কাজরের শোভা
ভাল সে সিন্দূর তোমার মুনি মনলোভা।
ঘর নখদর্শনে ভেল অঙ্গ জরজর
ভাল সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর।
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনি
রমণীরমণ হঞা বঞ্চিলা রজনী।
সুরঙ্গ যাবক বঙ্গ অঙ্গে ভাল সাজে
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন্ লাজে।
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ পুছে
গোপাল দাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

নসীর মামুদ

কৃষ্ণ বলরাম

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাচনি কাছনি বেত্র বেণু   মুরলি-খুরলি-গান রি। ধ্রু।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণিতনয়া-তীরে কেলি
ধবলী শাঙলী আওরি আওরি ফুকরি চলত কান রি।
বয়ন কিশোর মোহন ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহরি   বদনে মদন-ভান রি।
আগম নিগম বেদ সার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসীর মামুদ করত আশ   চরণে শরণ দান রি॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

কৃষ্ণের ব্যাকুলতা

এ সখি বিহি কি পুরায়ব সাধা
হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা।
যদি মোহে না মিলব সো বররামা
তব জীউ ছার ধরব কোন কামা।
তুহুঁ ভেলি দোতী পাশ ভেল আশা
জীউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা।
শুনি হরি বচন দোতী অবিলম্বে
আওলি চলি যাহাঁ রমণী কদম্বে।
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা
হরি জপয়ে তুয়া গুণমনি মালা॥

নরহরি চক্রবর্তী

গৌরাঙ্গ বিবাহ

দেব রমণী বৃন্দ বিরচি
বেশ বিবিধ ভাঁতি
রাজত থল- মাহি অতুল
ঝলকে কনক কাঁতি।
ভ্রমত গগন- পথ অগণন
যূথ হিয়-উৎসাহ
মানত দিঠি সফল নিরখি
গৌরবর বিবাহ।
মিশ্র-ভবন রীত রুচির
উচরি পুলক গার্ত
নবনব অভি- লাষ করই
ধৃতি ধরই ন যাত।
নিরুপম পহু প্রেয়সী ছবি
লোচন ভরি নেত
নরহরি কত ভাখব সবে
প্রাণ নিছনি দেত॥

জগদানন্দ

রাস-সজ্জা

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।

ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ
মালতী ফুল মালে রঞ্জ
অঞ্জন যুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জন গতিহারী।
কাঞ্চন রুচি রুথির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গ অনঙ্গ
কিঙ্কিনী করকঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু ভুজঙ্গ
কালিদমন দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শারী।
দশন কুন্দ কুসুম নিন্দু
বদন জিতল শরদ-ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে থরমে
প্রেম সিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহদীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ
ভূলল গিরিধারী।
অমরাবতী যুবতি বৃন্দ
হেরি হেরি রূপ পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ
নন্দন সুখকারী।
মণিমানিক নথ বিরাজ
কনকরতন মধুর বাজ
জগদানন্দ থল জলরুহ
চরণক বলিহারী॥

রাধামোহন ঠাকুর

হতাশ

পিয়া যত চম্বল সোহাগ
সো মঝু হৃদি মাহ জাগ।
সখি সো যদি নিকরুণ ভেল
মানিয়ে জীবন শেল।
কহ পুন কি করব কাজ
খেণে একু জীবইতে লাজ।
কৈছনে প্রাণ বাহিরায়
দুখী রাধামোহন গায়॥

ঘনরাম দাস

গোষ্ঠ ক্রীড়া

আজি খেলায় হারিলা কানাই
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশী বটের তলে যাই।
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রম জল ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন দেখিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে।
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতিয়ে বলরাম
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম।
মত্ত বলাইচান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
ঘনরাম দাস দেখি কয়॥

দীনবন্ধু দাস

প্রেমনিবেদন

বন্ধু কি আর বলিব তোরে
এ তিন ভুবনে আর কেহো নাহিঁ
দয়া না ছাড়িহ মোরে।
জাতি কুল শীল ছাড়িঞা সকল
তোমার হইলাম আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হয়্য তুমি।
আমার পরানে তোমার চরণে
একই করিঞা বাসি
নিশ্চয়ে জানিহ জনমের মত
হইলাম তোমার দাসী।
শয়নে স্বপনে তোমা ধন বিনে
আর কিছু নাহিঁ জানি
অকিঞ্চনে বিধি মিলাওল নিধি
দেখিলে এমতি জানি।
মন সুত দিঞা তোমা গুণনিধি
গলাএ গাথিঞা নিব
দীনবন্ধু ভনে জীবনে মরণে
আর কি ছাড়িঞা দিব॥

দীনবন্ধু দাস

সুবল বেনে রাধা

নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং
চল কুণ্ডল মণ্ডিত-গণ্ড তটং।
মদ মত্ত-মতঙ্গজ-মন্দ-গতা
জটিলা-পদ পঙ্কজ ধূলি-নতা।

নত কন্ধর হেরি গতং সুবলং
জটিলা জয় দেই বলে কুশলং।
মধুরাধর-বাতহি শুব মিঠং
গুরু-গর্বিত-ছর্দিত দেই পিঠং।
সুবলাকৃতি রাঙ্গি বনে গমনং
পহুঁ দীনবন্ধু কলিতং ভণনং॥

অজ্ঞাত

মীন চৈতন্য

আইলেক গোর্খনাথ মীন আছে যথা,
রাজ-ব্যবহারে গোর্খ নামাইল মাথা।
গুরুকে দেখিয়া গোর্খে মাগে মনস্কাম,
আগু বাড়ি করিলেক এ পঞ্চ প্রণাম।
প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত,
লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীননাথ।
টিম টিম করিয়া মাদলে দিল সান,
কর্ণপথে যেন মত আবৃত হইল প্রাণ।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ।
... ...
নাচন্ত যে গোর্খনাথ খামরের বেরলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।
হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে
আপনে ডুবাইল ভয়া গুরু মোছন্দরে।
গোর্খনাথ নাট করে নূপুরে রুনুঝুনু,
দেখি শুনি মীননাথ পুলকিত তনু।

মীনের সভাতে নাই পুরুষের গতি
কদলীর মধ্যে মীন যেন নিশাপতি।
মীননাথ বলে আছে মোর যত সখী,
এমত নাটুয়া আমি কভু নাই দেখি।
দেখিয়া নাটুয়ার রূপ যত সভাগণে,
মধুর বচনে মীনে পুছিল আপনে।
তুমি হেন সুন্দরী কাহি ভুবন ভিতর
নাট বৃত্তি করি কেনে খায় নিরন্তর।
প্রথম যৌবন তোমার বড়ই বাঘাল
হেন বসে স্বামী নাহি কর কি কারণ।
নাচিয়া গাইয়া খায় কতেক পৌরষ।
নাটুয়া হইয়া থাক তুমি সভার বশ।
রাজপাটেশ্বরী হইতে তোমার উচিত
নটী বেশ এড় তুমি এসব কুৎসিত।
আমার পুরীতে থাক হইয়া পাটেশ্বরী।
মঙ্গলা কমলা দুই তোমা সেবা করি।
এইরূপ যৌবন তুহ্মি না কর নিষ্ফল।
আহ্মাতে ভজিয়া রূপ কবহ সকল।
আমি হেন রাজা নাই এ তিন ভুবন।
আমারে ভজিয়া কর সকল যৌবন।
আমি হেন রাজা নাহি গুণের সাগর।
ষোল শ কদলী মাঝে আমি সে নাগর।
ষোল শত যুবতী পালি আপনার গুণে,
তোমারে পালিব আমি যেই লয় মনে।
হাতে তালে কথা কহে যতি গোরখাই,
মাদলের ঠারে কহে গুরুরে বোঝাই।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বলে,
সব বুধি হারাইলা কামিনীর কোলে।
গুরু হইয়া নাহি বোঝ আপনার বোল,
কায়া শুখাইল তোহ্মার কামিনীর কোল।

অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার কেবা নিল হরি,
শূন্য ঘর লইয়া তুমি আছহ প্রসরি।
অভয়ার ঘরখানি নির্ভয় ভাণ্ডারী,
তাহাতে না দিল গুরু চৈতন্য প্রহরী।
নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর,
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর।
মাদলের কথা শুনি ভুলা মীন রাত্র
নটীর মাদলের কথা কহন না যাত্র।
নাট কর নটী তুমি কথা কহ ছলে,
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মীনের দিগে চাই,
হাতের মানে চক্ষুর ধারে গুরুকে চেতাই।
মাদলে কহন্ত কথা শুনে মীননাথ
নানা ছলে বাএ নাথ মাদলে দিয়া হাত।
চিনি যদি না চিনিলা না চিনিলা নাই,
হেনই সে হইলা ভুলা ঈশ্বর মীনাই।
চিনিলাম অত্র গুরু নিজ মনে বাসি,
জগতে ত হইলা ঠগ কদলীতে আসি।
তা শুনিয়া যুক্তি করে কদলীর মাই
মায়া করি আসিয়াছে যতি গোরখাই।
কদলী সকলে বলে একত্রে হইয়া
নাটুয়া বিদায় দেয় ধনরত্ন দিয়া।
কমলাএ বোলে ভৈন নাটুয়া সুন্দরী,
নাটভঙ্গ করি যায় আপনার পুরী।
যতিনাথে বোলে শুন মুখ্য পাটেশ্বরী,
অৰ্দ্ধতালে নাটভঙ্গ করিতে না পারি।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে দিয়া হাত,
শিষ্যপুত্র চিন বাপু গুরু মীন নাথ।

রামেশ্বর

শাঁখারী শিব

শঙ্কর ধরিলা শঙ্খ বণিকের বেশ
তিন কাল পূর্ণ হৈল পেকে গেল কেশ।
হেনকালে হরিদাস হরষিত হয়ে
হরের নিকটে আইল হরিগুণ গেয়ে।
হর পদতলে পড়ি বলে পুনঃ পুনঃ
যাবে সাবধানে মামী জানে নাই যেন।
চুপড়্যা শাঁখারী হেরি মনে লাগে ধন্ধ
শঙ্খ বেচে শাঁখারী বসনে করি বন্ধ।
চারি যুগে চুপড়্যা শাঁখারী নাই হয়
অতিরিক্ত জলে বা এমন করি বয়।
বিশ্বনাথ বলে বাপু বিলক্ষণ বল
বাঁধিতে দিনোড্যা শঙ্খ বস্ত্র নাই ভাল
হরিদাস বলে হোক হইল সুসার
যশ কীর্তি যাতে হয় জগৎ নিস্তার।
মাধব শাঁখারী নাম শুধাইলে কবে
সর্বথা সকল সাবধান হ'বে।
জানে নাই মামী যেন জানে নাই যেন
দেব-ঋষি চলি গেলা বলি পুনঃ পুনঃ।
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভন রামেশ্বর॥

অভয়ার আভরণ উত্তমাঙ্গে ধরে
হরের গমন হৈল হরিধ্বনি করে।
বাঁ হাতে সাঁড়াশী ভাঁড়ি নড়ি সব্য হাতে
হরষিত হয়ে যান হিমালয়-পথে।
গঙ্গাধর গেলা হাটে গিয়া দড়বড়
বসিলা বকুলতলে বিছাইয়া খড়।

দিব্য শাঁখা দেখায়ে দোকান দিল পথে
মজিল মেয়ের মন মাধবের সাথে।
যে আসে সে শঙ্খ দেখে যেতে নারে ফিরে
ঘোর শব্দ ঘন ঘন শাঁখারীকে ঘিরে।

ঘনরাম কবিরত্ন

আত্মপরিচয়

মাতা যায় মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা।
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্
ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান ॥···

শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম
কবিরত্ন ভনে প্রভু পুর মনসকাম।
শ্রীরাম পূর্ব্বকে প্রভু গোপাল গোবিন্দে
তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ রাখিবে আনন্দে।
জগৎ জানিল রায় ধার্ম্মিক সুধীর
মহারাজা পুণ্যবন্ত নিষ্পাপ শরীর।
জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্তিচন্দ্র রায়।
আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।
শ্রীরামের পাদপদ্মে প্রণতি প্রার্থনা
নাথ নিবারিও মোর যমের যন্ত্রণা।
রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥

সঙ্গীত-আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর
মার্গকাদ্য আংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষপক্ষ তৃতীয়াখ্যা তিমি
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

উদ্ধব দাস

বাঁশীর টান

মুরলীরে, মিনতি করিয়ে বারে বার
শ্যামের অধরে রয়্যা রাধা রাধা নাম লয়্যা
তুমি যেনে না বাজিহ আর। ধ্রু।
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরু জনা করে অপযশ
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপনা
তুমি কেন হও তার বশ।
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারিলাঙ ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান
পহিলে বাজিলে যবে কুলশীল গেল তবে
অবশেষে আছে মোর প্রাণ।
যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকল গেল
তোরে আমি কহিব নিশ্চয়
এ দাস উদ্ধব ভণে যে বাঁশীর গান শুনে
সে জন তেজাই কুল ভয়॥

উদ্ধব দাস

রাধার রূপ

রাধা মুখ কমল বিমল
নিরখি চিত রিঝাওে
কোটি চন্দ্র কোটি ভানু
মদন ছবি নিছাওে।
ভাল সুন্দর অতি মনোহর
কুবলয়দল নয়নী
অরুণ অধর মুকুল-দশন
হাস অমিয়া বয়নী।
শ্রবণ ভূষণ জিনি রবিছবি
বেশরযুত নাসা
ঘন মৃগ মদ- তিলক অলক
খলিত চাঁচর কেশা।
জিনি নবঘন নীল বসন
গলে গজমতি হার
ত্রিভুবন মন- মোহিনীরূপ
উদ্ধব বলি হাব॥

রসময় দাস

গোপন প্রেম

তোমাতে আমাতে যেমন পিরিতি
ভালে সে জানহ তুমি
লোক চরচাতে ভাসুর-ভায়াই
এমতি থাকিব আমি।

আসিবা যাইবা দূরেতে থাকিবা
না চাবে আমার পানে
বড়ই বিষম গুরু গুরুজন
দেখিলে মরয়ে প্রাণে।
তুমি যদি বল পরাণ বন্ধু তবে
কুলে বা আমার কি
ইঙ্গিত পাইলে সব সমাধিয়া
কুলে জলাঞ্জলি দি।
এ দুখ চাহিতে সে দুখ বড়ই
কলঙ্ক বহিবে দেশে
গোপত পিরিতি রাখহ যুবতি
কহে রসময় দাসে॥

প্রেমদাস

অপাত্রে প্রেম

সই কাহারে করিব রোষ
না জানি না দেখি সরল হইলুঁ
সে পুনি আপন দোষ।
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ
মানুষ বুঝিয়া কথা যে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া নেহ।
সড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিবে
বেথিত বুঝিয়া বেথা।

অবিচারে দই করিলুঁ পিরীতি
কেন কৈলুঁ হেন কাজে
প্রেমদাস কহে ধীর হ সুন্দরি
কহিলে পাইবা লাজে ॥

চন্দ্রশেখর

কহ

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে
মেরু মম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি
নহে যব চরণ ধরি সাধে।
কবহুঁ উহে নাগবি ভজসন করি তেজলি
মান বহু বড়ন করি গণলা
অবহুঁ তুহুঁ ধরম পথ কাহিনী উগারসি
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা।
কাতারে তুয়া চরণ যুগ বেড়ি ভুজ পল্লবে
নাহ নিজ শপতি বহু দেল
নিপট পুটি নাটি কটু কঠিনী বজরাবুকী
কৈছে কর চরণ পর ঠেল।
সবহুঁ সব সখিনী তব নিকটে নাহি বৈঠব
হেনই অবিচার যদি করলি
চন্দ্রশেখর কহে কতয়ে সমুঝায়ল
মঝু বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গলি ॥

অপরাধী

"নীলোৎপল মুখ মণ্ডল
ঝামর কাহে ভেল"
"মদন জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল।"
"সিন্দূর হি পরিমণ্ডিত
চৌরস কাহে ভাল"
"গোবর্ধনে গৌরীক সেবি
সিন্দূর তথি গেল।"
"নখর ক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেয়ল কোন নারী"
"কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তুহে চূড়ইতে গোরী।"
"নীলাম্বর কাহে পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি"
"অগ্রজ সঞে পরিবর্তিত
নন্দালয়ে ভোরি।"
"অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে
খঞ্জন কাহে অধরে।"
উত্তর প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে।

অজ্ঞাত

ভাষা-মিশ্র কবিতা

করে ধৃত্বা নাথঃ 'কহিল যত বাত' প্রিয় সখি
ব্যলীকস্তৎ সর্বং 'গণিছি নিজ পর্বং' তদবধি।
মধৌ চেন্নায়াত 'করিব' তনুপাত কিল শুচা
কুহুক কণ্ঠীনাদ 'কি হৈল পরমাদঃ' কহু সখি॥

ভারতচন্দ্র রায়

পুর বর্ণন

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নব জলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু, (১)
পীতধরা বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ সুধাকর হাসি, সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমন চাহে, সেইমত চাও হে॥ ধ্রু॥

চলে যায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখি জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
চৌদিগে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি ছত্রিশ বাজার॥
থামে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥

ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থামে বান্ধা বাজী॥ (১)
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টা রব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারী॥
গোয়ালা তামুলী তেলি তাঁতি মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
মুগি চাষা ধোপা চাষা কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোপা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
বাইতি পাটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥
দেখিয়া নগর শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটা ভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥

শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নামখানি॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কাম ফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোক কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব শিবা চরণ পূজিলা॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুল বাণ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বকুলের ফুলে॥
হেনকালে নগরিয়া যতেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইল সঙ্গে সহচরী॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কসিয়া॥

রামপ্রসাদ সেন

মনঃ শিক্ষা

মন কৃষি কাজ তোর এসে না।
এমন মানব জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এইবেলা তুই চুটিয়ে ফসল, কেটে নেনা॥
গুরু দত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি বারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

রামপ্রসাদ সেন

নির্ভয়

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে॥
হিসাব বাকি থাকে যদি, দিব নারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাকৃতে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে॥
শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥

দুর্গাপ্রসাদ মুখটি

প্রত্যাদেশ

ধুয়া। সুরধুনী তব মায়া জানে কোন জন
কোন্ ভাবে কারে তুমি কর মা তারণ।

নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতি পতি
গোষ্ঠীপতি পতি তাঁরে বলে
তাঁর অধিকার ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম,
মুখুটি বিখ্যাত মহীতলে।

খড়দ কুলের সার বলিষ্ঠ তুলনা যার
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরানী
কি দিব উপমা তার শিব শিবা অবতার
ব্যবহারে হেন অনুমানি।

তাহার তনয় দীন শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ
দারা যাঁর হরিপ্রিয়া সতী
প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষাগান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী।

কোটি চন্দ্র শোভা যেন জাহ্নবীর রূপ হেন
ব্রাহ্মণ বালিকা বেশ ধরি
নানা আভরণ গায় রতন নূপুর পায়
বিচিত্র বসনখানি পরি।

কহেন করুণাময়ী শুন হরিপ্রিয়া কই
ভাষায় আমার গান নাই
তোমার পতিরে কবে প্রকাশ হইবে ভবে
যে বাঞ্ছা করিবে দিব তাই।

আমার সঙ্গিনী ছিলে সেবা দোষে জন্ম নিলে
আর জন্ম হবে না তোমার
দেব দ্বিজ নিজপতি তাতে তোর নিষ্ঠামতি
দেখি দয়া হয়েছে আমার।

তোমারে যে শ্রদ্ধা করে সুখ মোক্ষ দিই তারে
নিন্দিলে আমার নিন্দা হয়

এ কথা পণ্ডিত বিনে বুঝিবে কি বুদ্ধিহীনে
শক্তি নিন্দা করা মত নয়।
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী প্রভাতে উঠিয়া অতি
ভক্তি ভাবে পতিরে বলিলা
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার
কথা শুনে ভাবিতে লাগিলা॥

মদনমোহন

রাস্তার কবিতা
(হাপু গান)

শুন শুন সর্বজন একমন হঞা
রঙ্গিনী যখন আইল জাঙ্গাল বাহিয়া।

চণ্ডালগড় হৈতে
চণ্ডালগড় হৈতে যেন মতে হিষ্টিনী হারিল
চৈতন্ত সিংহ মহারাজা জানে সর্বজন
চলিলা তার সনেতে
চলিলা তার সনেতে রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল
দেখ রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল
পালাল প্রাণ লইয়া
পালাল প্রাণ লইয়া সব ছাড়িয়া কলিকাতা পহছিল।

আটকোচনের সাহেব মেলি
আটকোচনের সাহেব মেলি রঙ্গিনী কহিল
যুক্তি সার করিয়া
যুক্তি সার করিয়া হুকুম পায়্যা নিল টাকা কড়ি
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে গেল তড়াবড়ি।

ফের চণ্ডালগড়ে থানা
ফের চণ্ডালগড়ে থানা কথো জনা ধরিতে বেগারি
পোহিল্যা মকস্থদ করি
পোহিল্যা মকস্থদ করি রসি ধরি কৈল মহাজারি।

শঙ্কা সর্বলোকে
শঙ্কা সর্বলোকে পূর্বমুখে বান্ধিয়া চলিল
যেন সীতাহেতু সাগর শ্রীরাম বান্ধিল।
লঙ্কা জয় করিতে
লঙ্কা জয় করিতে জয়ঢাকেতে বাদ্য বাজে ভাল
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে মূর্তি লালে লাল।

কেরানী যুক্তি করে
কেরানী যুক্তি করে রশি ধরে কোড়া সঙ্গে লয়া
বড় বাড়ী দেখে দড়ি দেখে লাগাইল গিয়া।
বলে রাস্তা ইধার যাগা
বলে রাস্তা ইধার যাগা মহার লাগায়ে উতরিল বাড়ি
লোকে দেখে কপ হৈল কিছু কবুলে কড়ি।
পাইয়া লোভ বাড়িল
পাইয়া লোভ বাড়িল ঘর লুটিল ভাঙ্গিল কত ঘর
আশুদ আম বকুল জাম কাটিল বহুতর।

পিয়াশাল কমলাগুড়ি
পিয়াশাল কমলাগুড়ি বোয়ের কুড়ি আমড়া আসন শাল
বয়জ আম্‌লী আর কদলী কাটিল বহু তাল।
দু দিগে করে খালি
দু দিগে করে খালি নয়ানজুলি মধ্যে কিছু মাটি
আর প্রস্থে বার হাত আধ হাত টাক মাটি।
এড়ায়ে আম কত শত কত শত কে করে গণন
উচনীচ কেট্যা পথর গারা সোজা কৈল গন।

পিটিয়া পিটিয়া ধরে
পিটিয়া পিটিয়া ধরে বিষ্ণুপুরে পহুঁছিল আসিয়া
খানাপানা উত্তর খান সাত্তরানা খাটায়্যা।
দিন দুই তিন রহিল
দিন দুই তিন রহিল, পথ করিল সহর ভিতর দিয়া
গড়ের মুবচা কেট্যা চলে উঠ্যা জয়ঢাক বাজায়া।

শুনিয়া ভয় বাড়িল
শুনিয়া ভয় বাড়িল সব পালাল ঘরঘার ফেল্যা।
পুরুষ মেয়ে ফেলে পালায় ধেয়ে বুড়াবুড়ি ছেল্যা।
বদ্দি কায়েত বামুন
বদ্দি কায়েত বামুন পালায় তখন খাপানে খাপান
কলু মালী ধোবা তেলী যত মুছুরমান।
বাসি ভাত রইল ঘরে
বাসি ভাত রইল ঘরে তোবা সোঙরে কি কোন্‌নু ভেইয়া
গোলাম ছিল সেহ পালল বিবি সঙ্গে লঞা।

পেলিয়া পাথুরা হেতার
পেলিয়া পাথুরা হেতার কামার ছুতার পালাইল যদি
ময়রা ভেয়ে পালায় ধেয়ে সোনার বেনে আদি।
রজপুত ভাট আগুরি
রজপুত ভাট আগুরি সারি সারি দৈবক কুমার
বাগ্‌দি হাড়ি মুচি শুঁড়ি হাজারে হাজার।
পেলিয়া লাঙ্গল মাঠে
পেলিয়া লাঙ্গল মাঠে পালায় ছুটে যত চাষীগণ
বেগার ধরিতে আইল কত শতজন।
যেন চৈত্ত মাসে
যেন চৈত্ত মাসে ভক্ত্যাধরা ব্যাপনারা যেদিগে যাকে পায়
হাতে বেঁধে গোপতা মেরে রাস্তাতে খাটায়।

হাতে করে বেতের বাড়ি
হাতে করে বেতের বাড়ি তাড়াতাড়ি মারে [তাদের] পিঠে
বেতের ভয়ে যত কোড়া চতুর্দিগে ছুটে।
খাবাদাবা বন্ধ করে
খাবাদাবা বন্ধ করে রাখে ধরে সন্ধ্যেকালে ছুটি
কোদাল পিঠে ঝুড়ি হাথে যায় গুটি গুটি।
সন্ধ্যেয় রসদ নিতে
সন্ধ্যেয় রসদ নিতে চারি ভিতে করে মহাগোল
খুধার জ্বালায় বিকৃলি করে বলে হরিবোল।
শুনে বক্‌শি এল ধেয়ে
শুনে বক্‌শি এল ধেয়ে রসদ লয়ে মাপুই সঙ্গে করি
রসদ দেখে যত কোড়া বৈসে সারি সারি।
কয়াল রসদ মাপে
কয়াল রসদ মাপে রসদ পেয়ে চলে ধেয়ে কড়কড়ে চিতায়
হটপাট করে ঘাটে জল গিয়া খায়।
বলে হায় প্রাণ বাঁচিল
বলে হায় প্রাণ বাঁচিল ধুলায় শুল্য হুটু পুটু হয়ে
ঘুম ভাঙ্গিল পিপিড়্যে খায় চলে বেগে ধেয়ে।
মরিব গঙ্গাজলে
মরিব গঙ্গাজলে সভে বলে মহা মহা বারুণী
যায় সর্বলোকে গঙ্গাস্নানে দিবস রজনী।

আইল কোতুল পুরে
আইল কোতুল পুরে ডঙ্কা মারে শঙ্কা বড় হৈল
সেখান ছেড়্যা তড়াবড়ি খাটুল পহুঁছিল।
চলিল তড়াবড়ি
চলিল তড়াবড়ি জাহানাবাজ পশ্চাৎ করিয়া
কাইতি বামে বয়ড়া নামে পরগণা রাখিয়া।
ছামুতে যাহা পড়ে
ছামুতে যাহা পড়ে কাটে ছিঁড়ে গাছ পাথর আদি

দেবতা পেলে ছুঁড়ে জলে পঞ্চানন আদি।
গায়ে তার···দিয়ে
গায়ে তার···দিয়ে কোপ করিয়ে শিবকে উথাড়িল
কত গ্রাম লব নাম পশ্চাৎ করিল।

হরিপাল বামে থুয়্যা
হরিপাল বামে থুয়্যা পাছু হয়্যা ভুরশুট পরগণা
শীঘ্র গেল কাটরা জুলা ধারে দিল থানা।
সেখানে বান্ধিল বড়
সেখানে বান্ধিল বড কোরে দড় সাঁখারি খাটায়্যা
মাঠে-মাঠে শালিখা ঘাটে উত্তরিল গিয়্যা।
আড়পার কলিকাতাতে
আড়পার কলিকাতাতে নৌকা পথে গঙ্গা পার হৈল
সহর দিয়া হুজুর হয়্যা কুর্ণিশ করিল।
সাহেব হরষ হল
সাহেব হরষ হল পাঠাইল বহু সেনাগণ
শ্রীগুরু ভাবিয়া কহে মদনমোহন।
আবদুল পুরে স্থিতি
আবদুল পুরে স্থিতি হৈল ইতি রাস্তার কবিতা
হরি হরি বল সভে ঘুচিবে ভবচিন্তা॥

গঙ্গামণি

শ্যামময়

আরে সখি কদম্বতরুতলে কে ও ফিরে
শরদচন্দ্র জ্যোতি ধরে
আহা মরি মরি রে।

আরে সই যমুনাতে নামিলাম
পুন দেখি সেই শ্যাম
অপরূপ জলের ভিতর।
উর্দ্ধে চরণ আভা
কালিন্দীর কিবা শোভা
কমল ভাসিয়া ফিরে নীরে॥

রামনিধি গুপ্ত

গান

মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই, নিধি ছাড়া যায় না।
চাতকীর ধারা জল
যাহাতে হয় শীতল
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না॥

শ্রীধর কথক

গান

নয়নেরই দোষ কেন
নয়নেরই দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন-মিলন।
আঁখি কত জনে হেরে
সকলে কি মনে ধরে,
মন যারে মনে করে সেই সে মন রঞ্জন॥

রাম বসু

কবি গান

এতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে
গুণ গুণ স্বরে কেন অলি শ্রীরাধার পদে গুঞ্জে।
কৃষ্ণ বই কে আর আনতে পারে সই শ্রীরাধার বাসকুঞ্জে।
জানি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকান্ত,
সীতাযোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত,
আর পতঙ্গেরই মধ্যে কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ
নইলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে॥

রাধামোহন সেন

গান

তুমি হেরিলে তারে দূরে তিমিরে সই
আমি দেখিতেছি কাছে, উজ্জ্বল মন্দিরে, সই।
মম হৃদয় গগন শরৎ শশধর সম সে জন, সই
আমি কি প্রকারে দূরে, সই, কহিব শশীরে।
যে জনার উদয়ে মম
বিনাশ হৈল মানসতম, সই
তিমির কি আচ্ছাদিবে তাহার শরীরে, সই॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

গান

আমার মনের কথা তুমি কি জান না
ভালবাসি কি না বাসি, বুঝে কি বুঝ না

হৃদয়ে যার বসত
মন যার অনুগত
তাহার কি অজানত,
কেন এ ছলনা ॥

মধুসূদন কান

ঢপ গান

যাচ্ছ যদি গোকুলে,
বলো তায় যেওনা ভুলে,
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
জত দ্বারী করে বন্ধন,
তত ডাকি, আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন হয়ে যশোদার ছেলে।
মনে কর যন্ত্রণা বলে শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পারে নারে,
দিনান্তে খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে।
বল তারে ভাল করে,
গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সূদন বলে ও দেবকী
সে পরিচয় আর দেয় কি,
চিরকাল তো এমনি দেখি, ঘাতকী তোমার ছেলে।

মনাই

মুরশিদী গান

ফকীরি কি গাছের গোটা
ঢেকি যদি স্বর্গে যাইত
বাড়ি ভানৃত তবে কেটা।
ফকীরি বড়ই শক্ত
ফকীর ছিল আজাদ রক্ত
বিষ খাওয়ায়ে আগুন দিয়ে
করে যদি লোহা পেটা।
এব্রাহিম ফকীর ছিল
আপন পুত্র জবাই দিল
আগুনে পরীক্ষা কৈল
ইঞ্জিনে তার নামটি আঁটা।
ফকীর ছিল ইছা মুছা
ঘটেছে তাদের কতই দশা
ছবরে শাইল দিশা
পূরণ হৈল সর্ব আশা
রূপ সনাতন ফকীর ছিল
বাওয়ান্ন লাখ ছেড়ে দিল
ঝুলি কাঁথা সঙ্গে নিয়ে
বাসা কৈল ফকীর হাটা।
ফকীর হওয়া বড়ই লেঠা
ফকীর নয় গাছের গোটা
মনাই বলে ছাড় আশা
নৈলে বাঁধ বুকের পাটা॥

গোবিন্দ অধিকারী

শুকশারী সংবাদ

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
ধরেছি নয়ন ফাঁদে
তারে হৃদয় পিঞ্জরে রাখিতাম ভরে
প্রেম শিকলিতে বেঁধে।
যখন পড় পড় বলি দিতাম করতালি
(পাখী) ডাকিত শ্রীরাধা বলি।
কিছুদিন পরে শিকল কাটিয়ে
এসেছে পাখী উড়ে
এখন পরম্পরা শুনি কুঞ্জ নামে রানী
রেখেছে সে পাখী ধরে।
দোহাই মহারাজ কইতে পাই লাজ
এসেছে এ পাখী পারে
আমি কহি··· তোমার তজবিজে
পাইতে সে কী পারে।
(ওহে তার পাখী পাইতে সে কি তা পারে॥

দাশরথি রায়

মেনকার খেদ

গিরি গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্য রূপিণী কোথায় লুকাল।
কহিছে শিখরী কি করি অচল!
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল;
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো।

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার
আবার ভাবি, বিধি ! কি দোষ অভয়ার
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥

শমসুদ্দীন সিদ্দিকী

অধ্যাত্ম গান

ভবপারাবারে আমি বেপার হলো না রে মন
হৃদয়েরি রাজা কেবা
চিনিলি না মন হয়ে হাবা
করিতে নারিলি সেবা
করিয়ে যতন।

সে ধন মোর সাতে সাতে
আমি ভ্রমি পথে পথে
হৃদয়েরি রথে রথে
করিতেছে আরোহণ।

হৃদয়ে রেখেছ যারে
ডাকরে মন উচ্চৈঃস্বরে
যদি করিব দর্শন

ছিদ্দিকি কান্দলি গায়
মিছে দিন বয়ে যায়
এখন না সাধিলি তায়
সাধিবি কখন ॥

গান

শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই,
আমি কি সুখে আর ঘরে রই।
শ্যাম যে আমার নয়নের তারা
শ্যামকে তিলেক-আধ না দেখলে সই হই দিশেহারা,
আমি শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে রই।
শ্যাম যখন ঐ বাজায় গো বাঁশী
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি,
আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রইল শ্যামের পানে চেয়ে রই
শ্যাম যদি মোর হ'ত মাথার চুল
শ্যামকে যতন করে বাঁধতেন বেণী সই দিয়ে বকুল ফুল,
আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই ॥

বিলাতি চালচলন

গিয়াছিনু কলিকাতা,
যা দেখিনু গিয়া তথা,
কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হলো শেষে।

ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত,
সুরাপান অবিরত,
কত মত কুচ্ছ দেশে দেশে

কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে,
ভুলেও না বাঙ্গালা বলে,
ম্লেচ্ছ কহে অনর্গলে,
ভেরিয়াঁ হয়ে পথে চলে,
কাছ দিয়া গেলে, বলে গো টো হেল।

পেনটুলুন জাকিট পরে,
ধুতি চাদর তুচ্ছ করে ;
সদাই চাবুক করে,
মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল।

এবে করি নিবেদন
গিয়াছিনু যেই ক্ষণ,
করিলাম নিরীক্ষণ,
কোন ধামে নব্য ভব্য বাবু কত জন।

ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে,
বসি সবে একাসনে,
টিপিন করে হৃষ্টমনে,
জনে জনে কথোপকথন।

একজন বলে হিয়ের
ডোন লাফ্, ও মাই ডিয়ের,
হুইচ আই সে হিয়ের হিয়ের
ফিয়ের গাড গাড।

বেড সোয়ের নো ওয়েল,
দেট ইজ রোড টো গো হেল,
আল ওবে বাইবেল,
দেন উইল গো নিয়ের লাড লাড।

পরে বলে এক দুষ্ট,
অশিষ্ট ও অবিসৃষ্ট,
লেট কর কালী কৃষ্ণ,
না ভজি ও তুষ্ট ইষ্ট,
তুষ্ট হবেন প্রভু খ্রিশুখ্রীষ্ট

আমি যাহা কহি নিষ্ট,
ভজ খ্রীষ্ট হবে বেষ্ট,
শেষেতে জানিবা স্পষ্ট,
যদি হন খ্রীষ্ট রুষ্ট,
যত হিন্দু ব্যাড্ কেষ্ট,
পাইয়া যথেষ্ট কষ্ট,
নষ্ট হবে সহিত শ্রীকৃষ্ণ।

পুনঃ কহে এক ষণ্ড,
কেবল পাষণ্ড ভণ্ড,
হিয়ের মাই কাইণ্ড ফ্রেণ্ড,
ইংলণ্ডে যাইব চল সবে।

ব্রহ্মাণ্ডের গ্রাম খণ্ড,
সেই হয় উক্ত খণ্ড,
ইহা ভিন্ন নেদরলেণ্ড,
আইলাণ্ড ও এর্লণ্ড
হোলেণ্ড পোলেণ্ড
নিয়া খণ্ড বুদ্ধি খণ্ডাইব তবে

প্রথমে লণ্ডনে যাব,
রিফারমর কহাইব,
টেবিলেতে খানা খব,
সিটী টৌন আদি বেড়াইব।

মনার্ক নিকটে রব
আদর টঙ্গে কথা কব,
বাঙ্গালায় নাম পাব,
বিধবার বিয়া দেওয়াইব।

এইরূপ কহে কথা,
হেনকালে আইল তথা,
সঙ্গে দবরান ছাতা
পদদ্বয়ে বুট জুতা,
ভদ্রলোকের পুত্র একজন।

একখানি গ্রন্থ করে,
অতিপুলকিতান্তরে,
উপনীত সেই ঘরে,
দেখি সবে সমাদরে,
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন।

গুড্ মারনিং শব্দান্তরে :
সকলে সেকেহেন করে,
সমাদর পুরঃসরে,
যত্ন করে বসিবারে,
চৌকি আনি দিল

বাবুগণ যত্ন দেখি
বসিলেন হয়ে সুখি,
কিছুমাত্র নহেন দুঃখি,
সকলের মুখামুখি,
পরে নানা প্রসঙ্গ হইল।

কতবা লিখিব তার,
উক্ত ব্যক্তি সভাকার,

পরে শুন চমৎকার,
যে ব্যাপার কৈল সকলেতে।

আর বা লিখিব কত,
মদ্য মাংস আদি যত,
আহরিয়া কত মত,
সবে হয়ে সুখান্বিত,
নানামত লাগিল খাইতে।

ইংরাজ ফিরিঙ্গী জনে,
বসি সবে একাসনে,
টেবিলেতে হৃষ্ট মনে,
খাইল দেখি জনে জনে.
ইথে মম হয় মনে,
ঘোর কলির আগমনে,
কলিকাতা এত দিনে গেল গেল গেল।

অলক্ষণ দেখা যায়
সকলে কুকর্মে ধায়,
ধর্ম পানে নাহি চায়,
দিব্য বুট দিয়া পায়
ইংরাজ সহিতে খায়,
একথা কহিব কায়
হায় হায় একাকার হলো হলো হলো।

অজ্ঞাত

খ্রীস্টীয় সঙ্গীত

ওহে পাতকী জন,
লও তার শরণ
পাপী-তাপী কারণ
যাঁর অবতরণ।

যিনি গৌরব যুত,
পরমেশ্বর সুত,
দিব্য-দূত অযুত
পূজে যার চরণ।

যিনি স্বর্গ ত্যাগী,
নর দুঃখ ভাগী,
নর মুক্তি লাগি
হল ক্রুশে নিধন।

যিনি যত অজ্ঞান
মৃত নর সন্তান
করি দীপ্তি প্রদান
দেন নিত্য জীবন।
যীশু প্রেম সাগর,
যীশু পুণ্য আকর,
যীশু ত্রাণ ভাস্কর,
সুখ শান্তি নিধান॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতীক্ষমাণা

(গান)

সখি, শ্যাম না এল।
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী, অমনি পোহাল

শর্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা
ঐ দেখ, সখি, আভাহীন তারা,
নীলকান্ত মণি হলো জ্যোতিহারা
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।

ঐ দেখ, সখি, শশাঙ্ককিরণ
উষার প্রভায় হলো সঙ্কীরণ
বহিছে, লো সখি, মৃদুল পবন
কুসুমের হার শুখাল।

শিখী সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতি-বিচ্ছেদোন্মুখী নারী প্রায়
কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল।

বিহঙ্গম আদি করে উদ্বোধন,
বন্ধু-দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন
বুঝি বিধাতা ঘটাল।

তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়,
এ বিরহ, রাই, তোমা বলে নয়,
বুক্ষয়ে হলো অশ্রুধারাময়,
শর্বরীর সুখ বিলাস ফুরাল॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

কোথায় সে জন

(গান)

কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,
মসীদে কি চর্চে মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে,
ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে,
আলোয় কি অন্ধকারে।

পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে,
তপে জপে যোগে যাগে যোগী ব্রাটে,
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে,
পথে কি পাথরে প্রান্তরে॥

লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে,
বর্মা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে,
ব্রহ্ম-অন্তে অন্ত-বাহিরে।

গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে,
ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ায় মদীনে,
রিভার জর্ডেনে, গার্ডেন অপ ইডেনে,
শ্মশানে সমাজে কবরে॥

ভারত অশক্ত সে ভার ধারণে,
সাংখ্যে হয় না সংখ্যে আদর্শ দর্শনে,

বাইবেলে মিলটনে, কোরাণে পুরাণে,
বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।

তিনি কর্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যীশু,
কালী কি কানাইএ বসু-শিশু বাসু,
কোন নামে কোন ডাকে, সাড়া দেন কাকে,
স্বরূপ বলিতে সেই পারে॥

ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার,
সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিম্রাকার, বর্ণে সাধ্য কার,
ওকারে কি আছে ওঙ্কারে।

কে বলিতে পারে পরেন কোন্ বাস,
তাঁর কোঁচা কি পেল্‌টুনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যালে কি বাকলে, গুধুড়ি কম্বলে,
কৌপীনে কি কাষাম্বরে॥

ব্রাণ্ডি কি জিনে, স্হেরি শ্যামপিনে,
রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু লশুনে,
মালপো মালসাভোগে, মোষে, মেষে, ছাগে.
পাকা পাতা রাত-আহারে।

বেণু বীণা বোলে খমকে কি খোলে,
তোপে কি তাউসে জয় ঢাকে ঢোলে,
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে,
কিরীটে কি ক্যাপে, বেণী বেণা-ঝোপে,
কটা জটা জালে, গাল-পাটা গোঁপে,
চৈতন ফুরফুরে, খাসা খোদা ক্ষুরে
কিম্বা চাঁচরচিকুরে।

শক্র রূপে স্বর্গে শক্রাণী সম্ভোগে,
নরক নিকরে শূকরী-সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে
সমভাব ভেবে পাই যারে।

পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে
কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে
প্যারী বলে এমন কি আছে সংসারে
যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে॥

মদনমোহন তর্কলঙ্কার

মান রাখা দায়

মনে করি বারে বারে,
আর না হেরিব তারে,
নিষেধ না মানে আঁখি
তারি পানে ধায় লো।

মনে মনে করে থাকি,
কথা না কহিব ডাকি,
না দেখিতে আগে কোড়া
মুখে হাসি পায় লো॥

তবু যদি সহচরী,
মনকে কঠিন করি,
সে জানে দেখিবা মাত্র
রোমাঞ্চিত কায় লো।

এতএব তারে দেখে,
আপনা বজায় রেখে,
কি রূপে সাধিব মান
বল না আমায় লো ॥

লালন সাঁই

আমি একদিন না দেখিলাম

আমি একদিন না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশিনগর
এক পড়শী বসত করে।

ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানী
নাই কিনারা নাই তরণী-পারে
মনে করি দেখব তারে
আমি কেমনে সেথা যাই রে।

আমি বলব কি পড়শীর কথা
ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাই রে
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।

পড়শী যদি আমার হ'ত
তবে যম যাতনা সকল যেত-দূরে
আবার সে আর লালন এক স্থানে রয়
আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

গগন হরকরা

আমি কোথায় পাব তারে

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ আছে যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥
লাগি সেই হৃদয়-শশী
সদা প্রাণ রয় উদাসী,
পেলে মন হ'ত খুশি
দেখতাম নয়ন ভ'রে ॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন ক'রে
মরি হায় হায়রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
তবে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কী
তার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে ॥
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায়, হায় রে।
ও সে না জানি কী কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে
কুল মান সব গেল রে
তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের নেশা নাই অন্তরে।
তাইতো মোরে দেয় না দেখা সে রে।
ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
মরি হায়, হায় রে।

ও সে মানসের উদ্দেশ জানিস যদি
(কৃপা করে)
(আমার সুহৃৎ হয়ে)
(ব্যথার ব্যথিত হয়ে)
(আমায় বলে দে রে)

অজ্ঞাত

গুরু প্রেম

দয়াল গুরুধন তোরে কোথায় যেয়ে রে পাব।
কোথায় যেয়ে পাব তোরে কোথায় যেয়ে পাব॥
যে দেশেতে যাবে গুরুধন আমি সেই দেশেতেই যাব।
তোমার চরণের নেউর হয়ে চরণে বাজিব॥
তুমি হবে কল্পতরু হা রে আমি হব লতা।
তোমার চরণে জড়িয়ে রব ছেড়ে যাবে কোথা॥
পার হবারে গেলাম গুরুধন খেয়াঘাটের কূলে।
নাও আছে কাণ্ডারী নাই আপন কর্ম ভুলে॥
ছায়া নিবারে গেলাম আমি বটবৃক্ষের এলে।
ও তার ডাল আছে পাতা নাই আমার কর্মফলে॥
স্রোতের শেহলা হয়ে আমি ফিরি ঘাটে ঘাটে।
এমন বান্ধব নাই রে জিজ্ঞাসে যে ডেকে॥

অজ্ঞাত

মধুমালার গান

মদনকুমার : আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ রে ॥ ধুয়া ॥
(আমি) পহেলা শিকারে এলাম গো
জঙ্গল মাঝে শুয়ে রইলাম।
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ ॥

মদনকুমার যাত্রা করে।
রাণী কেঁদে ভূমে পড়ে গো ॥

মদনকুমার : (ওরে) স্বপ্ন যদি মিথ্যা হবে
গলার হার কেন মোরে দিবে।
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ রে ॥
কোথায় থেকে কোথায় এলাম
মাস্তল ভেঙ্গে জলে পড়লেম গো।
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে।

মাঝি : কেঁদ না কেঁদ না কুমার কেঁদ না আর হে তুমি
তুমি যেয়ে দেখবে মধুমালার মুখ হে।

মদনকুমার : কোথায় আমার ঘরবাড়ি
কোথায় আমার টাকাকড়ি হে লস্কর।
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে।

এই না জলে শুয়ে ছিলাম
কোথা হৈতে কোথায় এলাম গো লস্কর
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে।
সোনার পালঙ্কে কে গো
মিশিয়া আমার অঙ্গে গো ধনী
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে।

মধুমালা : কোথায় আমার ঘরবাড়ি
কে শুয়ে পালঙ্গ পরি গো সখি
আমি চিন্‌তে নারি এ যুবকে সখি রে আমার।
তেজিয়া আপন ভূমি
সোনার খাটে আছ তুমি গো বল্লভ
তুমি উঠে কথা বল বল পরাণ আমার।

মদনকুমার : কার কন্যে মহীধন্যে
এথা তুমি কার জন্যে গো পরাণ
তুমি একা কেন বাগিচাতে শয়ান পরাণ।

মধুমালা : না জানি না জানি আমি
তুমি কি গো মম স্বামী গো বল্লভ
আমি নবীন রূপের ডালি দেখে চিনিয়াছি হে।

মদনকুমার : যে আশাতে আমার আসা
তুমি তার আশার বাসা গো পরাণ
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ হে।
মদনকুমার নাম ধরি
স্বপনে তোমারে হেরি গো পরাণ
আমার একদিন সাক্ষাৎ ছিল গো পরাণ।
আমার হাতের এই অঙ্গুরি
চেয়ে দেখত সুন্দরী গো পরাণ
ঐ না আছে তোমার হাতে গো পরাণ।
তোমার গলায় হার দিলে
সেই হার আমার গলে গো প্রিয়ে
প্রত্যয় দেখে হবে কি না তোমার হে।

গায়ক : সুখের তরঙ্গে ভাসে
মুচকি মুচকি হাসে গো কন্যা।

মধুমালা : জানৃতাম তুমি আমার পরাণ পতি হে।

গায়ক : শুভদিন শুভযোগে
নব প্রেম অনুরাগে গো লোকজন
তখন মধুমালা স্বয়ংবরা হইল হে।
পরী চুরি করেছিল
প্রকাশেতে বিয়া হৈল গো লোকজন
শেষে মধু কন্যা লয়ে দেশে মদন যায় হে।
পুত্র পুত্রবধূ দেখি
পিতা মাতা হৈল সুখী গো লোকজন
সবে দেখে মধুমালার মুখ হে ॥

অজ্ঞাত

ছেলে ভুলানো ছড়া

(১)

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দেবো মেনে,
ছাগলের মা বুড়ী,
কাঠ কুড়তে গেলি,
ছখানা কাপড় পেলি
ছ বৌকে দিলি।
আপনি মরিস জাড়ে
কলা গাছের আড়ে।
কলা পড়ে টুপ টাপ্,
বুড়ী খায় গুপ্ গাপ ॥

(২)

হাটের ঘুম মাঠের ঘুম
গড়াগড়ি যায়
চার কড়া দিয়ে কিনলুম ঘুম
খোকার চোখে আয় ॥

(৩)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল সিঁদুর মালীদের ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দেব হাজার টাকা মূল ॥

হাডুডু খেলার ছড়া

"আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ।
কথা কও না কেন বউ ?"

"কথা কইব কি ছলে।
কথা কইতে গা জলে ॥"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্রণয়-গর্ভ মান

এসো এসো এসো প্রাণ বসো এইখানে।
'ভাল আছি' বল মুখে শুনি তাই কানে॥
ভাল ভাল ভালবাসো না বাসো আমায়।
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তায়॥
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাসো কত।
কেমনে সে ভাব তব হব অবগত?
ফলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব?
ভাবেতেই বুঝা যায় ভিতরের ভাব।
অন্তর হয়েছ তুমি অন্তরেতে থেকে।
সকলি বুঝিতে পারি মুখখানি দেখে॥
হাসি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাট।
হাসির ভিতরে আছে ফাঁকির কপাট॥
আছ তুমি যদি সেই প্রেম ছাঁদ ছেঁদে।
থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কেঁদে॥
রাখিব তোমারে আর কেমন করিয়া?
বোধহয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া॥
এত করে পুষিলাম না জানিলে পোষ।
জানিলাম সে আমার কপালের দোষ॥

দীনবন্ধু মিত্র

প্রভাত

রাত পোহাল, ফরসা হলো, ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা, ফুটলো অলি কুল।
পূর্ব্বভাগে, নবীন রাগে, উঠলো দিবাকর,
সোনার বরণ, তরুণ তপন, দেখতে মনোহর।

হেরে আলো, চোখ জুড়ালো, কোকিল করে গান
বৌ কথা কয়, ক'রে বিনয়, ভাঙবে বোয়ের মান।
ঘরের চালে, পালে পালে, ডাকবে কত কাক,
পূজ-বাটীতে, জোর কাঠিতে, বাজবে যেন ঢাক।
পতি বিরহে, পদ্ম দহে, পদ্ম বিরহিণী,
ঝরিয়ে নয়ন, ভিতিয়ে বসন, কাটয়েছে যামিনী;
গেল রজনী, হাসলো ধনী, পতির পানে চায়,
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে, যাচ্চে উষার বায়।
মাথা তুলি, মরালগুলি, নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে চল কাটিয়ে, সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোমটা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে, ছোট বয়ের কুল,
মাজ্‌বে বাসন, বাজবে কেমন, তাবিজ লঙ্গ ফুল,
পরস্পরে, মধু স্বরে, মনের কথা কয়,
ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে হাসির ধ্বনি হয়,
অনেক মেয়ে গামছা দিয়ে, ঘষছে কোমল গা,
পশি জলে, মুখে বলে, নিস্তার গো মা;
উঠে কূলে এলো চুলে, বসে সুলোচনা,
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে, কচ্চে উপাসনা।
কত কুমারী, সারি সারি দুলচে কানে দুল,
কানন হতে কচুর পাতে, আনবে তুলে ফুল।
আস্তে ঝাড়ি, তুঁষের হাঁড়ি, আগুন করে বায়
থর্ঝান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, যাচ্চে চাষার সার।
পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে, কাপড় দিয়ে গায়,
গোরু চরাতে পাচন হাতে, রাখাল গেয়ে যায়।
গাভীর পালে, দেয় গোয়ালে, দুধে কেঁড়ে ভরে
গজ-গামিনী, গোয়ালিনী, বসে বাছুর ধরে,
হাসরে বালা, রূপের ডালা, মুচকে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুধের বানে, উঠছে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, বেড়ে অনলে, বলে ববম্ বম্
জটাশিরে, সন্ন্যাসীরে, মারচে গাঁজার দম্।

তাড়ী বগলে, ছেলের দলে, পাঠশালাতে যায়,
পথে যেতে, কোঁচড় হ'তে, খাবার নিয়ে খায়।
এই বেলা, সকাল বেলা, পাঠে দিলে মন,
বৈকালেতে, গৌরবেতে, রবে যাদু-ধন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাধের তরণী

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসল তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন,
বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।
মনে করি কলে ফিরি,
বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কুলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি
ভাসাইয়া দিনু তরী
সে কভু না ছিল পদ তরণীর অঙ্গে॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহুলা নদীর প্রতি

বিমলা বেহুলা তব বিমল হৃদয়ে
ভাসিতাম খেলা রসে প্রথম বয়সে,
দেখিতাম কত শোভা দিনেশ উদয়ে
নব জাগরিত অঙ্কুরিত ভাব বশে।

নাহি তব চারু দেহে শৈল সুকঠিন,
মৃদুল মন্থর স্রোত করিবারে রোধ।
মন্দ মন্দ মধুস্বরে বহে অনুদিন ;
করিতাম আঁখি মুদি শ্রুতিসুখ বোধ।

নহে জাত তব গর্ভে মকর কুম্ভীর
শিশুক হাঙ্গার আদি মহা জলচর ;
নহেক তোমার খাত ভয়াল গম্ভীর,
পরিহরে শিশুগণ মজ্জনের ডর।

তোমার হৃদয়ে ভাসে শফরী চঞ্চল,
কাচের কৌটায় যথা হীরকের হার ;
মধুরালী যথা অর্থে মধুরালী দল
ঝাঁকে ঝাঁকে পাকে পাকে করিছে বিহার

কি সুন্দর মনোহর রঙ্গ প্রকাশিয়া
বিরাজিত দুই তটে নবতৃণ ঘটা ?
গঙ্গাজলী শালে যেন অসিত হাঁসিয়া—
স্ফটিক ফলকে কিবা ইন্দ্রনীল ছটা।

যথায় বিরাজ করে বালীর কঙ্কট ;
তথায় বিচিত্র শোভা, নারি বর্ণিবারে ;
বিহরে বিনোদ বেশধারী সে চিঙ্গট,
খরতর দিনকর কর পরিহারে।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে লোহিত রোহিত
থেকে থেকে শান্তিময় তোমার হৃদয়ে—
দুরন্তের ভয়ে যথা শান্ত ভীত চিত—
শিহরি পলায় বুঝি বোদালী উদয়ে ?

তোমার আবর্ত্ত নহে কোন বিঘ্নময়,
সরল জলের যেন হসিত মাধুরী।
কভু দুই এক মাত্র বিম্বের উদয়,
অতি ধীর গমনেতে নাচে ঘুরি ঘুরি।

নাহিক তোমার তীরে নিবিড় কানন,
নাহি সুখাসন-সম চিত্র উপবন ;
স্থানে স্থানে ব্রীহিক্ষেত্র হসিত আনন,
শস্য শিষে বীচি-মালা উঠায় পবন।

কোথায় কেদার রম্য ? নব শষ্পময়
প্রফুল্ল কন্দলী দাম হরিত বরণ।
শ্যামলী পিয়লী সুধবলী ধেনুচয়,
বৎসগণ-সহ সুখে করে বিচরণ।

শাবক সহিত মেষ বেড়াইছে খেলি ;
কত রঙ্গ, ভঙ্গ, লম্ফ, ঝম্প, কুতূহলে ?
কভু মেলি করে কেলী, কভু যায় ফেলি,
কাতর হইয়া ডাকে শাবক সকলে।

এইরূপ শান্তিময় তব চারু তটে।
সুখের কিশোর কাল করেছি যাপন।
ছিল না কুচিন্তা জাল মনের নিকটে।
আর কি সে সুসময় হইবে প্রাপণ ?

সেই তো আছহ তুমি, সেই সব শোভা,
সেই তৃণ, সেই মীন, সেই সুধানীর,
সেই তো গোধনগণ জন মনোলোভা,
সেই তো মঞ্জুল বন বঞ্জুল বালীর ;

কিন্তু আর সে ভাবে না করি নিরীক্ষণ—
তেমন তরুণ ভাব হবে না কি আর ?
সে নয়ন সেই মন কোথায় এখন,
যে আঁখি যে মন ছিল শৈশবে আমার ?

তথাপি বেহুলা তোরে ভুলিবারে নারি,
যদ্যপি হৃদয়ে রূপ জাগিছে তোমার,
অদ্যাপি স্মরিয়া তব সুধাসম বারি,
অন্য নীরে তৃষ্ণা তৃপ্ত না হয় আমার।

দেখিলাম নদী মহানদী কত শত,
তরল তরঙ্গময়ী দেশ দেশান্তরে ;
কিন্তু তব শান্ত মূর্তি জননের মত
অঙ্কিত থাকিবে সদা আমার অন্তরে।

মধুসূদন দত্ত

কুসুম

(১)

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা ?

আর কি যতনে, কুসুম-রতনে,
ব্রজের বালা ?

(২)

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজ-কামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বন শোভিনী !
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হত ভাগিনী ?

(৩)

হায় লো দোলাবি, সখি কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বন মালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙ্গি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া !

(৪)

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জ বনে ?
ব্রজ সুধা নিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজ গগনে ?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজ-ভবনে !

(৫)

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে

অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজ মণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন, বধিলে না কেন
বল কি ছলে ?

(৬)

হরিল অধম মম প্রাণ-হরি
ব্রজ রতনে !
ব্রজ-বন-মধু নিল ব্রজ-অরি,
দলি ব্রজ-বনে !
কবি মধু ভণে, পাবে ব্রজাঙ্গনে
মধুসূদনে ।

মধুসূদন দত্ত

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিলে, পার্থ তাঁহাকে রণে নিহত করেন। মহারাজ নীলধ্বজ পার্থের সহিত বিবাদে পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ; কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—

নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি
মহাবাহু। যাও বেগে, গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে,
টুট কিরীটির গর্ব আজি রণস্থলে,
খণ্ড মুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে।
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে,
নাশ মহেবাস, তারে ; —ভুলিব এ জ্বালা,—
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গ ধামে,—
কি কাজ বিলাপে প্রভু ? পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম—ক্ষত্রধর্ম সাধ ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভা মাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাহিছে,
উথলিছে বীণা ধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসেছে পত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছে যতনে তুমি অতিথি রতনে!
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে ?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথি ?
যে দারুণ বিধি, রাজা আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ? তা না হ'লে কহ মোরে কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয় ধর্ম এই কি নৃমণি ?
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম অসি ?

না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভা তলে ? কি কহিবে কহ,—
যবে দেশ দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে শুনিনু পূজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তি ভাবে ; এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জুনে
(কি লজ্জা), কি গুনে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি
এ কি লীলা খেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
এক মাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ?
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা-গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব কীর্তন-গান গায়েন সতত !
সত্যবতী সুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে।
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা
কামকেলি ল'য়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা ; কুলাচার্য তিনি
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব সরসে
নলিনী ! অলির সখি, রচিব অধিনী,
সমীরণ প্রিয়া। ধিক ! হাসি আসে মুখে,

(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোক মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ?
জানি আমি, কহে লোক রথিকুল পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিলা দুর্মতি
স্বয়ংবার। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল,
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্যগুরু,—
কি কু-ছলে নরাধম বধিল তাহারে,
দেখ স্মরি ? বসুন্ধরা গ্রাসিল সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্ম শাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশা :
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ, মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কি হে এই, মহারথি ?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্র কৌশলে
বধে ভীরু চিত্ত ব্যাধ ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।
কি না তুমি জান, রাজা ? কি কব তোমারে ?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে, কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, হে বিধাতঃ, পার্থের সমীপে ?
কোথা বীর দর্প তব ? মান দর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধুলি ব্রাহ্মণের ভালে ?—
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু

দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী,
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতায় সাধনা কি মানে বলবাহু?
 কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্ব সুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্য দোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
 হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে
দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট স'য়ে
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাইরে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?
কেন বৃথা পোড়া আঁখি, বরিষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদে খেদে, মর অরে মণিহারা ফণি!—
 যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ। মহাযাত্রা করি

চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে ॥
ক্ষত্রকুল বালা আমি, ক্ষত্র-কুল-বধূ,
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে,
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে। যাচি চির-বিদায় ও পদে।
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি।

মধুসূদন দত্ত

ভাষা

"O matre pulchra –
Filia pulchrir"
HOR

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরী
ভাষা। শত ধিক তারে। ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপহীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী?
বীণার রসনামূলে জন্মে কি কু-ধ্বনি
কবে মন্দ গন্ধ-শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।

দেবযোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব-রস-সুধা কোথা বয়সের হাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব ফুল কাব্য-বনে নব মধুমতী।

মধুসূদন দত্ত

আত্মবিলাপ

(১)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায় ! তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়, ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন :—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ; —এ কি দায়।

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ? জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি কতদিন রবে ?
নীর বিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে,—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বু মুখে সদ্যঃপাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার ? জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ-তৃষা-ক্লেশে ;
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ; কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে, উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি, অবোধ হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

(৫)

বাকী কি রাখিলি, তুই ! বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে, কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন ! কেমনে ?

(৬)

যশোলাব লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়, কব তা কাহারে !
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়, কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি ফল অনাহারে অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কাল সিন্ধু-জলতলে ফেলিস্ পামর ?
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন ?
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে !

গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধার উত্তর

"সখিরে কি হেরি ! ও কি নীলগিরি ? কি জলধর ?
করু অনুভব, সেই দিকে তব, নয়ন রাখি ;
সে অঙ্গ দোলায়, নয়ন হেলায়, প্রসারে কর,
যেতে কাছে ছুটে, ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে, মানস পাখী ;

এসো ত্বরা করি, তব করে ধরি, মিনতি করি,
হের রূপ ধীরে, যেন অটবীরে, করে দীপন,
অনুমানি হেন, দিনমণি যেন, লুকায় ; (হরি
পরিহারি যান) ; গিরিচূড়ে স্থান পেয়ে গোপন ;

কি মেঘফলকে, বিজলী ঝলকে ? কিম্বা পবন—
হিল্লোলে দোলিয়া, পড়য়ে গলিয়া, চপলারুচি ?
তাই ঝল ঝল, করে তরুতল, নিবিড় বন ?
করি নিরীক্ষণ, বল গো এখন, ও রূপ শুচি ;

যেন তব মন, না ভুলে নয়ন, যেমন মোর
হলো এই দশা, ভ্রমে পড়ে দিশা. হইনু হারা ;
হেরো রত্ন করে্য, অনিমিষে ভরে্য, আঁখি চকোর,
পলক পতনে, যেন অযতনে না ঢাকে তারা ;

আর শুন সই, অনুভবে কই, নিরখি পুনঃ
ও যে নহে ঘন, মেঘ কি কখন, ঘরায় আঁখি ?
চিকুর ও নহে, তাহাতে কি রহে, শীতল গুণ ?
পুড়ে অঙ্গ যায়, তাহাতে কি ধায়, মানস পাখী ?

তবে ওকি বল, হবে নীলাচল ? সম্ভব নহে ;
ভূধর কখন, ধরয়ে নয়ন ? দেখে কি ঘরে ?
গিরি যে অচল, গমনের বল, তাহে কি রহে ?
নীল গিরি তরে, কেমনে সম্ভবে, এ বজ্রপুরে ?

সে পর আদেশে, থাকে পরদেশে, পরের বশে,
বৃন্দাবন বনে, ভ্রমিবে কেমনে ? বিরাজে যথা
গোপ-কুল-নারী, সহ বংশীধারী, প্রণয় রসে,
কেমনে এ সব, হইবে সম্ভব, কথারি কথা ?"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

পিঞ্জরাবরুদ্ধ বিহঙ্গের আক্ষেপ

নয়ন রঞ্জন চারুতর
এই যে কনকময় শোভন পিঞ্জর,
দেখিতে সুখ ধাম বটে,
শমন ভবনোপম মম নিকটে !
রজত কনকপাত্র স্থিত,
এই যে সুস্বাদু ফল-নিকর ললিত,
অমৃত পূরিত ভাবে পরে,
তীব্র গরল বোধ মম অন্তরে !
ধন্য স্বাধীন দ্বিজ !
কি সুখমধু পূর্ণ তব চিত্তসরসিজ !
সুখময় তব তরু কোটর !
সুধাময় তব তিক্ত ফল নিকর !
হায় ! সে দিন কি পাব ?
সদা আনন্দে উড়িয়া বেড়াব !
সুখে তরু বিটপে বসিব।
পঞ্চম তানে ললিত গাইব !
ভো মঞ্জু কুঞ্জ কানন !
তব সুখময়ী মূরতি করি দরশন,
কবে নয়ন জুড়াইবে !
কবে শৃঙ্খল বন্ধন ঘুচিবে !

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

ভাগীরথী নীরে সীতার দেহত্যাগ

ওরে বনচর ! সব্ সং সবে,
　　রুধো না, রুধো না, রুধো না পথ ;
রবে না জানকী আর এই ভবে,
　　চলিল চলিল জন্মের মত ।

রঘুকুলদেবী ভাগীরথী কোলে
　　রঘুকুলবধূ জানকী আজ
শরণ লতেছে দুঃখে তাপে জ্বলে,
　　কাঁদিবে না আর কানন মাঝে ।

ধেয়ে যেতে কেন বন-লতাবলী
　　ধরিতেছে মম চরণ বেড়ে,
দিও না কো বাধা সবিনয়ে বলি,
　　দাও দাও দাও দাও না ছেড়ে ।

পতি সুখী হবে ভাবি এই মনে
　　যেতো সীতা আগে অনন্ত প্রাণ ;
মরণে তিলেক বিলম্ব এখন
　　করে যে নিরয়-যাতনা জ্ঞান ।

করি সন্ সন্ কেন বন-বায়ু
　　প্রতিকূলে গতি কর হে রোধ ?
অভাগীর গেছে ফুরাইয়ে আয়ু,
　　এটা কি তোমার নাই হে বোধ ?

পতি প্রীতে যেই হুতাশন মুখে
　　দিয়েছিল প্রাণ আহুতি দান,
ভাগীরথী-নীরে আজো মনোসুখে
　　পতি প্রীতে সেই সঁপিবে প্রাণ !

সদাগতি ! গতি কর কর তথা
নিজপতি মম যথায় আছে,
এই অভাগীর গোটাকত কথা
বিনয়ে জানাও তাঁহার কাছে।

কহিও, "রাঘব ! তব প্রেমাধিনী
তুমি যারে সদা সাদর-ভাষে
সম্ভাষিতে বলি প্রাণ-স্বরূপিণী
সাদরে স্থাপিয়ে হৃদয়-বাসে ;

তোমার বিরহ ভয়ে সে কখন
ধরে নাই হৃদে মুকুতা হার,
তোমাতে অর্পিত যার প্রাণ মন,
এক মাত্র তুমি আরাধ্য যার ;

তব-প্রীতে যেই পাতি পৃষ্ঠদেশ
সহিয়াছে রক্ষ-চেড়ীর বাড়ি ;
অনুমাত্র মনে গণে নাই ক্লেশ
ভুলেছে সকল নিশ্বাস ছাড়ি।

সতীত্বের সাক্ষ্য দহি হুতাশনে
দিলে যে অভাগী সভার মাঝে,
যার সতীত্বের সাক্ষ্য দেবগণে
দিয়াছেন আসি নর-সমাজে।

অধিক কি ? যারে বিনা অপরাধে
দোহদের ছলে পাঠালে বনে,
সাধিলে হে বাদ সব সুখ সাধে
তারে কি তোমার পড়ে না মনে ?

তব উপেক্ষায় জনম-দুঃখিনী
সেই সীতা মনে পাইয়ে তাপ ,
ত্যজি অবিচার ভরা এ মেদিনী
ভাগীরথী-নীরে দিয়েছে ঝাঁপ ,

সে অনুতাপিনী মরণ সময়
কিছুই কামনা করে না আর,
জন্ম জন্ম যেন রাম স্বামী হয়
চরমেও এই কামনা তার ।

মহিষী তোমার হইতে সে আর
করে না করে না কবে না সাধ ,
মিটেছে মিটেছে মিটেছে তাহার
জনমের মত সে সুখ সাধ ।

জন্ম জন্মান্তরে এই আশা করে
বিধাতার কাছে কেঁদে সে এবে ,
যেন দাসীভাবে পূর্ণ ভক্তি ভরে
তব পদযুগ সতত সেবে ।

সীতার কথায় সহসা প্রত্যয়
যদি না জনমে, দাঁড়াও তবে,
স্বচক্ষে নিরখি যাও সমুদায়,
যা দেখিবে তাই তাঁহারে কবে ।

অভাগিনী মেয়ে দুখ তাপে জলে
জুড়াতে না পেয়ে কোথাও স্থান,
বসে স্নেহময়ী জননীর কোলে
জুড়ায় যেমন তাপিত প্রাণ ।

আমি সেই মত দুখে তাপে জলে
ভাগীরথী-জলে দিয়েছি ঝাঁপ ;
রঘুকুলদেবী রাখিবেন কোলে,
যদি মোর কিছু না থাকে পাপ।"

বলিতে বলিতে রাম বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে
হইলেন গঙ্গা সলিল শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমানো মেয়ে।

রাঘবের প্রেম-সুখনিধি ভরা
সুবর্ণ তরণী ডুবিল জলে ;
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা
বিষম বিষাদে পরাণ গলে।

আর কি এ তরী ভাসিবে উঠিবে,
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে ?
হেন শুভ দিন আর কি হইবে
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে ?

রামের প্রেমের প্রতিমাখানিতে
গড়েছিলি কি রে দারুণ বিধি !
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি ?

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার
একবার হেথা দেখ সে এসে ;
হৃদয়-সরসী সরোজী তোমার
ভাগীরথী-নীরে যেতেছে ভেসে !

তোমার হৃদয়-উদ্যান-শোভিনী
মুকুলিতা এই কনকলতা,
ভাসাইতে লয়ে যায় তরঙ্গিনী
জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা ?

হায় হায় হায় হায় কি হইল !
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুললক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার অভিশাপে অতল জলে ?

"নির্ব্বাসিতা সীতা" বিলাপ সঙ্গীত
গাইতে হরিশ পারে না আর ;
কল্পনার বীণা হইল স্থগিত,
সীতা শোকে তার ছিঁড়িল তার।

বলদেব পালিত

পরিবর্ত্ত

রজনীর পর দেখ দিবার উদয়,
যামিনী আগতা পুনঃ দিবা হলে লয়।
কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন ক্ষীণ শশধর
শুক্লপক্ষে পুনঃ তার বাড়ে কলেবর।
এখন নিদাঘ-তাপে তাপিতা যে রসা,
রসপূর্ণ হবে ইহা আইলে বরষা,
আবাব শরদ ঋতু হইলে আগত,
প্রাবৃষা পলাবে লয়ে দলবল যত ;
ক্ষণপূর্বে হাস্যমুখী ছিল যে প্রকৃতি,
ঝড়েতে উহার কত হয়েছে বিকৃতি !

ক্ষণপরে পুনরায় করিবে উক্ষণ
মেঘমুক্ত স্মেরমুক্ত উহার বদন।
এইরূপ কালচক্র ঘুরিছে সংসার—
প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্ত হাসি, হাহাকার!
উঠিতেছে যাহারা এখন ভাগ্যবলে,
দুরদৃষ্টে তারা পুনঃ নামিবে সকলে;
দুর্ভাগ্য তিমিরে যারা পতিত এখন,
অচিরে সেবিবে তারা সৌভাগ্য কিরণ।
ত্রিভুবনে জয় করি অমর যখন
দাসকর্ম্মে নিযুক্ত করিল দশানন,
এ কথা কখন সে কি করিত বিশ্বাস—
বানরে বা নরে তারে করিবে বিনাশ?
যে সময় ভরত, মারীচ তপোবনে,
খেলা করে বেড়াইত কাননে কাননে,
শকুন্তলা-মনে আশা ছিল কি এমন,
পৃথিবীর অধিপতি হইবে নন্দন?
পরিবর্ত্তময় এই সংসার জলধি
ইহাতে জোয়ার ভাটা বহে নিরবধি।
অতএব বুধজনে করি মনস্থির
সম্পদে সুশীল হবে, বিপদে সুধীর।
কিবা দুঃখে, কিবা সুখে সন্তোষ যাহার,
মানুষ তাহারে বলি; মানুষ কে আর?

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

নক্ষত্র

অন্তরীক্ষবাসী ওহে নক্ষত্রমণ্ডল
　　কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ বরন উজ্জ্বল
　　কুবের ভাণ্ডারে যথা অসংখ্য রতন।

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর করবী-ভূষণ
　　কনকের ফুলরাশি তাই কি তোমরা ?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
　　জ্বালিয়াছে, আলোকেতে উল্লাস অন্তরা ?

শুনেছি ত্রিদিবে আছে নন্দন কানন,
　　মন্দার কুসুমদাম শোভিত সে স্থান ;
তোমরা কি পারিজাত লোচন-লোভন
　　দেবেন্দ্র-কামিনী কণ্ঠে যার বহুমান ?

কিম্বা যথা মানস-সরস ভূমণ্ডলে,
　　প্রসর সেরূপ সরঃ উর্দ্ধে শোভা পায়,
কম কুমুদের দাম তোমরা সকলে,
　　প্রদোষেতে প্রমোদিত উদিত উষায় ?

কিম্বা ধার্ম্মিকের আত্মা তোমরা সকলে ?
　　সুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন,
নিশিতে উদয় হয়ে নীল নভস্তলে,
　　ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নরে করিছ জ্ঞাপন ?

কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
　　জ্যোতির্বিদ স্থানে আমি না লই সন্ধান ;
বিজ্ঞানের যুক্তিযুক্ত যথার্থ বচন
　　কবি কল্পনার কাছে না পায় সম্মান।

দৃষ্টির সহায় যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন,
 চর্ম্মচক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কার,
জানিয়াছি কে তোমরা উজ্জ্বল গগন,
 নিশিতে নীরবে কিবা করিছ প্রচার।

বিশাল গগনগ্রন্থে গ্রথিত সুন্দর
 উজ্জ্বল অক্ষরমালা নক্ষত্রমণ্ডল,
পড়িলেই এই জ্ঞান লভিবেক নর
 বিশ্বপতি বিধাতার বিচিত্র কৌশল।

যাঁর হাস্য প্রকাশক কুসুমের দল,
 সৌম্য ভাব ব্যক্ত যাঁর পূর্ণ শশধর,
যাঁর জ্যোতি প্রতিবিম্ব মিহির মণ্ডল
 তাঁহার মহিমা লেখা নক্ষত্র অক্ষরে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা

(১) ক (প্রয়োগ)

সুদূর পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার,
ছাড়িয়া পারস্য, আরব কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী, নদ ধার,
 দেখ কি আনন্দে বসেছে ঘেরে;

বীণাযন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ,
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রবণ,
পুরিছে অবনী, পুরিছে গগন—
 মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী তুই বীণার অধম—
তুই ও বাজিতে কর্‌রে উদ্যম ;
(বাঁশরী যেমন রাখাল অধরে)
বাজরে নীরব ভারত-ভিতরে—
বাজরে আনন্দ স্ফুরিত স্বরে।

(পূর্ণ কোরাস) গ

প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,
রঞ্জিত গগনে বিভাস হেরে,
আসিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে ;
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান-আগে,
সুস্বর লহরী ছড়ায় রাগে ;
গোধূলি আকাশে তমসা রেখা
পড়িলে তাদের না যায় দেখা !
প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পূরে সুস্বরে।

(২) প্রয়োগ

কবি রঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে-যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি। (খ) গায়ক সংশ্লিষ্ট দুই কিম্বা তিন জনের উক্তি। (গ) অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।

যেখানে সরসীকমলে নলিনী
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

(শাখা)

তবে মিছে ভয় ত্যজরে সংশয়,
গাওরে আনন্দে পূরায়ে আশয়—
যেরূপে মায়ের কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ণ কোরাস্)

কেন রে সাজাবি কুসুম হার ?
ভারতে সারদা নাহিক আর !
অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ ;
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজ্জীন ;
নাহি সে বসন্ত-সুরভী-ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান ;
গৌড় নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না ;
নীল অচলে মলয় ছুটে না ;
নাহি পিক এক ভারত-বনে,
গিয়াছে সকলি বাণীর সনে—
কেন রে সাজাবি কুসুম বনে ?

(৩) প্রয়োগ

শ্বেত শতদল তেমনি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরি ক'রে ;

কারুকার্য করি রাথ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুসুম পারিজাত-দলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসাল মঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা)

ঘের চারিধার মাধবীলতায়,
চামেলি, গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তুরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবী লতায় কর রে সিঞ্চন—
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(পূর্ণ কোরাস)

রচিল আসন অমরগণে ;
কন্দর্প আইল ষড়ঋতু সনে ;
আপনি সুমন্দ মলয় বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায় ;
ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর শৃঙ্গ,
মহেশ আইলা দেখিতে রঙ্গ,
শ্রীপতি আইলা কমলা-সনে,
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল মনে ;
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দ কায়
দেবর্ষি, কিন্নর, গন্ধর্ব ধায়,
শচী সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়।

(৪) (প্রয়োগ)

শোভিল সুন্দর কুসুম আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ;

যথা পূর্বদিকে অরুণ উদয়,
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে করে দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্মুখ সেইরূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ব জ্যোতিঃ প্রকাশে।

(শাখা)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে,
ব্রহ্মার ললাট হ'তে জ্যোতিঃ ছুটে,
অপরূপ এক সুশুভ-বরণা,
অমরী উরিল হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্যসুখে বেদ-ঘোষণা।

(পূর্ণ কোরাস্)

ফিরে কি আবার সেদিন হবে?
মুনিমতভেদ ঘুচিবে যবে!
শুনে বেদগান বাণীর স্বরে,
হবে জয়ধ্বনি অমরাপুরে?
নামে রে যখন তপন-রথ,
মলিন গগনে কে রোধে পথ?
খসিলে গগন-তারকা, হায়
পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায়?
উজানে কখনো ছুটে কি জল?
ফিরে কি যৌবন করিলে বল?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল!

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরষে পূজিলা অমরে;
উল্লাসে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে;
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান;

আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল
দিলা শ্বেতভুজে দেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ।

(শাখা)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণা ধ্বনি-সহ প্রবাহ বহিল—
ভারতে আনন্দে কতই শুনিল,
কত সুখ-তরী ভাসায়ে দিল।

(পূর্ণ কোরাস্)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?
হারান মানিক্ পাওয়া কি না যায় ?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহু গ্রহ-ছায়া ক' দিন রবে !
এ জগত মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহার জয় ;
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কতদূর আছে ;
অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,
আর কি উহারে পাবে না ফিরে ?

৬ (প্রয়োগ)

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,
সারদা পুজিতে মানব ছুটিল,
কবি-নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুর হৃদয় মানবগণ ;

আইল প্রথমে আর্যকুল রবি,
জগত-বিখ্যাত শ্রীবাল্মীকি কবি—
দিলেন সারদা করুণায় ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল মন।

(শাখা)

সে ছবি হেরিয়া আরো কতজন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ—
আসিল হোমর য়ুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন নিরখিল আসি
অপূর্ব কোদণ্ড, কৃপাণ বাঁশি।

(পূর্ণ কোরাস্)

বাজায়ে আনন্দে সমর-তূরী
যাও কবিদ্বয় অবনী পুরী ;
শুনায়ে মধুর অমর-ভাষ,
ঘুচাও মানব-মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে ক'রো না ভয়।
না যাও কেবল কৃতান্ত-ধামে—
যোহানা মিল্‌টন্, ডানটি-নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুইজন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ;
দেখাবে তাহার অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়—
হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়।

৭ (প্রয়োগ)

পরে অদ্‌ভূত প্রাণী দুইজন
আইল পূজিতে সারদাচরণ—

ক্ষিতি, ব্যোম, তেজঃ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।

ডাকিলা সারদা আনন্দে দু'জনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;
অমূল্য বীণাটি দিলা একজনে,
দিলা অন্যজনে নবধা রস।

(শাখা)

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া দুজন ;
একজন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া মনঃহার,
একজন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর-নরে।

(পূর্ণ কোরাস্)

বিজন মরুতে সাজায়ে হেন
এ ফুল-মালিকা গাঁথিলে কেন?
আর কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান,?
আর কি এখন সুগন্ধময়
গউড় নিকুঞ্জে মলয় বয় ?
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ ;
আজি রে এ দেশ গহন বন,
গহন কাননে কেন বা এ ধন
রাখিলে ভুলাতে কাহার মন?

(প্রয়োগ)

কেন না রাখিব, এই না সে দেশ ?
বঙ্গ-রঙ্গভূমি-লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল ঊষাতে উদয় হয় ?

যেখানে সরসী কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন ললাট ভাসায়ে রয় ?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হতাশের আক্ষেপ

(১)

আবার গগনে কোন সুধাংশু উদয় রে।
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে ত' পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে!
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

(২)

অই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি।
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি!
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি!

(৩)

কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হব না।
ওরে দুষ্ট দুরাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হল না।

(৪)

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা-বাপ নিদয় হয়ে
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

(৫)

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক-প্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;
সুধাপান-অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।
চিন্তা হল প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

(৬)

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্য মনে,
থাকি পড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান—
অরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হল,
দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম !
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম !

(৯)

এইরূপ চন্দ্রোদয়, গগনে তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরু তলে রে ;
এক দৃষ্টে মুখ পানে চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে ;
কতক্ষণ অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ !"
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে ।

(১১)

বদন চুম্বন করে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ ; পাই যেন তোমারে ।"
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগর সৈকতে

নিশির তৃতীয় যাম অতীত কখন,
বিভাবরী তমস্বিনী ; ঘোর অন্ধকারে
শূন্য মর্ত্য একত্রিত শুধু তমসার
ভীম গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নেত্রে দৃশ্যমান ।
যেমতি আঁধার বিশ্ব তেমতি নীরব
অচৈতন্য জীব জন্তু প্রগাঢ় নিদ্রায়,
সাগর গর্জন শুধু পশিছে শ্রবণে ।
এহেন নিশিতে পড়ি সৈকত উপরে
যোগেশ চাহিয়াছিল সাগরের পানে ।
বিস্তৃত প্রান্তরে সেই তামসী-মণ্ডপে
একমাত্র জীব সেই আছিল জাগ্রত ।
যে দিকে দেখিছে চাহি—শুধু অন্ধকার
নয়ন চাপিয়া তার হয় বিরাজিত ।
ভাবিলা যোগেশ যেন বিশ্ব শূন্যময়
একমাত্র জীব সেই অখিল ভুবনে ।
শব্দ নাই-বর্ণ নাই-স্পর্শ নাই অন্য,
শুধু অন্ধকারে যেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত ।
এমন সময়ে দূরে সাগর হৃদয়ে
কতটা কৌমুদীরশ্মি পড়িল সহসা ।
যোগেশ চাহিলা শূন্যে হেরিলা শশাঙ্ক
দৃশ্যমান ঘনকৃষ্ণ মেঘ অন্তরালে ;
লুক্কাইত ভাবে যেন কাহার কোথায়
করিছে সন্ধান নিয়ে অবনীর পানে ।
বিশদ কৌমুদীরাশি পড়িয়া সলিলে
প্রকাশিল স্নিগ্ধ-কান্তি নিরখি যোগেশ
অন্তরের তীব্র জালা ভুলিয়া ক্ষণেক ।
ক্রমে সেই স্নিগ্ধ রশ্মি বিস্তৃত আকারে
অকূল বারিধিনীরে ছড়ায়ে পড়িল ।

যোগেশ মস্তক তুলি উর্দ্ধে নিরখিলা
ভাবিলা গগন যেন রজতের পাতে
হইয়াছে বিমণ্ডিত চাহিলা সাগরে
কুসুম রেণুতে যেন ঢাকা জলরাশি
চন্দ্রমার ভাতি তায় পড়েছে উজলি।
চন্দ্রকরে বিভাসিত অকূল জলধি
ধূ ধূ করিতেছে শুধু, স্বপনের মত।
হতাশ-হৃদয়ে-শূন্য সৈকতে পড়িয়া
যোগেশ রহিল চাহি উদাস নয়নে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

সুরবালা

১

একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে ;
অপরূপ এক কুমারী রতন,
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

২

বিকশিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে ;
আলো করে নীল কমল বরণ,
পূরেছে ভুবন কমল বাসে।

৩

তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে ;

হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।

৪

লহরী লীলায় নলিনী দোলায়,
দোলেরে তাহার সে নীল মণি ;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।

৫

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়া তীরে,
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

৬

চারি দিক দিয়ে দেবীরা আসিবে,
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল ;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।

৭

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি কমল উপবি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা !

৮

হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায় ;

তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।

৯

আহা তাঁর ভাবী আশার অম্বরে,
বিরাজিতে রামধনুর মত;
হেরিয়ে তোমায় মনের ভিতরে,
না জানি আনন্দ পেতেন কত!

১০

আচম্বিতে হায় ফুরাল সকল,
ফুরাল জীবন ফুরাল আশা;
হারায়ে জননী নন্দিনী বিহ্বল,
ভাঙিল তাহার স্নেহের বাসা!

১১

ঠিক তুমি তার জীয়ন্ত প্রতিমা,
জগতে রয়েছ বিরাজমান;
তেমনি উদার রূপের মহিমা,
তেমনি মধুর সরল প্রাণ।

১২

তেমনি বরণ, তেমনি নয়ন,
তেমনি আনন তেমনি কথা;
ধরার উদয় হয়েছে কেমন,
অমৃত হইতে অমৃতলতা!

১৩

শ্যামল বরণ বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;

নয়নে কমলা কারণ নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।

১৪

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা;
কালরূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগুধা বামা!

১৫

বালিকার মত ভোলা খোলা মন,
বালিকার মত বিহীন লাজ,
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন,
নাহিক বসন ভূষণ সাজ।

১৬

কিবে অমায়িক বদনমণ্ডল,
কিবে অমায়িক নয়ন-গতি;
কিবে অমায়িক বাসনা সকল,
কিবে অমায়িক সরল মতি!

১৭

কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ,
মরিগো তখন কেমন সাজে।

১৮

মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়,
করতল তুলি আনন ঢাকে;

হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সারস দাঁড়ায়ে থাকে !

১৯

চটকের রূপে মন চটা যার,
শোকে তাপে যার কাতর প্রাণী ;
বিরলে ভাবিতে ভাল লাগে তার,
এ নীল নলিনী প্রতিমাখানি ।

২০

প্রভুত্বের মহা বাসনা সকল,
নাচাইতে আর নারে যে জনে ;
যশ যাদু মন্ত্রে হইতে বিহ্বল,
সরম জনমে যাহার মনে ;

২১

নট-নাটশালা এই দুনিয়ায়,
কিছুই নূতন ঠ্যাকে না যারে,
কালের কুটিল কলোল মালায়,
যাহা মোটে যায় সহিতে পারে ;

২২

কেবল যাহার সরল পরাণে,
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর ;
প্রণয় পরম দেবতার ধ্যানে,
বসিয়ে রয়েছে হইয়ে ভোর ;

২৩

তাহারি নয়নে ও রূপ মাধুরী,
যমুনা-লহরী বহিয়ে যায় ;

স্বপনে হেরিছে যেন স্বরপুরী,
সে ভরে মন পাগল প্রায়।

২৪

সুরবালা! মম সখা সহৃদয়,
হেরিলে তোমায় পাগল হেন;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়,
চকোর পাগল হবে না কেন?

২৫

'সুরো সুরো সুরো' সদা তাঁর মুখে,
অনিমিষে শুধু চাহিয়ে আছে;
ঘুম ভেঙে যেন দেখিছে সমুখে
স্বপন-রূপসী দাঁড়ায়ে কাছে।

২৬

ছেলেবেলা এই সরল সুজনে,
লোকে আলোকিত করিত জ্ঞান;
খুঁজিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে,
মিলিত না এঁর কেহ সমান।

২৭

চটুল সুন্দর কাহিল শরীর,
ছোট একখানি বসন পরা;
মুখ হাসি হাসি কপোল রুচির,
নয়ন যুগলে আলোক ভরা।

২৮

জ্বলে জ্বলে যেন মাথার ভিতর,
বুদ্ধি বিদ্যুতের বিলাস ছটা;

ঘেরি ঘেরি চারিদিকে কলেবর,
বিরাজিছে যেন তাহারি ঘটা।

২৯

তখনিই যেন বসি বসি শিশু,
জটিল জগত ভেদিতে পারে;
ফুটে ফুটে মাথা ছোটে যেন ইষু
আপনা স্থাপিতে আপনি নারে।

পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান্,
দাদা মহোদর উদার মতি;
বুদ্ধি বিভাকর পুরুষ প্রধান
সদা কৃপাবান ভেয়ের প্রতি।

৩১

সেই সুগম্ভীর অসীম আকাশে,
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলী-মালা;
যত খুশি ছুটে বেড়াত অনাসে,
ফাটিতে নারিত করিত খেলা।

৩২

বিজয়া দশমী আজি নিরঞ্জন,
চারিদিকে বাজে সানাই ঢোল;
চলেছে প্রতিমা পথে অগণন,
উঠেছে লোকের হরষ রোল।

৩৩

সেজে গুজে শিশু সারি সারি আসে,
দাঁড়ায়ে যাইয়ে বাপের কাছে;

এ শিশু অনাসে তাহাদেরি পাশে,
একা এক ছুটে দাঁড়ায়ে আছে।

৩৪

চটিয়ে উঠিয়ে হঠাৎ কখন,
চোক্ রাঙাইলে বাড়ীর প্রভু;
দাঁড়াত এ শিশু গোঁজের মতন,
প্যান প্যান করে কাঁদেনি কভু।

৩৫

কেবল ভাসিত জলে দুনয়ন,
কাতর কাঙাল আসিলে নাচে;
বসায়ে যতনে দিত জল পান,
শুধাত সকল বসিয়ে কাছে।

৩৬

পাঠ সমাপন না হ'তে না হ'তে
বিদেশ ভ্রমণে উঠিল মন;
কথা যে বিভূতি পাছে এ ভাষ্যতে,
করিতে সকল অবলোকন।

৩৭

কেবল আমারে বলি ঠোশে ঠেশে,
এক কানা কড়ি হাতে না লয়ে;
চলিলেন যুবা পশ্চিম প্রদেশে,
সকের নবীন অতিথি হয়ে।

৩৮

ফিরে এসে চিত্ত হ'ল স্থিরতর,
গেল সে ছেলেমো খেয়াল দুরে;

শাস্ত্র সুধাপানে প্রফুল্ল অন্তরে,
ভাব রসে মন উঠিল পূরে।

৩৯

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়া,
শ্যামল-বরণা নবীনা বালা ;
পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা।

৪০

গায়ে পারিজাত ফুলের ওড়না,
উড়িছে ধবলা বলাকা হেন ;
করে দেববীণা বিনোদ বাজনা,
আপনা আপনি বাজিছে যেন।

৪১

আহা সেই সব পারিজাত দলে,
কেমন সে শ্যামা রূপসী রাজে ;
শশাঙ্ক শ্যামিকা সুধাংশু মণ্ডলে,
নয়ন জুড়ায়ে কেমন সাজে !

৪২

সে নীল নলিন প্রসন্ন আননে,
কেমন সুন্দর মধুর হাসি ;
প্রভাতের চারু শ্যামল গগনে,
আধ প্রকাশিছে অরুণ আসি।

৪৩

নয়ন যুগল তারা যেন জ্বলে
কিরণ তাহার পীযূষময় ;

মৃণাল শ্যামল কর-পদ-তলে,
লোহিত কমল ফুটিয়ে রয়।

৪৪

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল মৃণালিনী।
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ?

৪৫

আহা এই প্রেম প্রতিমার রূপ,
বয়সে কিরূপ নাহিক হবে ;
চিরদিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে।

৪৬

যতদিন রবে মতের চেতনা,
যতদিন রবে শরীরে প্রাণ ;
ততদিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান !

৪৭

জনমে না মনে ইন্দ্রিয় বিকার,
পরম উদার প্রেমের ভাব ;
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার,
পুণ্যবানে করে এ নারী লাভ

৪৮

বিরলে বসিলে এ মহিলা সনে,
ত্রিদিবের পানে হৃদয় ধায় ;

অমৃত সঞ্চরে নয়নে শ্রবণে,
শোক তাপ সব দূরে পালায়।

৪৯

হয়ে আসে এক নূতন জীবন,
হৃদি-বীণা বাজে ললিত স্বরে;
নব রূপ ধরে ভূতল গগন,
আসিয়াছি যেন অমরপুরে।

৫০

সকলি বিমল সকলি সুন্দর,
পাবন মূরতি সকল ঠাঁই;
অপরূপ রূপ সব নারী নর
জুড়ায় নয়ন যেদিকে চাই।

৫১

হরষ লহরী ধায় মহাবলে,
বুক ফাটে ফাটে ফোটে না মুখ;
বসি বসি ভাসি নয়নের জলে,
বোঝায় বিনোদ স্বপন সুখ।

৫২

ভাবুক যুবক-জন-কল্পনা,
নবীনা ললনা মূরতি ধরি;
বাড়াইল কিরে মনের বাসনা,
বিরলে তাঁহারে ছলনা করি?

৫৩

তবে যোগিগণ বসি যোগাসনে,
নিমগন মনে কারে ধেয়ায়;

আচম্বিতে আসি তাঁহাদের মনে,
কাহার মূরতি স্ফুরতি পায় ?

৫৪

কেন জল ভাসে মিলীন নয়ন,
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধা পানে খেপার মতন,
মহাসুখী কোন মহান্ সুখে ?

৫৫

বিচিত্ররূপিণী কল্পনা সুন্দরী,
ধারমিক লোক ধরম সেতু ;
প্রণয়ী জনের প্রিয় সহচরী ;
অবোধের মহা ভয়ের হেতু !

৫৬

হেরি হৃদি মাঝে রূপসী উদয়,
পুলকে পূরিল সবার মন ;
শশীর উদয়ে দিশ আলোময়,
বিকশিত বেলফুলের বন ।

৫৭

কি সুখের হায় সময় তখন !
কেমন সবার সহাস মুখ !
কেমন তরুণ নধর গঠন,
কেমন চিতোন নিটোল বুক !

৫৮

মনের মতন করুণ জননী,
মনের মতন মহান ভাই ;

মনের মতন কল্পনা রমণী,
কোথাও কিছুরই অভাব নাই।

৫৯

সদা শান্তালয়ে আমোদ প্রমোদ,
আমোদ প্রমোদ আমার সনে ;
সতত পাবন প্রণয়-প্রবোধ,
প্রণয়িনী রূপে উদয় মনে।

৬০

সুধাময়ী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া,
ছায়ার মতন ফেরেন সাথে ;
করেন সেবন, যেন সতী জায়া,
সেবেন যতনে আপন নাথে।

৬১

সাহাহ্নের মত সে সুখ সময় ;
দেখিতে দেখিতে ফুরাল বেলা ;
ম্লান হয়ে এল দিশ সমুদয়,
লুকাল তপন কিরণ মালা।

৬২

বিবাহের কথা উঠিল ভবনে,
তাহা শুনি সখা গেলেন বেঁকে ;
জোর্ ক'রে আহা তবু গুরুজনে,
পরালেন বেড়ি চেয়ে না দেখে !

৬৩

ক'নে দেখে ফাটে বরের পরাণ,
পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয় ?

যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান,
এ ক'ণে তাহার কিছুই নয়।

৬৪

আগে যারে ভাল বাসিলে কখন,
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে ;
যার মন নহে মনের মতন,
তার প্রেমে যাব কেমনে গ'লে ?

৬৫

বিরূপ বিরস হেরিয়ে আমায়,
যদি চটে যায় তাহার প্রাণ ;
মানময়ী বোলে ধরে দুটি পায়,
ভান করে হবে ভাঙিতে মান।

৬৬

প্রেম-হীন হেয় পশু-সুখভোগ,
স্মরিতে ও ছিছি হৃদয়ে বাজে ;
জনমে আপন-হননের রোগ,
তবু ভোগ ঠেকে সরমে লাজে।

৬৭

নিতিনিতি এই অরুচি আহারে,
ক্রমিক বাড়ুক মনের রোগ ;
উপরে একথা ফুট কাহারে,
ভিতরে চলুক নরক ভোগ !

৬৮

ভেবে এই সব ঘোর চিন্তাজালে,
জড়াইয়ে গেল যুবার মন ;

বিষাদের যবনিকার আড়ালে,
ভাবী আশা হ'ল অদরশন।

৬৯

ভাল নাহি লাগে শাস্ত্র আলোচন,
ভাল নাহি লাগে রবির আলো;
ভাল নাহি লাগে গৃহ পরিজন,
কিছুই জগতে লাগে না ভাল।

৭০

উড়ু উড়ু করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন;
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর,
শুধু ঘেরে আছে কাঁটার বন।

৭১

কল্পনারে লয়ে জড়াইতে চান,
খুঁজিয়ে বেড়ান হৃদয়-মাঝে;
কোথাও তাহারে দেখিতে না পান,
বুকে যেন বাণ আসিয়ে বাজে।

৭২

অয়ি কোথা আছ জীবিত রূপিণী,
পতির পরাণ বাঁচাও সতী।
হেরিয়ে সতিনী, বুঝি গো মানিনী
চলিয়ে গিয়েছে অমরাবতী!

৭৩

সহসা মানস তামস মন্দিরে,
বিকশিল এক নূতন আলো;

ভেদ করি অমা নিশির তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল।

৭৪

প্রকাশ পাইল সে আলো মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন ;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ।

৭৫

বিমানসলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে ;
ভাঙ্গি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলা ভাগে

৭৬

নিরিবিল এক তীরতরু তলে,
সে সুররূপসী উদাস প্রাণে ;
বসিয়ে কোমল নব দূর্ব্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরী পানে।

৭৭

বাম করতলে কপোল কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা

৭৮

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী কুসুমমালা ;

পারিজাত হার ছিঁড়েছে গলায়,
গ'লে পড়ে করে রতনবালা।

৭৯

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মালিনী,
গাহিতে ছিলেন খেদের গান।

৮০

ঝরে ঝরে পড়ে তরু থেকে ফুল ;
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় ;
মধুকর কুল আকুল ব্যাকুল,
গুনুগুনু রবে উড়ে বেড়ায়।

৮১

স্বভাব-সুন্দর চারু কলেবরে,
বিকসে সুষমা কুসুম রাশি ;
সুরসীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি।

৮২

মধুর-তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পারিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ।

৮৩

পেয়ে সে ললনা মধুর-মুরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ ;

হেরিয়ে সখার হয় না ভূপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান ;

৮৪

আচম্বিতে ঘোর গভীর গর্জন,
বজ্রপাত হল ভীষণ বেগে ;
পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন,
মরমে বিষম আঘাত লেগে।

৮৫

দাদা তাঁর কুল-প্রধান পুরুষ,
বুকে বাড়ে বল যাঁহার নামে ;
সেই মহীয়ান মনের মানুষ,
চলিয়া গেলেন স্বরগ ধামে।

৮৬

ভ্রাতৃশোক শেলে সখা সুকুমার,
পড়িয়ে আছেন পৃথিবীতলে ;
নয়ন মুদিত রয়েছে তাঁহার,
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চলে।

৮৭

বিষম নীরব, স্তব্ধ ভীষণ,
নাহি আর যেন শরীরে প্রাণ ;
নড়ে না চড়ে না শবের মতন,
পাঙাশ বরণ বিহীন জ্ঞান।

৮৮

চারিদিক্ আছে বিষণ্ণ হইয়ে,
ভূতলে চন্দ্রমা পড়েছে খসি ;

মৃত শিশু যেন কোলে শোয়াইয়ে,
ধরণী জননী ভাবেন বসি।

৮৯

কেঁদে কেঁদে যেন হইয়ে আকুল,
শোকময় গান অনিল গায় ;
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সাদা সাদা ফুল,
যেন শববপু সাজায়ে দেয়।

৯০

সুধাময় সেই শীতল সমীরে,
প্রাণের ভিতর জুড়াল যেন ;
বহিল নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে,
স্বপনের মত স্ফুরিল জ্ঞান।

৯১

বোধ হ'ল দুই করুণ নয়ন,
চাহিয়ে তাঁহার মুখের পানে ;
স্নেহ-প্রীতিময় করুণ বচন,
পশিয়ে শ্রবণে জীয়ায় প্রাণে।

৯২

রূপে আলো করি দাঁড়ায়ে সমুখে,
রসাঞ্জনময়ী অমৃতলতা ;
ঢুলায়ে ফুলের পাখা বুকে মুখে,
ধীরে ধীরে কন সদয় কথা।

৯৩

"কেন অচেতন, কি হয়েছে হায়,
হে জীবিতনাথ আজি তোমার !

ও কোমল তনু ধূলায় লুটায়,
নয়নে দেখিতে পারিনে আর।

৯৪

উঠ উঠ মম হৃদয় বল্লভ,
উঠ প্রাণসখা সদয় স্বামী।
মেল দুটি ওই নয়ন পল্লব,
হেরিয়ে জীবন জুড়াই আমি!

৯৫

হে ত্রিদিববাসী অমর সকল,
তোমরা আমারে সদয় হও;
বরষি পড়িবে শিরে শান্তিজল,
মোহ যবনিকা সরায়ে লও!"

৯৬

অমনি কে যেন ধরিয়ে সখায়,
তুলে বসাইল ধরণী তলে;
চারিদিকে চাহি না দেখি দাদায়,
দুলিল পাষাণ মনের গলে।

৯৭

চোকের উপরে সব শূন্যময়,
কাঁদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ;
ভাবে ভেবে ভেবে ডুবিছে হৃদয়,
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান।

৯৮

জ্ঞান-বলে প্রবোধিয়ে বার বার,
বাঁধিলেন তুলে ডোবান বুক;

সে অবধি আহা সখার আমার,
বিষণ্ন হইয়ে রয়েছে মুখ।

৯৯

না জানি বিধাত আরো কত দিনে,
হেরিব সখার মুখেতে হাসি!
সে সুর ললনা কল্পনা বিনে,
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাঁশী!

১০০

ললিত রাগেতে গলিবে পরাণ,
উথুল উঠিবে হৃদয় মন;
বিষাদের নিশা হবে অবসান
ফুটিবে হাসিবে কমল বন!

১০১

তুমিই সুরবালা! সে সুররমণী,
উষারাণী হৃদি উদয়াচলে;
সখা-শক্তিশেল বিশল্যকরণী,
মৃত সঞ্জীবনী ধরণীতলে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সন্ধ্যার প্রদীপ

১

হের দেখ জলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার,
দেব-রূপ দৃশ্য ধরা-পরে
চারি দিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার
আলো-দ্বীপ আন্ধার-সাগরে !
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বীণা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়,—যেন কোন দেব বিদ্যমান।

২

দূর হতে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তার দেখায় কেমন,
জবা যেন যমুনার নীরে।
আন্ধারের কাল কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষত স্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন।

৩

জলিয়া প্রদীপ, ঝাঁপি বসন অঞ্চলে,
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,
রক্ত আভা মাখা রক্ত বদন মণ্ডলে
রক্ত শিখা সীমন্তে সিন্দূর,
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন, শিখা মনোলোভা,
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা !

৪

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,
নদী পারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
প্রিয়া-মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু-স্মৃত বিধবার,
হয়ে গেছে সর্বনাশ,
আছে একমাত্র আশ,
হেন নর-হৃদয়ের দেখায় আভাস ;
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল* প্রকাশ।

৫

ক্রমে ঘোর হয়ে এল সন্ধ্যার অম্বর,
পান্থ অতি ক্লান্ত পর্যটনে,
অজানিত দেশ, শুধু চৌদেকে প্রান্তর,
দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে ;
হেন কালে হেন স্থলে,
দূরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে,
পথিকের প্রাণে পুনঃ আশার সঞ্চার ;
সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার।

৬

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের নেশায় ;
আগারে বালক মেলা,
ছায়া ধরাধরি খেলা,
হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন,
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন।

---

* মঙ্গলগ্রহ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনোরাজ্য-প্রয়াণ

স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেকদিনের পরে কল্পনার দর্শন প্রাপ্তি

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন।
স্বপন রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ।

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি'
করে পদ্ম-ফুল
করে ঢুল-ঢুল
অলসিত আঁখি সম আধো-আধো ফুটি'।

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকার শিরে।
পরশের বশে
মোহ-বন্ধ খসে
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে।

অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা।

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি
কবির মনোমন্দিরে খুলি দিল রহস্যের চাবি।

দেখিতে দেখিতে
অমনি চকিতে
এল ছায়া পথ দিয়া রথ এক নাবি'।

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়ে আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান
করে গাত্রোত্থান
চালায় সারথি হয়ে কল্পনা-কুমারী।

দেখিতে না দিয়া কোথা কোন স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চলিল বিমান।
গিরিবর তায়
ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্ব্বাণ।

কবিবর নাহি জানে কোথা রয়;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছুকাল পরে,
আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয়।

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্য।
নাহি দিক্‌বিদিক! অগম শূন্য! হেথায় কি জন্য!
মুখে নাই কথা
এ কেমন প্রথা!
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন।"

কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি
মুখ ফিরাইল কল্পনা বালা মৃদুহাস্য করি'।

কবিবর তায়
কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি রয় সকল পাশরি।

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ পুলকিত-ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা!
কথা যাহা কিছু
পড়ি রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা।

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব।
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া গেল মুহূর্তে সেসব!
জাগি উঠে ভয়
"স্বপ্ন এ ত নয়?"
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব।

"সেই দেখি বদন, সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী!
ফেলিয়া আমায়
আছিলে কোথায়!
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস রজনী।"

"কতকাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা দিতে, সে এক সময়!
জাগিছে সে সব,
যেন অভিনব
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়!..."

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বালকের মুখ

তামসী নিশার শেষে দেখিয়া তপনে,
কত না আনন্দে বসে কল্পনা নলিনী ;
গ্রহণান্তে তারাকান্তে নিরখি গগনে,
কত না প্রমোদে মজে চিত্ত-কুমুদিনী,
উছলে মানস মাঝে ততোধিক সুখ,
হেরি সরলতাময় বালকের মুখ।

সদা তথা খেলে হাসি মানস-মোহন,
শিহরিয়া মেঘে যেন বিজলী সুন্দর,
সদা তথা হতে ঝরে মধুর বচন,
সুধাকর হ'তে যথা সুধার নির্ঝর ;
সে আননে প্রফুল্লতা সদা প্রকাশিত,
মনে লয় যেন পদ্ম চির-বিকশিত।

নাহি তথা চিন্তাজ্বর বিরাম-নাশক,
নাহিক কলুষ তথা ধর্ম-শান্তি ঘোর ;
নাহি তথা দ্বেষ হিংসা দুরন্ত দংশক
যথা সর্প তথা পর-অপকারে ভোর ;
না আছে ছলনা তথা, নাহি কুকৌশল ;
শোভে মাত্র নির্দোষতা-কনক কমল।

সে মুখের সুমধুর আধ আধ ভাষ,
শুনিলে আহ্লাদ যত উথলে হৃদয়ে,
পারে কি কখন দিতে সে-রূপ উল্লাস,
গাইয়া গায়ক রাগ তাল-মান-লয়ে,
অথবা কোকিলকুল বসন্ত গমনে,
কিম্বা ভাল শ্লোক মালা গাঁথি কবিগণে ?

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

উপমা

একদা প্রেয়সী হাসি সুধা-হাসি
সুধাইল মোরে সুধার স্বরে,
"বল-না আমারে বুঝায়ে, কাহারে
উপমা কহে সে পণ্ডিতবরে।"

পাঠ্য পুঁথিখানি রহিল পড়িয়া,
পদ্ম আঁখি দুটি হইল স্থির,
হাসিটুকু আমি আগ্রহে ডুবিল,
নয়নে ঘেরিল কৌতুক-নীর।

"অভিধান আমি দেখেছি যতনে,
অবিধান কথা বুঝিতে নারি,
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে
তবে ত মরম বুঝিতে পারি।"

এতেক কহিয়া প্রেয়সী আমার
রহিল চাহিয়া উত্তর আশে ;
সেরূপ অন্তরে পশিল আমার
উজলিয়া মোর হৃদয়াকাশে।

উছলিল মোর প্রণয়-জলধি,
তাহাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে,
নানা ছাঁদে কিবা খেলিতে লাগিল
চিন্তার বিজলী ভাবের মেঘে।

(উত্তর)

যথা শোভা পায়, নীল মেঘ গায়,
সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তারা,

যথা সরোবরে, সলিল উপরে,
ভাসে কুমুদিনী তরঙ্গ-হারা।

যথা মরুমাঝে শোভে শ্যাম দ্বীপ—
জুড়ায় পথিক-তাপিত-আঁখি,
যথা বনফুল শোভে বনফুল
শ্যামলতা-পরে শিরটি রাখি!

যথা নিরজনে কুসুম-কাননে
বিমল সলিলা সরসী-মাঝে
পূর্ণচন্দ্র-লেখা হাসি দেয় দেখা,
সাজায়ে নিশিরে রজত-সাজে।

যথা কালরাতে শোভে আলো করি
অমূল্য মানিক রাজার নিধি,
যথা দীন হৃদে এ ঘোর সংসারে
আশামণি সেই দিয়াছে বিধি।

তুমি রে তেমতি—প্রেয়সী আমার
পরাণপুতলি আঁখির তারা
বিরাজিয়া এই হৃদয়-মাঝারে
আঁধার নিশির আলোক পারা।

রামদাস সেন

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসম মধুমাসে মোহন বাঁশরী
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত-হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥

তেমতি বংশীর রবে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়-জন-মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তানলয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুনঃ মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীরহিয়া জাগিল অমনি॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্য-প্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্ম প্রীত॥
কাব্যের কানন দিকে পুনঃ কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥

মনোমোহন-বসু

নাগেশ্বর-শাসন

(গান)

নরবর নাগেশ্বর-শাসন কি ভয়ঙ্কর।
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর,
করের তায় অঙ্গ জর জর।
সিন্ধু-করি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শতকর,
কর-দাহে নরনিকর কাতর,
রাজা নয় যেন বৈশ্বানর॥
ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর,
কর বিনা রাজা করে না বিচার—ধর্মে নয়,
ধনে জয়ী নর।
বাড়ি-ঘর আলো-শান্তি জল-কর,
স্থল পথে আরো সেতুর উপর,

জলে গেলে তরী ধরে রাজচর,
শূন্য বৈ গতি নাহি আরো ॥
গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর পশু,
নর, কারো নাহিক নিস্তার।
নীচ কর্মে খাটে, তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর ॥
আয় কর শুনে গায় আসে জ্বর,
অস্থিভেদী রক্ষাকর কি দুষ্কর,
লবণটুকু খাব তাতেও লাগে কর,
কত আর কব মুনিবর।
মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়।
মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়,
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়—
হাহাকার রব নিরন্তর ॥

হরিনাথ মজুমদার

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে

(গান)

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
হায়রে, তবে কি মা এমন করে,
তুমি লুকিয়ে থাকতে পার্‌তে।
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার জানি নে মা, কোন কথা বল্‌তে।
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,
আমার জনম গেল কাঁদতে।
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাক্‌তে।

তুমি মনে বলে মন দেখ মা,
আমায় দেখা দেও না তাইতে।
ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয় দয়া করে দেখা দাও আমাকে।
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম করতে।
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
তোমার ছেলে হত, তবে পারতে জানতে
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত,
নাহি সরতে বললে সরতে॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

মায়ের খেলা মুলুক জুড়ে

(গান)

মায়ের খেলা মুলুক জুড়ে
ত্রিভুবনে দু নয়নে যা দেখ ভাই ফিরে ঘুরে।
কোন স্থানে সূর্যরূপ
কোন স্থানে করী শুঁড়ে
কোন স্থান চক্রধর মা,
কোন স্থানে জটা জুড়ে।
মানুষরূপে জগদম্বা
বেড়াচ্ছেন জগৎ চুঁড়ে
কভু লক্ষ লক্ষ পক্ষ হয়ে
আশমানে মা যাচ্ছেন উড়ে।
মা কোথাও বেঁধে অট্টালিকা
কোথাও বেঁধে আছেন কুঁড়ে

কোথাও খান মা ক্ষীর মাখন
কোথাও খান মা খয়লা গুড়ে।
কণ্ঠ কয়, আশমানি খেলা,
অকালে তোর কাজ কি খুঁড়ে
তুই ত দেখতে পারিস সকল খেলা,
যেদিন থাটি ছবি তিন পুড় পুড়ে॥

মতিলাল রায়

ঘরের কপাট খুলে পাট করেছি

(গান)

ঘরের কপাট খুলে পাট করেছি
এই তো চাকরীর সুখ।
রামিস রামিস করতে করতে শুকিয়ে উঠে মুখ॥
আমায় হয় কাপড় কাচতে,
যমের হাতে খুরপো কাসতে,
পবনের হয় ময়লা বইতে, নইলে খাই চাবুক॥
মরা গাছে সুখের কিস্তি,
গেলেই বলে ওরে মিস্ত্রী,
কাপড় ভাল হয় না ইস্ত্রি, শুনে কাঁপে বুক॥

নবীনচন্দ্র সেন

মেঘনা

১

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন ?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন ?

২

অহো কি স্বর্গীয় শোভা বাসন্ত মধুর
স্বপন সৃজন !
কিবা শান্তি মনোহর ! ভাঙ্গে পাছে চন্দ্রকর
আদরে আদরে বক্ষ পরশিয়া যায়,
অহো ! কি শান্তির ছবি ভাসে মেঘনায় ।

৩

বাসন্তী চন্দ্রমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অন্য তীরে, মিশিয়াছ নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানব জীবন ?

৪

মানব জীবনে
এত আশা, ভালবাসা, এতই নিরাশা
এত দুঃখ কেন ?
প্রেমের প্রবাহ হায় ! কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন,
নাহি হয় হায় ! শান্ত মধুর এমন ।

৫

মাতার পবিত্র স্নেহ, পিতার আদর,
পত্নীর প্রণয়,
কেন মেঘনার মত, নাহি বহে অবিরত
কেন নাহি বহে হায়! বন্ধুতা এমন
শান্ত, সুগভীর, স্থির, মেঘনা যেমন।

৬

সৃষ্টি কর্তা! এই শান্তি-স্নাত চন্দ্রকর
দেও নাথ! জড়ে
সজড়ের প্রতি নাথ! কেন এই অভিসম্পাত?
তাহার অদৃষ্টে হায়! ঝটিকা কেবল—
তরঙ্গ তরঙ্গ পৃষ্ঠে তরঙ্গ প্রবল?

৭

লিখিতে এ শান্তি যদি মানব কপালে,
সর্বশক্তিমান!
আজি এই ভূমণ্ডল, হইত না মরুস্থল
পরিপূর্ণ হাহাকারে, মানব জীবন
বহিত নীরবানন্দে মেঘনা যেমন।

৮

মানবের এত দুঃখ, দয়াময় তুমি
কিসে সহ বল?
তুমি সর্বশক্তিমান, মানবের ক্রীড়াস্থান
এত কণ্টকিত কেন, মানব জীবন
কণ্টক কণ্টক পৃষ্ঠে কণ্টক এমন?

৯

কমলে কণ্টক কেন, প্রণয়ে বিষাদ
স্নেহে কেন শোক?

বাসনায় তৃপ্তি নাই, যাহা চাই নাহি পাই,
বন্ধুতায় স্বার্থ বিষ, ধর্মে প্রবঞ্চনা,
কীর্তিতে কলঙ্ক, নারী হৃদয়ে ছলনা ?

১০

সর্বশক্তিমান তুমি পার নাকি তবে,
মানব জীবন
হাসাইয়া নাচাইয়া, চন্দ্রালোকে মাখাইয়া
আলোক কুসুমরাশি, বহাতে এমন,
পার নাকি বল নাথ ! মানব জীবন ?

১১

পার যদি হায় নাথ ! তবে কেন বল
দুঃখের প্রবাহ
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি, সুখ, আশা, স্নেহরাশি
নেয় ভাসাইয়া হায় ! সুখের স্বপন
মিশাইয়া যায় ওই হিল্লোল মতন ?

১২

সর্বশক্তিমান তুমি, তবে একবার
যাহা দেও তাহা কেন নেও হে কাড়িয়া ?
নেও যদি পুনরায়, কেন নাহি দেও তায়,
জীবন নিবিয়া কেন উঠে না জ্বলিয়া ?
শুকায়ে কুসুম কেন উঠে না ফুটিয়া ?

১৩

সৃজন পালন যদি নিয়ম তোমার,
তবে বল নাথ !
আসার কুসুম যার, ছাড়িয়া জীবন হার,
একে একে একে নাথ পড়েছে খসিয়া,
রাখ কেন শূন্য সূত্র নাহি বিনাশিয়া ?

১৪

রাখ কেন শূন্ত সূত্র আমার মতন,
বল দয়াময় !
ঝটিকায় ঝটিকায় মৃণালের সূত্রপ্রায়
উঠিতেছে পড়িতেছে জীবন যাহার,
নাহি বিনাশিয়া তারে রাখ কেন আর ?

১৫

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার
জানু পাতি মেঘনা তীরে, ডাকি আজি অশ্রুনীরে
এবে দয়া কর নাথ ! জুড়াও জীবন !
দেও দিনেকের শান্তি—মেঘনা মতন !

১৬

অথবা এ অস্তমুখ জীবনের তারা
ডুবাও এখন
মিশাও মেঘনার জলে, বাসন্তী চন্দ্রিকাতলে,
হাসি মাখাইয়া ওই হিল্লোল মতন,
মিশাও মেঘনার জলে বিষাদ জীবন !

নবীনচন্দ্র সেন

কৃষ্ণা গৌতমী

একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে
আছেন সশিষ্য বসি পবিত্র বিহারে
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণা গৌতমী জননী
আসি শোকাতুরা কহে,—"নর নারায়ণ !

অতুল ঐশ্বর্য মম হউক অঙ্গার !
বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত !
দেও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম ! একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা ! দয়াময় তুমি
কর দয়া এ দাসীরে ! আছে মা তোমার।
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর ?
দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ ! দেও দুই প্রাণ !
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর !"
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়ানে
কি গভীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে—
"হায় ! মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে ! সহে জন্ম জন্মান্তরে।"
কহিলেন—"মাতঃ ! জানি ঔষধ ইহার।
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ।"
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
শুষ্কহ্রদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি ধূসরিতা
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দে বিবশা।
কহিলেন, বুদ্ধদেব—"উঠ মাতঃ ! যাও
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল।"
সামান্য সরিষা ! হায় ! দ্বিগুণ অধীর
হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণা গৌতমীর।
চলিল সে রুদ্ধ শ্বাসে ; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,
"সর্ষপ সে গৃহ হতে আনিও কেবল,
যেই গৃহে যাও মাতঃ ! মরেনি কখন।"
মৃত পুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিল সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায় ! মিলিল না গৃহ
যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,

জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যা দেবী
আসিলেন ; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী,
অবসন্ন শোকাতুরা নির্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগত
নিশীথিনী ছায়া মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যুছায়া-সমাচ্ছন্ন ! কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে ! কত পুত্র চিতা
জ্বলিছে মানব বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত,
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর ;
নিবিল সে দীপালোক ! মৃতপুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি পূর্ণ আত্মহারা !
দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে—
"দেখ মাতঃ ! হায় ! ওই দীপালোক মত
মানব জীবনালোক জ্বলি কিছুক্ষণ
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্মফলে ! কর্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম-চক্র কর অনুসার।"
সৌম্য দেবমূর্তি কৃষ্ণা দেখিল নয়নে
আলোকিয়া অন্ধকার। দিয়া বিসর্জন
মৃত পুত্র, সন্ন্যাসিনী হইল তখন।

যমুনা লহরী

(গান)

নির্মল সলিলে, বহিছে সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষিও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঞ্চল ও॥
যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও॥
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছে সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও॥
তব জল কল্লোল- সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব নীরব, রে যমুনা সব,
গত যত বৈভব কালে ও॥
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥
তব জল তীরে পৌরব যাদব,
পাতিল রাজসিংহাসন ও।
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও ॥
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন দিন ও ॥
এল জল ধারে, ধীরে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ আঁখি-নীর ও ।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
এ তব সৈকত-পুলিনে ও ॥
এ তনু মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও ।
ভাসিত দশদিশি উৎসব রঙ্গে
প্লাবিত চিত্ত-সুখ-উৎসে ও ॥
সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব গমন বিষাদে ও ।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকল কালে ও ।
যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও ॥
আকুল প্রাণে, বট তট-পানে,
ধাইত রব সন্ধানে ও ॥
বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস পতন কত
বিরচিত বলি তব হৃদয়ে ও ।
সুহৃদ সমাগমে, পুনঃ এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিত সিত হাসি ও ॥
সে সব কৌতুক কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও ।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ সৌরভ,
হ'লো পরিণত শত কাহিনী ও ॥···

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একা

(গোবিন্দের সুর—গড়খেমটা তাল)

বিঘোরে বিহারে চড়িনু একা।
লাগে ধুব্ ধাব্ তায় বিষম ধাক্কা।
আহা রোদে চাঁদি ফাটে, ধুলা ঢুকে পেটে,
সাজ-গোজ তায় এমনি পাক্কা।
তার আঁকা বাঁকা গলি, বেগে যেতে চলি,
কায়া মায়া যদি ছাড়য় চাকা,
তবে নর্দ্দমায় পতি, ভাবে গড়াগড়ি,
আঁখি মুদে হেরি মদিনা-মক্কা।
তায় দুলকি গমনে, ঝন ঝন ঝনে,
বাজে করতাল ঘুঙুর টেক্কা,
করে কান ঝালা পালা, প্রাণ পালা পালা,
চৈত মাসে যেন গাজনে চক্কা।

(যদি বল তার রূপ কেমন, তবে শ্রবণ কর।)

কিবা বাঁকা দুটি বাঁশ, শোভে দুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলি ফক্কা,
দেয় পাতালতা দিয়ে, আসন গড়িয়ে,
ছেঁড়ে যদি পথে অমনি অক্কা।
দিয়ে লাল কালো সাদা, আশমানী জরদা
জোত্ডুরী এক বুনয় ছাক্কা,
আহা অশ্বিনীনন্দন, তাহে বাঁধা রণ,
প্রাণ করে তার পাঞ্জাছক্কা।

আনন্দচন্দ্র মিত্র

বসন্তে স্বপ্ন

বাজায়ে মোহন বীণা দেব-তপোধন,
আনন্দে অমরাবতী করিলা গমন,
বামে শচী সোহাগিনী, শশী সঙ্গে সৌদামিনী ;
যথা শোভে সুরপতিসহ সুরগণ,
অতুল বাসব সভা। ভূতল স্বপন !

২

দেবর্ষি কহিলা গিয়া ত্রিদশের দলে,
"উৎসব আমোদে আজ মজহ সকলে,
হাস্য মুখে দেব মাতা, কহিলেন এ বারতা,
(ধোয়াও অমরাবতী মন্দাকিনী-জলে)
ভারত হবেন রাণী অবনীমণ্ডলে।"

৩

উঠিল অমরবাদ্য অমর নগরে,
শোভিল অমরপুরী পারিজাত থরে ;
দেবর্ষি বাজান বীণা ; "তাধিয়া তাধিয়া ধিনা।"
মুরজ-মন্দিরা বাজে বিদ্যাধরী-করে ;
পূরিল সকল বিশ্ব সঙ্গীতের স্বরে।

(ঐক্যতান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাও রে,
ভারতমঙ্গল গীত প্রাণভরে গাও রে ;
আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাও রে,
ভারতমঙ্গল গীত একবার গাও রে।

৪

কি শুনি, কি শুনি ঐ আনন্দের ধুম !
মরুভূমে ফুটিল কি অকাল-কুসুম ?
ওই যে জননী এসে, দেখা দিলা হেসে হেসে,
রাজরাণীবেশে আহা উজলিয়া ভূম !
জাগরে ভারতবাসী ত্যজ ঘোর ঘুম ।

৫

ধরণী ধরেছে কিবা আনন্দমূরতি !
বিমল অম্বরকোলে খেলে দিনপতি,
ভ্রমর-কোকিল গায়, শুনে প্রাণ উড়ে যায়,
মৃদুল তরঙ্গে রঙ্গে বহে মৃদুগতি,
উঠরে উঠরে ভাই ভারত-সন্ততি ।

৬

আনন্দে মায়েরে লয়ে চল সবে যাই হে
হিমাদ্রির হেমকূটে যতনে বসাই হে ;
সিন্ধু আর ভাগীরথী, গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদা-কাবেরী-জলে কস্তুরী মিশাই হে,
ভারত কলঙ্ক যত তাহাতে ধোয়াই হে ।

(ঐক্যতান)

শুভক্ষণ যায় বহে ত্বরা করি যাও রে,
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণ ভরে গাও রে ;
আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাও রে ;
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাও রে ।

৭

কাশী, কাঞ্চি, নবদ্বীপ, সব পরিহরি,
এস যত আর্যসুত, এস ত্বরা করি,

সবে মিলে একতানে, মত্ত হও বেদগানে,
শুভক্ষণে ভারতেরে অভিষেক করি,
এস যত আর্যসুত, এত ত্বরা করি।

৮

ছাড়ি মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ রাজস্থান,
বীরবেশে বীরবৃন্দ করহ প্রস্থান,
এস যত বীরবালা, যতনে গাঁথহ মালা,
জাতি-যূথি-মল্লিকায় মধুর আধান—
ভারতের কণ্ঠে আসি করহ প্রদান।

৯

দাসত্ব ছাড়িয়া এস বঙ্গবাসী যত,
ম্রিয়মাণা বঙ্গবালা লজ্জাবতী মত,
চারুশীলা পতিব্রতা, সবলতা পবিত্রতা
প্রীতি উপহারে আসি পূজহ নিয়ত
ভারতের রাঙ্গাপদ, দেখি মনোমত।

(ঐক্যতান)

শুভক্ষণ যায় বহে ত্বরা করি যাও রে,
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণ ভরে গাও রে ;
আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাও রে ;
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণভরে গাও রে।

১০

শুভ ক্ষণে শুভ যাত্রা কর শীঘ্র করে,
"জয় ভারতের জয়।" গাও সমস্বরে,
উঠ উঠ উঠ রথে, কুসুম ছড়াও পথে,
শান্তির নিশান শুভ্র উড়াও অম্বরে ;
"জয় ভারতের জয়।" লেখ তার পরে।

১১

ধোয়াও সকল স্থান গোলাপী আতরে,
সাজাও কুসুমদাম প্রতি ঘরে ঘরে,
অগুরু চন্দন যত, মাখ তাতে মনোমত,
ঢাল দুগ্ধ, ঘৃত, মধু হেমকুম্ভ ভরে,
দেখিয়া লাগুক ত্রাস দেবাসুর নরে!

১২

নব নব রাগতানে গাঁথি গীতহার,
মায়ের চরণে সবে দাও উপহার;
মধুর পঞ্চমে গাও, অম্বর পূরিয়া দাও,
পাখোয়াজে মিশাইয়া সারঙ্গ সেতার,
গাও সবে কুতূহলে বসন্ত-বাহার।

(ঐক্যতান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাও রে,
ভারতমঙ্গল গীত প্রাণভরে গাও রে,
আন শিঙ্গা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাও রে;
ভারতমঙ্গল গীত একবার গাও রে।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শৈশব-স্বপন

আজ কেন অকস্মাৎ
সুদূর শৈশব নিদ্রা হইল স্মরণ?
দারিদ্র্য অনল যার, হৃদে জ্বলে অনিবার,
সংসারের কার্যশ্রমে ক্লান্ত অনুক্ষণ;

ভয়ঙ্কর ক্ষণদায় প্রতিবাসী শত্রু তায়
অস্থির উন্মত্ত প্রায় হয়েছে যে জন !
সে কেন দেখিল স্বর্গ সুখের স্বপন ?

বহুদিন ঘনঘটা,
দুর্যোগী গগন আর আঁধার ধরণী—
যে জন দেখেছে হায় ! ক্ষণস্থায়ী চপলায়
কি সুখ ! তাহার মাত্র ধাঁধে আঁখিমণি।
যে পথিক নিজ ভ্রমে, নিদারুণ পরিশ্রমে
প্রান্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিস্রা রজনী,
আলেয়া প্রতারে কেন তা না জানি !

হায় ! সে সুখের দিন
সময়-সাগর গর্ভে হয়েছে মগন।
নাই সে অবস্থা আর, নাই সঙ্গী খেলিবার,
নাই জননীর কোল—স্বর্গ সিংহাসন
বসন্ত কুসুম রাশি, শরতের পূর্ণ শশী,
মলয়ার বায়ু, গঙ্গাজল সম মন,
ছিল সে পবিত্র, এবে চিন্তার ভবন।

দুঃখাঘাত প্রতিঘাতে—
নহে তা কোমল কিসলয় সম আর।
নহে ত পাষাণ মত, তা হলে কাটিয়া যেত,
কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার !
হৃদয় কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে,
ঢেলেছ পবিত্রমূর্তি তুমি আপনার ?
ভুখা, তৃষ্ণা অবিতৃপ্ত আছে কি তোমার ?

তাও নাই, তবে কেন—
যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উদ্যান।

ছিল শান্তি সুধাধাম, তবে তার পরিণাম,
শ্বাপদসঙ্কুল ভীম গহন সমান ?
হৃদয়ের প্রিয়তর, নয়নের প্রীতিকর,
কুসুমিত লতাকুঞ্জ ফলে নম্রমাণ
ছিল, তাও এবে বিষবল্লীর সমান।

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

সন্ধ্যা

উজলি গগন-পাত
অস্ত যায় দিন নাথ,
সোনার কিরীটখানি ধীরে ধীরে খুলিছে।
দলে দলে দিগঙ্গনে,
চারু রূপ জ্যোতিঃ সনে,
সুনীল আঁচলে কত সৌদামিনী বাঁধিছে।
তরুর শিখরে মরি !
কিরণ কিরীট পরি,
কচি কচি নবদল সন্ধ্যানিলে দুলিছে।
কলকণ্ঠ কোকিলায়,
পঞ্চমে ঝঙ্কারি গায় ;
কাকলী লহরী-লীলা সমীরণে ভাসিছে।
চুম্বি স্ফুট মল্লিকারে,
অচল সৌরভ ভারে,
মন্থরে দক্ষিণ শীত গন্ধবহ বহিছে।
স্বর্ণ-জ্যোতি কিরীটিনী,
ম্লান মুখে বিষাদিনী,
ভানু-বিলাসিনী দিবা অন্ধকারে ডুবিছে।

পরিয়া নবমী শশী—
ললাটে উজলি দিশি
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে আসিছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

অধ্যাত্ম গান

ওরে মন-পাখী চাতুরি করবে বল কত আর
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে নাকি একবার।
সাবধানে ঘুরে ফিরে,
থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে
ফাঁকি দিয়ে বার বার।

তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে,
সব চালাকি ঘুচে যাবে,
অন্নজল বিনে যখন
করবে দুঃখে হাহাকার।
যেদিন ব্যাধের বাণে ;
কাল সাপের দংশনে
জ্বলিয়ে মরিবে প্রাণে
দেখবে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে
তাড়াইলেও নাহি যাবে
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ
গাইবে নিরন্তর॥

রাজকৃষ্ণ রায়

বড় সুখে রেখে গেলে

বড় সুখে রেখে গেলে, মনে গাঁথা রবে।
কি জাগ্রত কি স্বপনে
জেগে তুমি রবে মনে,
জপমালা সম জিহ্বা তব নাম লবে॥

ব্যঞ্জন খাবার কালে,
নুন শূন্য ঝোলে ঝালে,
আলুনির স্বাদে, প্রভু! তুমি দেখা দিবে।

পেট্রোলিয়ম করে,
আলো না জ্বালিবে ঘরে;
আঁধারে ভারতবাসী তোমারে ভজিবে॥

ইন্‌কম্ ট্যাক্সের সুখে,
তোমারে তুলিয়া বুকে,
নাচিবে ভারতবাসী দিবস রজনী,

ভাল সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি।
তিব্বতে সিকিমে শৈলে,
বড়ই বাহবা নৈলে,
কৃষ্ণ শৈলে কৈলে ভাল বীরত্ব ঘোষণা।

ব্রহ্মের খিবরে ধরে
রাখিলে ভারতে পূরে,
রাজারে রাজার পূজা! কে বলে লাঞ্ছনা?॥

রেওয়ার রাজার রাণী,
চটার আজল পোণী

শুনিতে তোমার বাণী এলো ইষ্টেশনে,
সান্ত্বনা করিবে তুমি, এই আশা মনে ॥

কিন্তু তুমি ঘুমাইলে,
রাণীরে না দেখা দিলে,
ধন্য তব লীলা খেলা, ওহে লীলাময় !
জগত ভরিয়া তব উঠিয়াছে জয় ॥

পুর বন্দরের কথা
চিরকাল রবে গাঁথা,
তোমার শাসন প্রথা—রহস্যের খনি,
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি !

কি করিতে এসেছিলে,
কি করিতে ফিরে গেলে,
আঁধার নাশিতে এসে বাড়ালে আঁধার
ভাঙ্গারে যুড়িতে এসে কৈলে চুরমার !

আমাদের ভাগ্যলেখা,
তাই তব সঙ্গে দেখা,
তোমার দয়ার রেখা কভু না মুছিবে।
যাবৎ তপন শশী, তাবৎ রহিবে।

যতদিন রবে প্রাণ,
গাহিব তোমার গান,
জপিব তোমার রূপ দিবস রজনী।
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জুড়াইতে চাই

(গান)

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে না ভোর
অধীর অধীর যেমত সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥

অমৃতলাল বসু

শনিবারের বারবালা

ঝিরা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, জল ফুরুলো কলে।
বাজিয়ে শাঁক, ডাকায় নাক, সাঁজের বাতি জ্বলে॥
বিএলে—বেলে পড়ছে ছেলে, মাষ্টার বসে ঢোলে।
বিছিয়ে পাটি, চায়ের বাটি, বউ-মা মুখে তোলে॥
শরীর কাঠি, গতর মাটি, বসেন নাকো ন'ড়ে।
কাটান বেলা, বেগার ঠেলা, পানের খিলি গ'ড়ে॥
ঘরের গিন্নি, মানেন সিন্নি, বৌয়ের বেটা হ'লে।
ফুলের কুঁড়ি, ননদ ছুঁড়ি, বিষের বিষে জ্বলে॥
কুরুশি বোনে, ভুড়ুক সেজে, কর্তা ফুড়ুক টানে।
আফিঙ্গ খেয়ে, চেঁচিয়ে চেয়ে, দেখেন আলো পানে॥

ময়লা বেশে, গয়লা এসে, কড়ায় মাপে দুগ্ধ।
পাড়ায় পুণে দেখায় গুণে', গেল মাসের সুদ॥
নকল দানা, গরম চানা, হাঁকছে মিহিসুরে।
সইস্ পইস্, চেঁচায় সইস্, বাতাস লাগে ঘুরে॥
সাজিয়ে ডালা, ফুলের মালা, বেচছে বসে মালী।
মেছোর মেয়ে, খদ্দের পেয়ে, দিচ্ছে দেদার গালি॥
ছ্যাকড়া গাড়ি, ডাক্‌ছে হাড়ী, বিবির বাড়ি যাবে।
পাতায় মোড়া, ফুলের তোড়া, টাট্‌কা তাড়ি খাবে॥
মাতুল শুঁড়ি, ফুলিয়ে ভুঁড়ি, ভরছে পিপে জলে।
মাপ্‌ছে দেশী, বেচবে বেশী, দোকান বন্ধ হ'লে॥
বিশেষ কাবু, আপিস্-বাবু, চলছে এঁকে বেঁকে।
ডোগ দে দাঁড়া, ট্রামের ভাড়া, মামার বাড়ি রেখে॥
বিজলি ছুঁড়ি, হয় না বুড়ি, টানছে দেখ গাড়ি।
জ্বালছে আলো, ঘোরায় ভালো, পাখা বাড়ি বাড়ি॥
কতক কুঠি, ছুটোয় ছুটি, কম কেরানী পথে।
কেউ বা হেঁটে, হাত দে পেটে, কেউ ভাড়াটে রথে॥
নাট্যশালায় আলো জ্বালায়, টিকিট ঘরে মেলা।
বাজবে ন'টা, লাগবে ঘটা, করবে শুরু খেলা॥
গর্ভ-বখাট, মূর্খ আকাট, ব্যাদ্‌ড়া ছেলেগুলো।
সয়না দেরি, বাগিয়ে টেরি, খুঁজ্‌ছে কোথা চুলো॥
মাড়োয়ারীরে, জড়োয়া হীরে, হাতে গলায় পরে।
ফেটিং চড়ে, ঘুরছে মোড়ে, চোখ যেতেছে ক্ষরে॥
মইনে ছুটে, গ্যাসের মুটে, চলছে আলো জ্বেলে।
দাঁড়িয়ে মোড়ে, জুঁয়ের গোড়ে হাঁকে মালীর ছেলে॥
মেঠাইওলা, ঘিয়ের খোলা, চাপিয়ে দেছে আঁচে।
ড্রেনের গন্ধ, নয়কো মন্দ, ঘৃত সিন্ধুর কাছে॥
দাঁড়ীর ফেরে, তিনপো সেরে, বেচবে লুচির পোয়া।
পাপ কাটাতে, তাই পাটাতে, দিচ্ছে ধুনোর ধোঁয়া॥
পাহারাওলা, লোকের চলা, ঠাউরে চোখে দেখে।
কার বগলে, কালো বোতলে, মাল চলেছে ঢেকে॥

এগিয়ে গিয়ে, ধমক দিয়ে, বলছে মাতোয়ালা।
চুকাও দাবি, নেই তো আবি, থানায় চলো শালা॥
এহে হে হে হ্যা, গ্যাল গ্যাল গ্যা, পড়্‌লো মাগী চাপা।
ট্রামের গাড়ি, মার্‌লে প্যাঁড়ি, বোগ্‌নো-ভাঙা লাফা॥
শনির সাঁজে, শহর মাঝে, বারবেলাটা ফলে।
কেউবা মরে, কাউকে ধরে, কারুর মজা চলে॥

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

দেখিতে এলেন

(গান)

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি,
দেখ আর না দেখ আমায়, দেখিব ও মুখখানি।
মনে করি আসিব না,
এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন সে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা,
তুলিব না কোন কথা,
সাধিব না, কাঁদিব না, রব অমনি।
যেথা আছ সেথাই থাক,
আর কাছে যাব নাক,
চোখের দেখা দেখব শুধু, দেখেই যাব এখনি॥

দেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রিয়তমার প্রতি

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,
আধ গ্যাস জল যেন নিদাঘের কালে !
চারি ধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !
কে যেন গো কানে কানে কহিছে সোহাগে—
"আন থালা ; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায় ?"
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে !
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে গুমরে,
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে !
ছাদে চল ; মুক্ত বায়ু ; অদূরে তটিনী ;
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী !

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী

আমি মোর কলঙ্কিনী, রূপ-ব্যবসায়ী
গৃহাশ্রমী ঋষি তুমি, ধর্ম-নিষ্ঠাবান।
আমি সমাজের গাত্রে ব্রণ বিস্ফোটক ;
সমাজের চারু কর্ণে বীরবৌলি তুমি !
সংসার-অরণ্যে তুমি বৃক্ষপতি শাল ;
দীনহীন বৃক্ষরুহা আমি পরগাছা !

সমাজের নিয়ন্ত্রিত মণ্ডল-মাঝারে
বিবর্তিত মনোহর চন্দ্র গ্রহ তুমি ;
কেন্দ্র ভ্রষ্ট, গতিহারা আমি ধূমকেতু !
আমি নটী ; ছন্দোবন্ধে বিনায়ে বিনায়ে,
কথার বাগুরা-জাল কৌতুকে বিস্তারি
ধরি পুরুষের চিত্ত ! তুমি ত সরল ?
নহে তব আঁকা বাঁকা সর্পের চরিত্র ?
কি স্পর্ধা ! গণিকা, আমি, মোর পাপীয়সী,
আমি কি না চাহি, এই পত্র পাঠাইয়া
করিবারে কলঙ্কিত সুহস্ত তোমার !
ধর্মের প্রভূত বলে তুমি বলীয়ান,
তোমার কিসের শঙ্কা ? সচঞ্চল মনে
পাঠ করি পত্রখানি, গঙ্গাজল দিয়া,
দেহের কলঙ্ক তব ফেলিও প্রক্ষালি।
সমাজ মুকুট তুমি, সমাজের নেতা,
সমাজের কিবা সাধ্য করিয়া ভ্রূকুটি,
চাহিয়া তোমার পানে, এ দেখায় আপন !
দুর্বল, রুধির হীন, ঘৃণার অঙ্গুলি !
বহু বহুকাল গত ; বৃথা কেন আর
রে চক্ষু, স্পন্দিত হোস্ ? আমিও ছিলাম
হিন্দু পরিবারভুক্ত কুলীন মহিলা।
নব-বলম্বিতা তরু-ব্রততীর মত,
উঠিতাম শিহরিয়া সমীর পরশে।
হইতাম সলজ্জিত কথায় কথায় !
এবে অন্তরাত্মা মোর বিবস্ত্র হয়েছে ;
দর্পণের পারাটুকু গিয়াছে ঘুচিয়া !
কুলীনের বধূ আমি ! বালিকা শৈশবে,
সেই কবে কোন্ কালে হয়েছে বিবাহ—
মনে নাই পতিমুখ ; বিংশতি বরষ
ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ; আমি পিত্রালয়ে

গণিতেছি দিন মাস, কত সংবৎসর ;
কোথায় ? কোথায় পতি, হায় রে কোথায় ?
শয্যা পাতি শুইতাম নিশীথে যখন—
বিপুল বিশ্বেতে আছে রূপরাশি যত,
বিপুল বিশ্বেতে আছে গুণরাশি যত,
সমগ্র দ্রব্যের এক সমষ্টি করিয়া
কত অনুরাগে আর কতই আহ্লাদে,
গড়িতাম কল্পনায় পতির মূরতি !
নহেন নিষ্ঠুর তিনি ; বিধি মোরে বাম।
অভাগীর পোড়া ভাগ্যে, অবস্থার দোষে,
করিতে পারেন তিনি আমার উদ্দেশ—
এইরূপে শান্তিহারা অবোধ-চিত্তেরে,
নিজেই দিতাম আমি প্রবোধ-সান্ত্বনা।
দেবালয়ে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার কাছে,
সষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, কত শতবার,
করপুটে সাশ্রুনেত্রে মাগিয়াছি বর—
'বারেক দেখাও, দেবি, নাথেরে আমার !'

একদিন সন্ধ্যাকালে, রথযাত্রা দেখি,
ফিরিয়াছি গৃহে ; হর্ষে শুনিলাম আমি—
দেবতা প্রসন্ন আজি দুঃখিনীর প্রতি !
শ্বশ্রূ-গৃহে পদার্পণ করেছেন আজি—
কুলীন জামাইবাবু ! নীরবে, লজ্জায়,
পশিলাম অন্তঃপুরে ; জননী আমার
মোর পানে বাষ্পাকুল-উৎফুল্ল-লোচনে
চাহিয়া, বসায়ে ধীরে আপনার কাছে,
বাঁধি বেণী, মাজি দেহ, দিলেন সাজায়ে।
রাত্রিকাল ; ক্রমে যবে হয়েছে নিশুতি,
অধৈর্য-আশঙ্কা-হর্ষে দুরু দুরু হিয়া,
পশিলাম ধীরে ধীরে শয়ন মন্দিরে !

আঁধার, আঁধার গৃহ! না জানি কি ভাবে,
দিয়াছিল! নাথ মোর প্রদীপ নিবায়ে।
আমি পালঙ্কের পাশে দাঁড়াইনু গিয়া
চরণ চলে না মোর প্রেমের আবেশে!
ভাবিলাম নাথ বুঝি, দুই ভুজ দিয়া,
গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়া আমায়,
লবেন পালঙ্কে তুলি! সর্বাঙ্গ-শরীর,
চরণ-নখর আর অলকের মাঝে,
হেমন্ত-লতিকা সম লাগিল কাঁপিতে।
আঁধারে পতির মুখ নারিনু দেখিতে—
শুনিলাম কথা তার, 'বড় প্রয়োজন
আছে মোর, এই দণ্ডে যাব ফিরে গৃহে,
অতএব বিধুমুখী, অনুগ্রহ করে
তোমার সুন্দর গাত্রে অলঙ্কারগুলি
আছে যাহা, দাও তাহা। ব্রাহ্মণের বরে,
আবার হইবে তব কত অলঙ্কার!'
আমি কহিলাম ধীরে, লাজ-ভগ্ন-স্বরে,
'হে নাথ, দাসীর প্রতি দয়া হল যদি,
আজিকার রাত্রি শুধু যাপিয়ে হেথায়,
সেবিবারে পাদপদ্ম দাও এ দাসীরে।
হইলে শর্বরী-শেষ, যথা ইচ্ছা তব
যাইও, লইও সঙ্গে, দিব খুলি আমি
অধীনের দেহে আছে যত অলঙ্কার—
কি আছে অদেয়? তুমি সর্বস্ব আমার!'
উত্তরিলা নাথ মোর, 'রঙ্গ রাখ্‌ তোর,'
সহসা সজোরে দুই কর বাড়াইয়া,
চাহিলা কাড়িয়া নিতে গাত্র অলঙ্কার—
এত বলি—মল, বালা, হার, চন্দ্রহার,
অনন্তসম, প্রজাপতি, সিঁথি ও চৌদানি,
যাহা ছিল, সব আমি একে একে খুলি,

দিলাম তাহার করে ; কপাট খুলিয়া,
কুলীন-বধূর স্বামী গেলেন চলিয়া।
আমি সে আঁধার গৃহে, ঘৃণায় ও রোষে
ভালের সিন্দুর-বিন্দু ফেলিনু মুছিয়া !
এই পতি ? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি ?
করিয়া প্রতিমা পূজা দিবস শর্বরী,
প্রাণের প্রতিষ্ঠা করি, উদ্বোধন কালে,
ডাকিলাম যেই আমি 'কোথা দেবি' বলি,
হায় কি দৈবের দোষে, কাঠামো হইতে,
নির্দয় রাক্ষস-মূর্তি হইল বাহির !
এই পতি ? হিন্দু গৃহে এরি নাম পতি ?
—ও নয় আমার স্বামী ; বালিকা-শৈশবে,
কবে কোন কালে মোর হয়েছে বিবাহ ;
মনে নাই পতি-মুখ ; আজি এ আঁধারে,
কত যুগ-যুগান্তরে, এল যদি পতি,
নারিনু পতির মুখ ক্ষণেক দেখিতে !
এই পতি ? হিন্দু গৃহে এই কি বিবাহ ?
দেবের শপথ করি পারি গো বলিতে—
অদ্যাপি কুমারী আমি ; বিবাহের রাত্রে,
করি নাই, করি নাই, মন্ত্র উচ্চারণ !
লোক মুখে শুনে থাকি, কৌতুক-উৎসব
হয়েছিল পিতৃগৃহে সে ঘোর রাত্রিতে !
নয়, নয়, নয় সেই বিবাহ-উৎসব ;
চির বৈধব্যের মন্ত্র, করেছিল পাঠ
হিন্দু-কুল-পুরোহিত, হোমাগ্নি জ্বালিয়া !
এই পতি ? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি ?

আমি চির সতী-লক্ষ্মী ! —লম্পট ব্রাহ্মণ
আজিকে চাহিয়াছিল, গাত্রে হাত দিয়া,
কাড়ি নিতে অলঙ্কার ; কই দিনু তারে ?

পর পুরুষের কর-কলঙ্ক-পরশ
করিবে আমারে পৃষ্ট ? ধৃষ্ট দুরাচার
করিবে কলঙ্ক দুই স্ববপু আমার ?
অমঙ্গল ! অমঙ্গল ! কার অমঙ্গল ?
ভালের সিন্দূর আমি ফেলেছি মুছিয়া ।
কার অমঙ্গল তাহে ? আপাদ মস্তক
হয়ে অলঙ্কার শূন্যা, নেত্র জলে ভাসি,
হইনু অবীরা আজি ! সে কি সুমঙ্গল ?
হে হিন্দু, এ ধরাপৃষ্ঠে সকলি তোমার
এক চক্ষু ; দয়া, ধর্ম, রীতি, ব্যবহার ।

পোহাইল কাল-রাত্রি ; মাতার সমীপে
গেলাম বিষণ্ণ চিত্তে ; শিরে কর হানি,
চির দুঃখী মা আমার লাগিলা কাঁদিতে ।

ক্রমে দিন, পক্ষ, মাস, দুটি বৎসর
হইল বিগত ; আমি ব্যস্ত গৃহ কাজে ।
ভুলিয়া গেলাম মোর হয়েছিল কভু
বিবাহ ; কাটিল কাল পরম-আহ্লাদে !
আশা নাই যার, তার কিসের বিষাদ ?
অকস্মাৎ হায় হায় নির্দয় শমন
হরি নিল একদিন জননীর প্রাণ !
একমাত্র যে বন্ধন ছিল এ সংসারে
অভাগীর, ছিন্ন তাহা হল এতদিনে !
হে জননী, এ জগতে ঘোর অভাগিনী—
কুলীনের ধর্মপত্নী ; একমাত্র বন্ধু—
হে জননি, তুমি তার বিশ্ব কারাগারে !
হে জননি, তুমি তার একমাত্র পতি !
মণিবন্ধে বাঁধা ছিল যে রক্ষা-কবচ,
গেল খসি, এল ভবে ভয় ও বিষাদ !

উদঘাট হয়েছে দ্বার; আইস তোমরা—
অবাধে দৌরাত্ম্য কর মনের আহ্লাদে।

সংসার অরণ্য হ'ল; জনক আমার
দার পরিগ্রহ করি, আনিলেন গৃহে
দুঃখী দুহিতার লাগি নবীনা জননী!
সাঁজের প্রদীপ জ্বালি, আমিও আবার
করিতে লাগিনু ঘর, বিমাতার সাথে!
তুমি কে? আঁধার চিত্তে মশাল জ্বালিয়ে,
কে তুমি খেদায়ে দিলে আঁধার দৈত্যেরে?
তুমি কে? অমৃত ঢালি শেফালির মূলে,
কে তুমি জাগায়ে দিলে নিদ্রিত সৌরভে?
তুমি কে? ডুবিয়াছিনু তরঙ্গ গহ্বরে,
টানিয়া আনিলে তুলি তরঙ্গিনী-কূলে!
মাতুল-শ্যালক-পুত্র সম্পর্কে আমার
তুমি; কিন্তু যেই দণ্ডে হেরিনু তোমারে—
জ্ঞান হ'ল, তুমি মোর পরম আত্মীয়!
জ্ঞান হল, তুমি মোর চির-পরিচিত!
সেইদিন হায়, সেই প্রথম দিবসে,
হেরি তব দেবতুল্য মোহন আকৃতি,
করুণার রঙ্গভূমি, আকর্ণবিস্তৃত
যুগ্ম নেত্র, যুগ্ম সুভ্রূ, কুঞ্চিত চিকুর,
সঞ্চারিল নব-প্রাণ বিশুষ্ক জীবনে!
ধূলিতলে নিপতিত মৃত কল্প আশা,
গাত্র ঝাড়ি, দাঁড়াইয়া লাগিল হাসিতে!
বিতৃষ্ণা বিমাতা প্রতি, জনকের প্রতি
ঘৃণা, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল ত্রাসে!
অনুরাগ, ভালবাসা জন্মিল আবার
অন্তরে, সমুদায় নরনারী-পরে!
গৃহের জানালাগুলি, প্রাঙ্গণ ও ছাদ

সহসা আমার নেত্রে বিস্তৃত আকৃতি
ধরিল, যেন রে কোন মন্ত্রের প্রভাবে!
যেন কোন বিশ্বকর্মা করিল প্রসার
গবাক্ষে; গড়িল মরি চক্ষুর নিমেষে,
অপরূপ সিংহ-দ্বার হৃদয়-তোরণে!
বুঝিলাম এই প্রেম! এরি নাম প্রেম!
মৃত সঞ্জীবন-মন্ত্র এরি নাম প্রেম!
এই প্রেম প্রাণময় উষার তুষার!
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
অলক্ষিত ধীর-মন্দ সমীর-হিল্লোলে!
এই প্রেম বসন্তের কুসুম সম্ভার
এই প্রেম দীপ্ত বহ্নি নিদারুণ শীতে!
এই প্রেম শরতের দিগন্ত-ব্যাপিনী
বসুধার মর্মস্পর্শী, আকুল চন্দ্রিকা!
আজি গো, আজি গো হল শুভ দরশন
হ্যাঁগো আজি—আজি মোর দ্বাবিংশ বয়সে,
হল শুভ পরিণয় তোমার সহিত!
তুমিই আমার স্বামী; আমি গো তোমার
ধর্মপত্নী; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে!
সুন্দর সুড়ঙ্গ রচি, হে সুন্দর বর,
এলে যদি অধিনীর হৃদয় মহলে,
এস এস বস মম প্রাণ-সিংহাসনে!
তুমিই আমার স্বামী, আমি গো তোমার
ধর্মপত্নী; অন্যস্বামী নাহি এ জগতে।
রোষ-কষায়িত-নেত্রে, কটমট করি,
রে হিন্দু সমাজ, তুই আমার দিকেতে
সমনে তাকাস কেন? আমি কি কুলটা?
হিন্দু কুল-লক্ষ্মী যারা, শুদ্ধ অন্তঃপুরে,
একদিন তরে যারা পতির বিচ্ছেদ
নাহি জানে, থাকে বদ্ধ সংসার-পিঞ্জরে,

দুই চারি পুত্র কন্যা পতির ঔরসে
প্রসবিয়া, যাহাদের সতীত্বের ভান,
তারা সবে সতী-লক্ষ্মী ! আমি কিন্তু, আমি,
আশৈশব তিল তিল পুড়ি তুষানলে,
এক হাতে স্বাদু-ফল অন্ন ও ব্যঞ্জন,
অন্য করে স্বর্ণ-পাত্রে জাহ্নবীর বারি ;
তবু হায় দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালীর মত,
নিয়ত শুখায় তালু দারুণ তৃষায়,
নিয়ত ক্ষুধায় হায় জীর্ণ হয় ছাতি !
আমি হায় বিনা কোন অনুযোগ-বাণী,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আছি, সহাস্য বদনে,
হস্তে ফল,—উপবাসী লক্ষ্মণের মত,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আমি, এই পিতৃগৃহে,
প্রায় উপবেশ ব্রতে আমি মহাব্রতী,
আমি নহি জিতেন্দ্রিয় ? আমি শুধু হায়
পুণ্য-বিঘ্ন, উলঙ্গিনী, কুলঘ্ন, কুলটা !
তোর এই রামরাজ্য, রে হিন্দু সমাজ,
হয়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডে সীতার পরীক্ষা।
সে কি তোর নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতি ?
সে নয় কি শৌনিকের শোণিত-পিপাসা ?
আমি আজি বরমাল্য, ধর্মে সাক্ষ্য করি,
উপযুক্ত পাত্র-গলে দিলাম পরায়ে
আমার হইল নাম দুষ্টা ব্যভিচারিণী !

অবস্তু অলীক আর প্রপঞ্চের মাঝে,
একমাত্র সত্য যাহা আছে ভূমণ্ডলে,
ঘুচাইয়া দেয় যাহা আত্মপর ভেদ,
স্বার্থের অনর্থ ঘটে পরশিলে যারে,
হৃদয়ের শুষ্ককুঞ্জ যাহার আগমে—
ভরে যায় ফল ফুল পল্লব শ্যামলে,

দেবের প্রসাদ যেই অপার্থিব নিধি,
বিশ্বের পরশমণি হায় যেই প্রেম,
হায় ! হায় ! মর্ম কথা কহিব কাহারে ?
তারি নাম অঘ, পাপ, পাতক, কলুষ,
প্রজ্ঞাময় সংসারের শব্দ অভিধানে !

দেবেন্দ্রনাথ সেন

ডাকাত

অথবা The Last of the Dacoits*

মহা আস্ফালন করি, গৃহে যবে আইল ডাকাত,
কপাট খুলিয়া দিনু,—দিনু তারে ধনরত্নরাশি
যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি হাসি, আসি অকস্মাৎ
বুকে উঠি, দুটি বাহু প্রসারিয়া —গলে দিল ফাঁসি !
তার কাছে ত্রস্ত হয় পরিজন, যত দাস দাসী !
বর্গি যেন দেশে এল ! "দস্যুরাজ" শিবাজী সাক্ষাৎ।
ওরে দস্যু ! আর কেন ? ক্ষমা কর, যোড় করি হাত ;
হৃদয়-ভাণ্ডার খালি। সব তুমি লুটিয়াছ আসি !
ওরে শিশু ! নাহি তোর ঢাল, খাঁড়া, শাণিত কৃপাণ ;
কিন্তু তোর দন্তহীন দু-অধরে ওই চারু হাসি,
কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালবাসা-স্নেহরত্নরাশি !
তোর হাতে কি দুর্দশা ! আমি এবে ভিখারী সমান !
কেবা শোনে কার কথা ? দস্যু মোর কেশরাশি ধরি ;
হাসিতেছে খল্ খল্—চারিধারে মুক্ত পড়ে ঝরি !

* আমরা একটি দুরন্ত দামাল শিশুকে আদর করিয়া এই আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

স্বর্ণকুমারী দেবী

গিয়াছে তৃষ্ণা

তোরা কাঁদিস সখি নয়ন জলে ;
আমি কাঁদি মোর আঁখি লোর
বহে না বলে।
তোরা কাঁদিস সখি মিলন চাহি ;
আমি কাঁদি হায় ! তোদের প্রায়
বিরহ নাহি।
তোরা কাঁদিস ধরি বিরহ বুকে ;
আমার সাধ নাই, কাঁদি তাই
গভীর দুখে।
তোরা কাঁদিস নাহি ভুলিয়া প্রেমে ;
আবেগে বহে চির প্রেম নীর
নাহিক থেমে।
আমি কাঁদি কেন ? নাহি হেন
ভাল সে বাসা ;
আমার গেছে প্রীতি, গেছে স্মৃতি,
গিয়াছে তৃষা !

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

চোর

কোথা হতে এলি তুই ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্বস্ব লইলি তুই যাহা কিছু ছিল মোর !
কোলের উপরে বসে'
হৃদয় লইলি চুষে'—

বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোর ;
কোথা হতে এলি ছুঁদে রে ক্ষুদে সিঁধেল চোর।

কিছু থুতে সাধ নাই
সকলি তুহার চাই,
মুখের তাম্বুলটুকু,
সিঁথির সিন্দুরটুকু,
গলার হাঁস্থলি হার—বাহুর কনক ডোর ;
চাই আকাশের চাঁদ কপালে টিপ তোর।
হায়রে সিঁধেল চোর
আরো নিতে বাকি তোর !
নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
তৃষ্ণার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ সুধা।
নিলি যৌবনের চারু
কান্তি মনোহর ;
মরমে কাটিয়া সিঁধ
নিলি সর্বস্তর।
কোথা হতে এলি তুই ওর ক্ষুদে তস্কর।

নেই ভয়, নেই শ্রান্তি,
অম্লান কুসুম কান্তি,
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর।
বঙ্কিম অধরপুটে
দুধে দাঁত দুটি ফুটে ;
পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর !
ভূত ভবিষ্যৎ নিলি,
নিলি বর্তমান,
হরিলি সমগ্র ধরা
জগতের প্রাণ ;
আপনা হারায়ে শেষে হলি ভেবে ভোর,
কোথা হতে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর।

এই কান্না এই হাসি
রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
সর্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে ছুঁদে চোর।

প্রসন্নময়ী দেবী

সেই চন্দ্রালোক

সেই চন্দ্রালোকে, সেই নিশীথ সময়
সেই নীলাম্বর জল,
সেই নিশীথিনী কোলে,
বসিয়া একদা, সুখে অচল হৃদয়।

চন্দ্রকর বিভাসিত প্রাসাদ শিখর
প্রফুল্ল কুসুম বন,
চারিধার সুশোভন
তরু-কোলে মনোহর লতিকা সুন্দর।

শীতল মলয় বায় পুলকে মাতিয়া
সে সুখ সঙ্গীতে যেন—
সুখে করি বরিষণ,
গিয়াছিল ফুলদল চুম্বিয়া চুম্বিয়া।

যেই দিকে নেত্র আমি করিনু প্রসার
জীবন্ত সৌন্দর্যরাশি
তরল মধুর হাসি,
উছলিত চন্দ্রকরে অনন্ত সংসার।

তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতি হৃদয়ে আমার—
প্রবেশিল অন্ধকারে—
হৃদয়ের স্তরে স্তরে—
দেখিনু একই চন্দ্র-শোভার আধার।

উপর গগনে পুনঃ তুলিয়া নয়ন—
দেখিলাম প্রীতি ভরে
পূর্ণিমার সুধাকরে
যে শোভায় বিমোহিত জগত-ভবন।

জীবন শশাঙ্ক সনে মোহিত অন্তরে
সেই শশী তুলনিয়া
চন্দ্র মম নিরখিয়া
দেখিনু তুলনা নাই ত্রিলোক ভিতরে।

অনন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ চন্দ্রমা আমার
স্নিগ্ধ জ্যোতি বিভাষিত
নিত্য নিত্য আলোকিত,
সিত-কৃষ্ণ-পক্ষ কভু নাহিক তাহার।

আকাশের চন্দ্র আর হৃদয় চন্দ্রমা,
একসনে শতবার
সুখে ভুলিয়া সংসার
নিরখি বুঝিনু কার কতই গরিমা।

নীলিমার শশধর পরের কিরণে
সাজিয়া, সুদূর হতে
দেয় কর অবনীতে,
গৌরবের কিছু নাই আপন জীবনে।

আমার জীবন শশী নিজের বিভায়
নিরন্তর সমুদিত,
প্রীতিকর বিমণ্ডিত,
দিবা নিশি মুগ্ধকর অতুল শোভায়।

সেই নিশীথিনী, সেই পূর্ণ শশধর
সেই মুগ্ধময়ী ধরা
বিমল সৌন্দর্য ভরা,
সেই স্মৃতি বিজড়িত আজি এ অন্তর।

সেই চন্দ্রালোকে বসি, সুখের স্বপন
দেখিতে ছিলাম যবে,
মধুর সঙ্গীত রবে,
চমকি চাহিনু, গীত মোহিল জীবন।

সুদূর স্বপন সম, সে গীত শ্রবণে
জাগিল মানস মম,
নিরাশায় আশা সম,
একটি বিগত স্মৃতি ভাসিল পরাণে।

বহুদিন একদিন প্রবাসে যখন
অশ্রুজলে ভাসি ভাসি
জীবনের দিবা নিশি
যাইত বহিয়া দুঃখে বিষাদিত মন।

ছিল না বান্ধব কেহ, একাকী বিজনে
আপন যাতনা কত
সহিতাম অবিরত,
পুড়িত জীবন মম, দুঃখের দহনে।

সে দুঃখ তিমির মাঝে চপলার প্রায়,
একটি সুখের গীত
প্রবেশি আমার চিত
করেছিল আলোকিত শান্তির প্রভায়।

সেইদিন সে সঙ্গীত করিয়া শ্রবণ
জুড়াল ব্যথিত প্রাণ,
হৃদয়ে লইয়া গান
দেখিলাম শতবার সুখের স্বপন।

আর একদিন বসি সেই চন্দ্রালোকে,
শুনি সেই গীতধ্বনি
সেই চারু নিশীথিনী—
হেরিয়া হাসিয়া ছিনু প্রাণের পুলকে।

সেই নৈশ নীলাম্বর কম্পিত করিয়া—
উন্মত্ত বিদ্যুৎ প্রায়,
ছুটিল সঙ্গীত তায়,
থাকিলাম শূন্য প্রাণে সকল ভুলিয়া।

সে সঙ্গীতে সেই দিন ভাবিনু আবার—
"কেন রে জীবন মম
তরল সঙ্গীত সম
হইল না সুখময়", অনন্ত অপার।

আজি এই চন্দ্রালোকে নীরবে বসিয়া
বিগত শতেক কথা—
দিতেছে হৃদয়ে ব্যথা,
বহিতেছে অশ্রুনীর কপোল ভিজিয়া।

সেই চন্দ্রালোক, আর সেই শশধর,
তেমন সুন্দর আর—
দেখিব না এ সংসার
শুনিব না সে সঙ্গীত, ভাসায়ে অন্তর।

আজি এই চন্দ্র কেন মলিন এমন ?
নাহি সেই হাস্যরাশি,
তেমন সুন্দর শশী
দেখিব না এ জনমে ভরিয়া নয়ান।

আর শুনিব না গীত তেমন মধুর,
সে সঙ্গীত পারাবারে
ভাসিব না আর ফিরে,
দেখিব না পুনঃ ধরা সেরূপ সুন্দর।

সেই চন্দ্রালোক, সেই সঙ্গীত লহরী
চিরদিন হৃদে লয়ে
থাকিব মোহিত হয়ে,
বাজিবে শ্রবণে তাহা দিবস শর্বরী।

সুখে দুঃখে চিরদিন ভাবিব নিয়ত,
"হায়রে জীবন মম
কেন রে সঙ্গীত সম
হইল না সুখময়," করিয়া মোহিত।

আজি সেই চন্দ্রালোক করিয়া স্মরণ
শূন্য নেত্রে কতবার
হেরিলাম চারিধার
বুঝিলাম তমময় হৃদয় গগন।

কামিনী রায়

যৌবন তপস্যা

প্রভাত অধরে হাসি, সন্ধ্যার মলিন মুখ,
উদ্যম ফুরায়ে যায়, ভাঙ্গে আশা, ঘুচে সুখ ;
চারিদিক চেয়ে তাই, পরাণে লেগেছে ত্রাস,
কেমনে কাটাব আমি কালের করাল গ্রাস,
কোথা আমি লুকাব আমায় ?

দীন হীন, এ জগতে হারাবার কিছু নাই,
তবু, কাল হে ভীষণ, এক বড় ভয় পাই,
এক যাহা আছে মোর অতি যতনের ধন,
জীবনের সারভাগ, কাল, আমার যৌবন
কভু-কভু নাহি যেন যায়।

সরল এ দেহযষ্টি সবলে আঘাতি যাও,
উজ্জ্বল লোচনোপরি কুজ্ঝটি বাঁধিয়ে দাও,
শুভ্র হোক্ কেশরাজি—এ সকলে নাহি ডরি ;
বাহিরের যত চাও একে একে লহ হরি,
অন্তঃপুরে ক'রনা গমন।

আত্মার নিবাসে আছে পরশ মানিক তার,
তাহারে হারালে হবে এ জগৎ অন্ধকার ;
শারদ কৌমুদীভার, বসন্তের ফুলরাশি,
কবিতা, সঙ্গীত, আর প্রণয়ের অশ্রু হাসি,
আছে যবে আছয়ে যৌবন।

জীবনের অবসান হোক যেই দিন হয়,
যাবৎ জীবন আছে যৌবন যেন গো রয়,
নহিলে, যৌবন যাবে, জীবন পশ্চাতে রবে,
বল দেখি, বল দেখি, সে মোর কেমন হবে ?
রহিবে না আশা অভিলাষ—

সে কেমন হবে—আমি অবহেলি বর্ত্তমান,
স্বপন সমান এক অতীত করিব ধ্যান,
অন্ধ চক্ষু তপ্তধারা বরষিবে অনুদিন,
সম্মুখ-আলোক রাজ্য হেরিবে না দৃষ্টিহীন ?
এমন ঘটিছে তারি পাশ,
তাই প্রাণে বাড়িছে তরাস।

আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর
কালে না করিবে জয় জীবন বসন্ত মোর ;
জীবনের অবসান হোক্ যেই দিন হবে,
যাবৎ জীবন মম তাবৎ যৌবন রবে,
এই আমি করিয়াছি পণ।

এ দেহ, ভঙ্গুর দেহ, বেঁকে যাক, ভেঙ্গে যাক্,
সবল এ হস্তপদে বল থাক্—না-ই থাক্,
খাটিতে না পারি যদি, দশের জীবনে জীয়া,
অপরের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ মিশাইয়া,
প্রেমব্রত করিব পালন।

তরুণ হৃদয়গুলি নিকটে আসিবে যবে,
আমারে বয়স্য ভাবি আশার স্বপন কবে ;
নির্বাণ প্রদীপ যার—কেহ যদি থাকে হেন—
বিধাতার আশীর্বাদে হেথা আলো পায় যেন,
হস্ত পায় ধরিয়া দাঁড়াতে।

তারপর, যেই দিন আয়ু হবে অবসান,
না হইতে শেষ এই এপারে আরব্ধ গান,
জীবন যৌবন দোঁহে বৈতরণী হবে পার,
উজ্জ্বল হইবে তদা পশ্চাতের অন্ধকার,
শরতের চাঁদনীর রাতে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

কত স্বপ্ন দেখি

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, তোমায় আমায়,
মুখোমুখি বসে যেন, বিবাহ সভায়।
আঁখি দুটি লাজে ভরা, মুখখানি নত,
হাতেতে রাখিতে হাত, বোঝাযুঝি কত!

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, তোমায় আমায়
পাশাপাশি শুয়ে যেন, বাসর-শয্যায়!
কহিতে কহাতে কথা, ফিরিতে, ফিরাতে,
কত সুখ দুখ ভয়ে জড়সড রাতে!

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, বাধা নাহি পেয়ে,
কোলে নব শিশু পানে, আছে যেন চেয়ে!
ছলছল আঁখি দুটি, মুছাইতে গিয়ে
নিজ চোখে হাত দেই, প্রভাতে জাগিয়ে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

আদর

(প্রতি শ্লোকের শেষাংশ ছড্ হইতে গৃহীত)

বড় দুষ্ট, না—না, যাদু, অতি শিষ্ট তুমি।
আর ফুলায়ো না ঠোঁট, এই মুখ চুমি।
তোমারে বকিতে পারে হেন সাধ্য কার—
সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট আমার!
ছাড়্,—ছাড়্, লক্ষ্মীছাড়া, গোঁফগুলো গেল,
এই লও রাঙ্গা লাঠি, বসে বসে খেল।

খেল, ভদ্র দিগম্বর, লইয়া খেলনা,
করিব তোমার নামে কবিতা রচনা।
তুমি নয়নের মণি, বিশ্ব চরাচর
তোমার নয়ন পাতে কি শুভ সুন্দর !
আলোকে পুলকে ধরা উঠিছে রাঙ্গিয়া—
ওই যা ! বেহালাখানা ফেলিল ভাঙ্গিয়া !

অমরীর কর-চ্যুত তুমি ফুল-ইষু,
নিষ্কলঙ্ক শাপ-ভ্রষ্ট ক্ষুদ্র দেব শিশু।
কত পুণ্যে পাইয়াছি তোরে প্রাণাধিক !
রোদনে মুকুতা ঝরে, হাসিতে মানিক।
স্বর্গ-মর্ত্য ভুলে থাকি তোরে কোলে নিলে—
দেখ-দেখ, সিকি দুটো ফেলে বুঝি গিলে' !

তুমি বসন্তের ফুল, বসন্তের পিক,
তোমার সুবাসে গানে মুগ্ধ দশ দিক্ !
তুমি দেবতার শ্বাস—মলয় নির্মল ;
তুমি শরতের জ্যোৎস্না—অমরী-অঞ্চল।
ছাড়্-ছাড়্, হুকা ছাড়্, কি বিষম টান—
এই বার লঙ্কাকাণ্ড করে হনুমান !

তুমি অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা,
চপল জীবনে তুমি অচল পিপাসা !
দম্পতীর নিত্য-নব প্রেম অনুরাগ
তোমার সলিল স্পর্শে সতত সজাগ।
ধর-ধর, হতভাগা কিছু নাহি বুঝে,
সিঁড়ি হ'তে পড়ে বুঝি ঘাড়-মুখ গুঁজে'।

দেহ পারিজাতে গড়া, চক্ষে ধ্রুব তারা,
চরণে ললিত গতি—মন্দাকিনী ধারা।

মুখে পূর্ণিমার শশী—কলঙ্ক-বিহীন ;
অধরে অরুণ-হাসি, ভাষে বাজে বীণ।
পরশে সোহাগ রাগে রোমাঞ্চ শরীরে—
কি জ্বালা! চাদরখানা দাঁতে করে' ছিঁড়ে!

তোমারে ধরিতে কোলে, করিতে চুম্বন,
বাহু বাড়াইয়া আছে দিগঙ্গনাগণ!
অস্ত যায় রক্ত রবি—তবু চায় ফিরে ;
খেলিতে তোমার কম-কমল-শরীরে।
কত গন্ধ, কত গান দেয় বায়ু আনি'—
কুকুরের কান ধরে একি টানাটানি!

ধরণীর সর্ব শোভা করি আহরণ,
গড়েছে প্রকৃতি তব অপূর্ব গঠন!
এ কুসুমে সুধা দিতে বিধি দয়াময়
নিঙ্গারিয়া দিয়াছেন স্বর্গ সমুদয়!
থাকিলে সহস্র প্রাণ দিতাম হেলায়—
ধর-ধর, ঝাঁকিতেছে ভাঙ্গা জানালায়!

আশীর্বাদ করি, বৎস, যেন চিরদিন
এমনি সবল থাক, এমনি নবীন!
বিধাতার আশীর্বাদ, পিতৃবাহু সম,
চিরদিন আগুলিয়া রাখে, প্রিয়তম!
পাপ-তাপ দূর করি চির-পুণ্য-আলো—
আমি বলি হাত দুটো বেঁধে রাখা ভালো।

ধনে হও যক্ষরাজ, দাতাকর্ণ দানে,
বলে হও ভীমার্জুন, বেদব্যাস জ্ঞানে ;
স্বদেশ-সহায় হও, হও পুণ্য শ্লোক,
ধরণী তোমার নামে চির-ধন্য হোক্!
ওগো, খাতাখানা গেছে, কালি দেছে ফেলে',
লিখিতে পারি না, তুমি নিয়ে নাহি গেলে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

সে কি তুমি

১

আগেকার কথা নারি আছে কি স্মরণ ?
"কতজনে করিয়াছে কত আলাপন !
কত শোকে দুখে হর্ষে, দিন দণ্ড মান বর্ষে,
কার কি কথায় গেছে এ দীর্ঘ জীবন,
রাখিনি তাহার খোঁজ, লিখে লিখে রোজ রোজ
সে 'রোজ নামচা' দিয়ে কোন্ প্রয়োজন ?
সে নহে পুরাণ বেদ, অলঙ্কার পরিচ্ছেদ,
নহে কাব্য ইতিহাস নহে সে দর্শন,
নহে সে বেদান্ত তন্ত্র, কিংবা নহে ইষ্ট মন্ত্র,
গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা নহে নিত্য অধ্যয়ন।
আমি নহি ফনোগ্রাফ, রাখিনা কথার ছাপ,
যথেচ্ছা টিপিলে কল হবে উচ্চারণ !
কত জনে করিয়াছে কত আলাপন !"

২

মনে আছে ও রমণি সেই আমতল ?
"কত গাছ সারি সারি, বেড়িয়া রয়েছে বাড়ি,
একটি দুইটি সে কি চিহ্নিত সকল ?
সে নহে টিকেটমারা, নহে নার্সারির চারা,
সে নহে ফজলী লেংরা—পেটুক-বিহ্বল !
তুমি কি কুড়ায়ে আটি, কখনো খেয়েছ চাটি
মনে কি পড়িয়া আজ জিবে আসে জল ?
কত গাছ পথ পাশে, কত লোক যায় আসে,
ছায়ায় জিরায় তার পথিক সকল,
কত বাল-বৃদ্ধ-যুবা, কত বা পশ্চিমা পুবা,
কত বা বিদেশী দেশী করে চলাচল !

আমি ত সতত আঁখি, সেখানে না পেতে রাখি,
আমার নয়ন নহে ছায়া ধরা কল।
নহে চিত্রকর কবি, আঁকি না লিখি না ছবি,
কার ঠোঁটে হাসি, কার চখে অশ্রুজল!
কেবা চেয়ে পিছে পিছে, নিঃশ্বাস ফেলিয়া গিছে,
দেখিনি তা বায়ুযানে তপ্ত কি শীতল!
কার কি যত্নের ধন, কোন রত্ন আভরণ,
কোথায় হারায়ে গেছে খুলিয়া অঞ্চল,
আমি ত কুড়াতে তাই, কোন দিন নাহি যাই,
সে ত খোঁজে পথে পথে ভিখারীর দান।"

৩

মনে আছে সেই দিন সায়াহ্ন সময়?
"রাত গেলে দিন আসে, প্রতিদিন ঊষা হাসে,
কোন্ দিন বেলা শেষে সন্ধ্যা নাহি হয়?
কবে বা ডাকে না পাখি, তরুর শাখায় থাকি,
সুশীতল সমীরণ কবে নাহি রয়?
কবে বা ফোটে না ফুল, নাহি ফোটে অলিকুল,
গুঞ্জরিয়া মঞ্জরীর কানে কথা কয়?
সে দিনের শশীতারা, গেয়েছিল পাখি যারা,
স্বর্গের সকলি তারা সমীর মলয়?
তবে কোন প্রয়োজনে, এ সব রাখিব মনে,
কে করে এমন কাজে বৃথা আয়ু ক্ষয়?
সে দিন কি বুরযুদ্ধ, ইংরেজেরা অবরুদ্ধ,
অবাক পৃথিবী শুদ্ধ কি হয় কি হয়!
ইস্কুলের ছেলে পিলে, তারিখ তারাই গিলে,
রাজাদের রাজ্য লাভ জয় পরাজয়!
কিম্বা আফিসের বাবু, সারাদিন খেটে কাবু,
তারাও স্মরণে রাখে ছুটি সমুদয়,

কিম্বা গ্রাম্য চৌকিদার, জন্ম মৃত্যু কবে কার,
থানায় খবর দিতে তারা লিখে লয় !
করি না কেরাণীগিরি, নাহি করি চৌকিদারী
পড়ি না বেথুনে, নাহি পরীক্ষার ভয়,
বল না কি হেতু তবে, স্মরণে রাখিতে হবে,
এমন গরজ মোর কিছুই ত নয় !"

৪

মনে আছে সেই বিলে—বেলা অবসান,
কত দাঁড়ী কত মাঝি গেয়ে গেছে গান,
কেহ বা বা বাদাম তুলি, তরণী গিয়েছে খুলি,
নঙ্গর করিয়ে তার ঘাটে রেখে প্রাণ !
জলজ কুসুম যত, তা দেখে হেসেছে কত,
শরমে তোলেনি মাথা শ্যাম ঝরা ধান !
কত যে কালেম কোড়া, হাঁস পিপী যোড়া যোড়া,
নাচিয়াছে গাইয়াছে পুলক পরাণ,
প্রকৃতির খুকি খোকা, কত যে পতঙ্গ পোকা,
খেলিয়াছে শ্যাম ঘাসে নাহি পরিমাণ ;
বেয়ে গেছে কত নাও গেয়ে গেছে গান !
সে শ্যাম সজল মাঠে, কত নারী কত ঘাটে,
রাখিয়া গিয়াছে জলে আঁখি আর কান,
সেখানে তরঙ্গগুলি, নাচিয়াছে বাহু তুলি,
বিদেশী মাঝির যেন উদাসী পরাণ !
গণে' সে জলের ঢেউ, মনে নাকি রাখে কেউ,
কে দেখেছে কবে গেছে নাও কয়খান,
কিবা এনেছিল ভরি, কি গেল বেপার করি,
কে খুঁজে দেখেছে তার হাসি অশ্রু মান,
সে আঁখির বেচাকেনা লাভ লোকসান ?"

৫

সত্যই পাষাণি তোর নাহি কি স্মরণ ?
আজিও সে আম্রতলে, কোকিলের কলকলে,
তোর হলাহল কণ্ঠ হয় উচ্চারণ !
সে অধর সোমযাগে, যে আহুতি দিলি আগে,
মুকুলে সে মধুগন্ধে উড়ে অলিগণ।
আজিও সে শ্যাম বিলে, সে স্বচ্ছ লহরী নীলে,
ক্ষুব্ধ সে নিতম্বে নাচে লুব্ধ আলিঙ্গন ?
আজিও তেমনি নেয়ে, যায় সে তরণী বেয়ে,
পাল ছিঁড়ে হাল ফিরে, রোধে পদ্মবন !
"সে কি তুমি ? সে কি তুমি ? না আরেকজন ?"

গোবিন্দচন্দ্র দাস

সামান্য নারী

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ।
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাথা অভিমান।
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান।
যা গেছে সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্যস্থান ?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ !

প্রিয়নাথ সেন

বিষাদিনী

সেই সন্ধ্যা আসিয়াছে
সেই তারা ফুটিয়াছে
বহে সেই উদাস পবন ;
সেই শ্রান্ত স্রোতস্বিনী
চাপিয়া কণ্ঠের ধ্বনি
কাশবনে লীন-বিচেতন ।
চৌদিকে ধূসর বন
শুষ্ক শিরোরুহ সম
তার মাঝে গিয়াছে চিরিয়া,
যেন বিধবার সিঁথি
সবল সংকীর্ণ বীথি
কোন দিক না ঘুরি ফিরিয়া ।
অদূরে পথের আগে
ধূর্জটি ত্রিশূল জাগে
নাতি উচ্চ শিরে দেউলের ;
তুঙ্গ শুভ্র সৌধ ভালে
সন্ধ্যা তারা আলো ঢালে
স্মৃতি সম পূর্ব জনমের !
দিবা নিশি সন্ধিক্ষণে
সন্ধ্যার কোমল প্রাণে
প্রাণ যবে স্বপন-অধীন,
আকাশে নক্ষত্র সম
স্মৃতি ফুটে এক ক্রম
দৃশ্য ছাড়ি অদৃশ্যে বিলীন ।
মনে আসে যাহা নাই
আঁখি পরে দেখি তাই
সন্ধ্যার ছায়াতে ছায়া মিশি ;

পূরবীর সুরে প্রাণ
গায় হারানোর গান
　　ছায়াময় আলো দিশি দিশি।
অমূর্ত স্বপনপুর,
দুবতায় করি দূর,
　　হঠাৎ সমুখে খুলি দ্বার—
নীরব সঙ্গীতে ভরা
গোধূলি মাথায় ভরা
　　আমন্ত্রণ করে বার বার।
মুক্ত নভ সৌধ 'পরে
সন্ধ্যার আরতি ঘরে
　　মূর্তিমতী পূজার হৃদয়,
বিষাদিনী এক প্রাণে
মুখ তুলি নভ পানে
　　কার ধ্যানে চিত্ত তব লয় ?
আঁখি তারা তারা 'পরে
কপোলেতে অশ্রু ঝরে
　　কি বিষাদ প্রাণে জাগি' রহে,
দৈব হতে কি বারতা
আশায় কি নিষ্ফলতা
　　হৃত স্বর্গস্মৃতি মর্ম দহে ?
তন্দ্রাহীন শান্তিহীন,
অন্তরেতে চিরলীন,
　　দেখেছ কি অশ্রুভরা জ্ঞানে—
জীবন অতলে, হায়—
জীবনেরই ছায়া প্রায়
　　কি অভাব সদা ব্যথা হানে ?
সৌন্দর্য প্রেমের ধ্যানে
প্রাণ নাহি তৃপ্তি জানে
　　নয়ন "না তিরপিত ভেল";

নীরন্ধ্র মিলন মাঝে
অনন্ত বিরহ বাজে
এই এল—এই চলে গেল।
পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে
বুকে তুলি যেই জনে
পরিপূর্ণ তারে কই পাই ;
পলাতক ফুলবাস
ইন্দ্রধনু ক্ষণে নাশ,
সেই চলে যায় যারে চাই।
জীবন যে দুঃখে ভরা
তাহা তব হৃদে ধরা
প্রচ্ছন্ন বাড়ব মর্ম্মমাঝে,
ফুল মৃদু পর দুখে
লৌহ-কষ্ট নিতে বুকে
সাক্ষাৎ দেবতা হৃদে রাজে।
আমি বিষাদিনী, তুমি
করুণার পূত ভূমি,
তীর্থে-যাই-যাই তব স্থানে ;
বুকেতে রাখিয়া বুক
মুখ পানে তুলিয়া মুখ
দেখি কত ব্যথা তব প্রাণে।

দীনেশচরণ বসু

উদ্বোধন

আয়, স্মৃতি, আয়, তোর সঙ্গে আজি
গাইলো পুরাণ গান ;
তোর ভগ্ন বীণে ভগ্ন স্বর বাঁধি
ধরিলো পুরাণ তান ।
কাননে কাননে, শ্মশানে শ্মশানে
স্মৃতিলো, ভ্রমিবি কত !
সুদূর সে আশা যে আশায় তুই
হইলি উতলা এত !
আয়, স্মৃতি, আয়, তোর সঙ্গে আজি
গাইলো ভারত গান ।
শুনেছি সে গানে পাষাণ বিদরে
বেঁচে উঠে মৃত প্রাণ ।
জ্যোৎস্নারূপিণী তুমিও, কল্পনে,
দেখা দাও একবার,
শুষ্ক শোভাহীন হৃদয়-উদ্যানে
কর বসন্ত সঞ্চার ।
আঁধার পিঞ্জরে অন্ধ পাখি আমি,
কিছু দেখি শুনি নাই ;
দিয়ে চক্ষু দান লয়ে চল মোরে
নূতন নূতন ঠাঁই ।
লয়ে চল মোরে ডুবিল যেখানে
ভারতের ধ্রুবতারা !
ভূত-সিন্ধু-নীরে আর্যলক্ষ্মী বসি
যেখানে বরিষে ধারা !
কেটে দাও এই কঠিন শৃঙ্খল
খোল পিঞ্জরের দ্বার ;
মনঃ সাধে আজি স্বাধীন আকাশে
উড়ে যাই একবার ।

পৃথিবীর মতো সাগর আকাশ
নরের নিজস্ব নয়।
খুলে দাও লৌহপিঞ্জরের দ্বার
এ যন্ত্রণা নাহি সয়!
স্বাধীন কালের সে সুখের দিন
এখনো হৃদয়ে জাগে!
বদ্ধ পিঞ্জরের বদ্ধবায়ু যেন
বিষ সম গায়ে লাগে!
গলাভাঙ্গা সুরে বন্দীর বেদনা
ঢালিতে চাহিনা আর;
জিহ্বার জড়তা দূর কর মোর,
খোল হৃদয়েব দ্বার।
ব্যাস-পদরজঃ মস্তকে মাখিয়া
একবার খুলে প্রাণ,
সেই পুরাতন মহাগীত গাই
মহাভারতের গান॥
এস, বীররস, লেখনীতে মোর
বিদ্যুত চালিয়ে দাও।
করুণা সুন্দরী, পরের কারণ
কাঁদিতে শিখায়ে যাও॥
একটিও সেই উন্মাদি সঙ্গীত
সাগর কল্লোল সম,
একটিও সেই প্রাণবিদ্ধকারী
শোক গীত অনুপম,
বাহিরায় যদি এই কণ্ঠ হতে
জীবন সার্থক হয়।
একটিও যদি পুনর্জন্ম লভে
ধরাতে সুকীর্তি রয়।

প্রমীলা নাগ

"Forget me not"

আজ চেয়ে ঐ গগনের পানে
সায়াহ্নের মলিন নয়ানে
মনে পড়ে কার মুখখানি
কার দুটি স্নেহময় বাণী ।
আর "Forget me not".

সুকোমল কিশোর জীবনে
সেই ছবি জেগেছিল প্রাণে ।
প্রথম সে জীবনে আমার
সেই তার স্নেহ উপহার ।
সেই তার মধুর চুম্বন,
সেই দুটি করুণ বচন !
সেই, বিদায়ের দুটি অশ্রুজল,
দুটি কথা নয়ন সজল,
স্নেহময় সে চাহনি তার,
ক্ষুদ্র সেই কুটীরেব দ্বার.
আজ, মনে পড়ে সেদিনের কথা
সেই, পরাণের সুখভরা ব্যথা ?

নববর্ষ—সেদিনও আকাশে
নবশশী মৃদু মৃদু হাসে !
তারাগুলি চুপে চুপে চায়
সান্ধ্যবায়ু ধীরে বহে যায় !
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল
গাছে দোলে আমের মুকুল !
সেই দাঁড়াইয়া চ্যুত তরু ছায়
মনে পড়ে সে সুখ-বিদায় !

সেই, নববর্ষ এসেছে যে ফিরে
সেই বায়ু বহে আজও ধীরে।
সে কুটীর সেই তরুতল,
সে কোথায়? স্বপন কেবল!
প্রকৃতি যে অভাবেতে ভরা
আজ, অন্ধকার শূন্যময় ধরা!

হায়, আজ শুধু চাহিয়া আকাশে
অশ্রুকণা আঁখি কোণে ভাসে!
প্রাণে বাজে ছায়াময় ব্যথা
স্মৃতি আনে সে দিনের কথা!
চোখে ভাসে সেই চিত্রপট,
(সেই) "Forget me not".

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নন্দলাল

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, "আ-হা-হা করো কী কর কী নন্দলাল।"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল।
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ।"
তখন সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা, বাহবা বেশ।"

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা।
সকলে বলিল, "যাও না নন্দ, করো না ভায়ের সেবা।"
নন্দ বলিল, "ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী।

বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক ;"
তখন সকলে বলিল, "হাঁ, হাঁ, হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক।"

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্যে নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল।
তখন সকলে বলিল, "বাহবা বাহবা নন্দলাল।"

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল, "আহা-হা করো কী, করো কী, ছাড়ো না ছাই,
কী হবে দেশের, গলা টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই।
বলো ক' বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বলো করিব তাহা ;"
তখন সকলে বলিল, "বাহবা বাহবা বাহবা বাহা।"

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি,
চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি সন্ ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয় ;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি চাপা পড়া ভয় ;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল,
সকলে বলিল, "ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উদ্বোধন

১

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়
সুন্দর!
শুধু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
একবিন্দু কিরণ শিশির;
শুধু গাথা-গীত,
আলোকে ও প্রেমে;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে
কোথা বল দেখি?
মর্মর প্রতিমা এক টাইবার ধারে,
দেখেছিনু;—সেকি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিবালোকে দেবি আলোকি' ছিলে.কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিলে "কুমারী" বয়ানে?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা
শকুন্তলা স্বপ্নময় কথা
কালিদাস মুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ, তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে
আসনি আজি সে বেশ পরি' ;
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতায়
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয় ;
—নয় কম্পিত সৌন্দর্য্যে ; নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;
এসেছ প্রত্যক্ষ, স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

আরো ;—বল মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীত সুন্দর মুখখানি ;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।
তখন নক্ষত্র সম ছিলে দূরস্থায়ী !
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, প্রেমে আস নাই।

৫

কিন্তু আজি যৌবনসোদ্যম ;
প্রভাত শিশির-
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনিসম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাসসম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের মতো ;
সে, দৃঢ় নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত।"

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হত সত্য ; নৈশনীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝঙ্কার ;
হইত আশ্চর্য তাহা
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুর সঙ্গীত তার,
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

মানকুমারী বসু

মোহিনী

১

কেন যে এ দশা তার সে তা' জানে না,
চাহিলে মুখের পানে আঁখি তোলে না ;
মুখখানি রাঙা রাঙা,
কথা বলে ভাঙা ভাঙা,
কত বলি "সর্ সর্" তবু সরে না,
কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না!

২

সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি,
সে এসে দাঁড়ায় আগে সোহাগে গলি ;

দেখি তার মুখে চেয়ে,
হাসি পড়ে বেয়ে বেয়ে,
রুচি হাতে তোলে কত কুসুম-কলি !
দেখিলে সে ফুল-তোলা ভুলি সকলি !

৩

বসন্ত বিকালবেলা মৃদু বাতাসে।
তারি ছবিখানি কেন পরাণে ভাসে ?
শরত-চাঁদেরে ছেয়ে,
সে কেন গো থাকে চেয়ে
শুকতারা-রূপ কভু নীল আকাশে,
কেন সে মরমে সদা ঘনায়ে আসে ?

৪

যতবার উপেক্ষিয়া গিয়াছি চলে,
ততবার এসেছে সে "আমার" বলে !
সে মধুর সুধা-স্বরে,
পরাণ দিয়েছে পূরে,
পথে বাধা, আঁখি বাঁধা, চরণ টলে,
তাই ফিরিয়াছি তারে "আমারি" বলে !

৫

কি মোহিনী মায়া যে সে তাত জানিনে,
ছেড়ে যেতে চাহি ভুলে—তাও পারি নে ;
উপেক্ষিতে গিয়ে তা'য়,
প্রাণ ভেঙে চুরে যায়,
পাছে অশ্রু হেরি তার আঁখি-নলিনে !
কি বাঁধনে বেঁধেছে সে কিছু জানিনে !

নগেন্দ্রবালা (মুস্তোফী) সরস্বতী

চোর

আমি যে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ ?
প্রাণভরা প্রেম লয়ে
তৃষায় আকুল হয়ে,
তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ ?

আমি বাসিয়াছি ভাল এই দোষ মম ?
হানিয়া স্নেহের বাণ,
তুমি কি দাওনি টান,
এ ক্ষুদ্র পরাণে, সত্য বল প্রিয়তম !

আমি বাসিয়াছি ভাল, দোষ এ আমার !
তুমি নব ঘনরূপে
ঢালনি কি চুপে চুপে ;
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া-আমার !

ভাল বাসিয়াছি বলে দোষ দাও তাই,
শুনাইয়া তত্ত্বকথা,
চাহ এ বুকের ব্যথা,
মুছে দিতে ছি ছি সখা লাজে মরে যাই !

আমি কি একাই ভাল বেসেছি কেবল ?
আমিই কি শুধু হায়,
আপনা ঢেলেছি পায়,
ঢালনি গোপনে তুমি নয়নের জল ?

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায় ?
একটি মুহূর্ত তরে
তুমি কি গো স্নেহভরে,
নীরবে নিভৃতে বসি ভাবনি আমায় ?

আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল ?
তুমি এ হৃদয়ে এসে,
মধুর মধুর হেসে,
করনি কি ক্ষুদ্র প্রাণ উন্মত্ত বিভল ?

তুমিই সরল সাধু, আমিই কি চোর ?
প্রাণের কবাট হানি,
হৃদয়-সিন্ধুক টানি,
তুমি কি সর্বস্ব চোর ! লুঠ নাই মোর ?

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ ?
নিকটে বসিলে তব,
তুমি কি ভোল না ভব,
বহে না অমিয়া-স্রোত তরি তব বুক ?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় !
বল দেখি প্রাণময় !
চাহে নাকি ও হৃদয়,
বিভলে হেরিতে তব প্রেম প্রতিমায় ?

তুমিও যা কর সখা আমি করি তাই,
তবু ভালবাসি বলে,
দোষ দাও নানা ছলে
চোর হয়ে সাধু তুমি বলিহারি যাই !

ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,
রাজা হয়ে হৃদাসনে,
বসিয়াছ ফুল্লমনে,
চোর হয়ে রাজা হলে ধন্য পাকা চোর।

মৃণালিনী সেন

দেবপূজা

সেই ভাল ;—থাক দূরে দেবতার মতো,
দূর হতে দেবতারে পূজিব উদ্দেশে ;
হীনতা অভাব শুধু ভরা শত শত—
মানব জীবনে ;—তবে এসো না সে বেশে

মানবের স্থান হতে অতি উচ্চ স্থানে,
যতনে তোমার তরে রচেছি আসন ;
নিভৃতে সে সুপবিত্র প্রেমময় প্রাণে,
করিব তোমার দেবত্বের আরাধন।

সঙ্কীর্ণতা নাই সেথা,—প্রশান্ত উদার ;
আবেশ বিভ্রম নাই, পবিত্র সে ঠাঁই।
বিলাস চাঞ্চল্য নাই, স্থির চারি ধার ;
সাধনা রয়েছে শুধু, সম্ভোগ তো নাই।

সে নির্জন কুঞ্জ নহে প্রমোদ কানন
মানবের ;—নহে তার রঙ্গ লীলা-ভূমি।
পূজার মন্দির দেবতার ;—অনুক্ষণ
বিকশিত ফুলকুল ফিরিতেছে চুমি—
ধীর গন্ধবহ।

আমোদিত চারিভিত—
চন্দন ও ধূপে ; পূর্ণ পাত্র গঙ্গাজল ;
পবিত্র যা কিছু দেব তরে আয়োজিত
অন্তহীন রবি-করে সে স্থান উজ্জ্বল।

এস তুমি ! দেবতার বেশে এ মন্দিরে ;
পুণ্য জ্যোতির্ময় কিরণ-বসন পরি—
ব'স আসি বেদী-'পরে ;

শুনাও গম্ভীরে—
অমৃতস্যন্দিনী উপদেশ।
পান করি'—
ঘুচিবে আমার তৃষ্ণা—চির জনমের।
বিশ্ব প্রেম শিখাইবে আদর্শ হইয়া।
ধরিব তোমার প্রেমে প্রেম অসীমের,
এ পূজা হইবে শেষ অসীমে মিশিয়া।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নববর্ষ

আকাশ-তলে সাগর-জলে
পেতে বিশাল রঙ্গভূমি
নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে
দিচ্ছ দেখা কে আজ তুমি?
ভবিষ্যতের আঁধার-কোলে
তোমার সকল অঙ্গ ঢাকা,
আশার চোখে দেখছি কেবল
মুখখানি ও হাসি মাখা!
আসব বলে তুমিই কিহে
নব দূর্বাদলে মিলে,
মাঠে খাটে হরিদ্বর্ণ
আসনগুলো বিছিয়ে দিলে?
গুল্ম তরু লতাগুলা
বনের মধ্যে সাজিয়ে মঠ,
চার দিকেতে খুলে দিলে
নানা রঙের দৃশ্যপট?

ভিতর থেকে বেরিয়ে এল

চেনা চেনা পাখিগুলি,

অভিবাদন করতে কি ভাই

নিয়ে কিচির মিচির বুলি ?

এস এস নববর্ষ

মোরাও সুখী তোমায় দেখে,

হাসি মাখা মুখটি কিন্তু

অইখানেতে এস রেখে।

একটু আগে যার সনে এই

কোলাকুলি করল সুখে,

এসেছিল সেও অবিকল

তোমার মতো হাস্যমুখে।

রঙ্গ কত করবে বলে

লোভ দেখালে কত শত,

প্রকৃতি তার এগিয়ে এসে

দৃশ্যপট ওই খুললে কত।

গান শোনাতে অলি এল

রূপ দেখাতে ফুল-বালা,

লতা এল ঘোমটা টেনে

মাথায় ফুলের বরণ ডালা।

এই রকমে চোর সে চতুর

সঙ্গে নে তার সঙ্গী কটা,

জুটে পুটে লাগিয়ে ছিল

অভিনয়ের বড্ড ঘটা।

গেল যখন দেখি তখন

হিসেব করে কি ছাই চুলো,

অভিনয় সে করে গেছে

বিয়োগান্ত নাটকগুলো।

হাতে মাথা রাখতে গিয়ে
দেখনু, হয়ে চক্ষু ফুটো
তপ্ত জলের নদী বয়ে
ভিজে গেছে দণ্ড দুটো।
মাথায় আবার ছোট বড়
এক শ আগুন জেলে দেছে,
বুকের মাঝে হাত দে দেখি
কি-যেন-কি হারিয়ে গেছে।
ওই বলে নয় একটা শুধু
অমনতর এল কত,
কালের গায়ে আঁচড় রেখে
পালিয়ে গেল চোরের মতো।
আশায় মজে মুখ চেয়েছি
জানিনে যে চিনির ছুরি,
একশ চোখের মাঝখানেতে
প্রাণের ঘরে করলে চুরি!
তাই বলি, তুই লোভ দেখিয়ে
আর কেন ভাই জ্বালাস মিছে,
আজও আমার জ্বলছে পরান
কামড়ে গেছে কালো বিছে।
করবি যত ভাল তা'ত
জানতে আমার নাইক বাকি,
মনের মতো হয় যদি তোর—
একটা কথা বলে রাখি।
রঙ্গ সেরে বাজি মেরে
যখন আবার ফিরবি ঘরে,
আমিও হব চোরের চেলা
আমায় নে যাস সঙ্গে করে।
সন্দেহ হয় কথায় যদি
ঘুচিয়ে দিব ভ্রান্তি আশু,

আশা যখন সঙ্গিনী মোর
আমিও তখন চোরের সাথু।
পর ভেবে মোর পায়ে ঠেলে
যাসনে ফেলে বলতেছি তাই,
তোর আমার সম্বন্ধ বড়
চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

মুহম্মদ কাজেম

প্রেমের স্মৃতি

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, হৃদি করে খান্ খান্
জনমের মতো যারে
গিয়াছিনু ভুলে,
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?
সেই মুখ সেই হাসি, সে অতুল রূপরাশি
প্রাণের অধিক ভাল
বেসেছিনু যারে।
কেমনে ভুলিব আমি তারে?
সে মোর হৃদয়মণি, সে মোর প্রেমের খনি
সে বিনে কেমনে আমি
র'ব ধরাতলে।
সে বা কোথা, আমি কোথা, এ জনম গেল বৃথা
বসে বসে কাঁদি আজি
তটিনীর কূলে।
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

যেই ভালবাসে তারে, যদি না পায় তারে,
বৃথা সে জনম তার
ধিক নর কুলে।
এমন বিধান যার, ধিক তারে শতবার
চাইনে এমন জন্ম
পাপ ধরাতলে।
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

পাপিয়সী দেশাচার কেড়ে মোর কণ্ঠ-হার
তুলে দিল হায় হার
অপরের গলে।
তারি স্মৃতি বুকে ধরি, দিনরাত কেঁদে মরি;
আর কি পাইব তারে
জীবনের কূলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

এ প্রাণের কত কথা, এ প্রাণের কত ব্যথা,
চাপিয়া রেখেছি আমি
হৃদয়ের মূলে!
বুক ভরা ভালবাসা, প্রাণ ভরা কত আশা,
নারিনু জানিতে তারে।
এ হৃদয় খুলে।
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

জগৎ ভরিয়া চায়, দেখি আমি হায় হায়
তাহারি মুখের জ্যোতিঃ
গগনে ভূতলে।
সে বিনে আঁধার সব, পিক কণ্ঠে তারি রব,
বিধাতা গড়েছে তারে
না জানি কি ভুলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

সমীরে তাহারি শ্বাস, গোলাপে তাহারি বাস,
দেহের চরণ তার
চম্পকের ফুলে !
অধরে পীযূষ ভরা, আঁখি তার মনোহরা,
প্রেমের প্রতিমা সে যে,
অবনী মণ্ডলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

মনে করি ভুলে যাই, ভুলিতেও সুখ নাই,
অশান্ত হৃদয় মোর,
ভাসে আঁখি জলে !
নক্ষত্রে তাহারি হাসি, চাঁদে তার রূপরাশি
তারই মুখ দেখি আমি,
ফুলে ও মুকুলে ।
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

নিত্যকৃষ্ণ বসু

নিঃসম্বল

সুখে দুঃখে এ জীবন, হে জীবন স্বামী,
তিলমাত্র দুঃখ তাহে নাহি গণি আমি ।
হ'ক সুখ হ'ক দুখ, তোমারি সে দান,—
কভু বা বিকাশে উষা কভু অবসান ।
বসন্ত হাসিয়া ফিরে, নাহি তার লাজ,
বরষা সে কেঁদে সারা সেই তার কাজ ।
যে হাসে যে কাঁদে আর যেবা যায় চলে,
সবাই দাঁড়ায় শেষে সিংহাসন-তলে ;

সুখ দুঃখ হাসি-অশ্রু যাহা আছে তার
তোমার চরণ প্রান্তে দেয় উপহার।
রিক্ত এ পরাণ মোর শূন্য সব ঠাঁই,
আমি যাব কি লইয়া ভাবিতেছি তাই ;
সুখ যাহা দিয়েছিলে দেখি নাই ভুলে,
দুঃখেরেও বরি নাই বক্ষে লয়ে তুলে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

প্রেমের বয়স

প্রেমে পড়ে মানুষ, যখন থাকে বেজায় অবুঝ ;
রাজার ভাষায় বলতে গেল লোকটি থাকে "সবুজ"।
দর্পণেতে দেখে নিজের তেড়ি-কাটা ছবি,
ভাবে কিনা ভুলবে রূপে ভবের যত ভবী।

দৈবে যদি তাকায় ফিরে গোলগাল কান্তি,
বিলিয়ে গেল প্রাণটা বলে মনে হয় ভ্রান্তি।
অর্থাৎ কিনা ভেদ থাকে না জড়-চেতনের মধ্যে ;
কহে কবি কালিদাস সংস্কৃত পদ্যে।

হালকা থাকে প্রাণটা এবং পলকা প্রাণের শক্তি ;
পদ্য বলে মনে হয় জীবন গদ্যের পঙ্‌ক্তি।
জালটি ফেলে ধরতে যায়, হোক পুঁটি বা টেংরা ;
খাঁটি বাঙ্গলায় বলতে গেলে লোকটি থাকে চেঙড়া।

প্রলাপে তিনকড়ি শর্মা

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা
যাহা লিখি,—মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত
দর্শন,—যাহা ভাব্‌ব ।
(দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
সেটা অতি বদ, নাহি সন্দ ;
(আর) আমি যার সনে বলিনে বাক্যি,
সে নয় কারো আলাপ্য ।
(দেখ) আমি যেটা বলি সোজা
সেটা জলবৎ যায় বোঝা ;
(আর) আমি যেটা বলি উঁহু না, তার
মানে করা কি সম্ভাব্য ?
(আমি) যা খাই সেইটে খাদ্য ;
আর যা বাজাই সেটা বাদ্য ;
(আর) আমি যদি বলি এইটে উহু',
সেইখানে সেটা যাপ্য ।
(আমি) চেঁচিয়ে যা বলি, গান তাই,
তাতে পুরো অথারিটি বান্দাই ;
(আর) কত্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজ হাতে যেটা মাপ্‌ব ।
(এই) মাথাটা কি প্রকাণ্ড,
(এই) অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড !
(দেখ) আমি যা'রে যাহা খুসী হয়ে দেই,
তাই তার নিট্ প্রাপ্য ।
(আমি) করি যার হিত ইচ্ছে,
তারে পৃথিবী সুদ্ধ দিচ্ছে,
(দেখ) কক্ষণো তার বংশ রবে না,
ঘরে বসে যারে শাপ্‌ব ।

(আমি) যেটা বলে যাব মিথ্যে,
(তুমি) যতই ফলাও বিদ্যে,
(দেখ) কক্ষণো সেটা সত্যি হবে না,
তর্কই হবে লভ্য।
(এই) দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ
দিয়ে, যেখানে কবির বিবরণ,
(দেখ) সেটা যদি, তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব !
(দেখ) আমি তিনকড়ি শর্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা।
(দেখ) তখনি সে নদী, হবে ভাগীরথী,
আমি যার জলে নাব্‌ব।
(দীন) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা ! বলিহারি যাইরে ;
(আমি) তোমার নামটা "হামবড়া" প্রেমে
সোনার আখরে ছাপ্‌ব ॥

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিরহে

অধিরাজ ! অভিযোগ এই তব পায়—
ভুবন তোমার কেন আমারে কাঁদায় !
ও সে জলজল ধরি রূপের আরসী,
স্বরূপে প্রকাশে কোন্ অরূপের শশী !
ও সে সারা অঙ্গে মাখি গন্ধ ভুর ভুর,
কার গন্ধ বহে আনে জীবনে মধুর !
ও সে মধুর, মধুর,—বাণী মধুময়,
ঘরের কথায় টানি কার কথা কয় !

ও সে পাতায় পাতায় প্রেমের আখর,
প্রেম লিপি ধরে কা'র নয়নের পর।
ও সে জানে নাক চির প্রবাসের দুখ,
ও সে জানে নাক বিরহের ভরাবুক!
ও সে যাদুকর, কি জানায় কত ছলে,
আমার নয়ন মন ভেসে যায় জলে!

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবসান

হে মোর সংগীত, তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হল অবসান।
এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেলা গান,
ছড়ায়ে রঙিন পাখা কুসুমে শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্প পরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধুলা মুগ্ধ অভিনয়।
তার পরে দিন শেষ—আর বেশি নয়।
রে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হতে হোক না সে, ভাই।
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহালাঞ্ছনা সে।
তার চেয়ে ঢের ভালো, ছড়াইয়া পাখা
খেলা-শেষে কুসুমের বক্ষে মরে থাকা।

প্রিয়ম্বদা দেবী

"চিঠি কই"

আজি এ বাদল দিনে হেন আশা নাই,
আসিবে পথিক কেহ, কোন যে অতিথি,
তবু দুরু দুরু বুক ফিরে ফিরে চাই,
যদি আসে চিঠিখানি পরবাসী প্রীতি !

গুঁড়ি গুঁড়ি ঝরে জল, বাতাস শিহরে,
ঘুরিতে ছাড়ে না তবু আঁধার কাননে।
পাখির নাহিক সাড়া, হরিণী কাতরে
উদার মাঠের লাগি ডাকে ক্ষুণ্ণ মনে।

খাকি-বেশ হরকরা ভিজে ভিজে আসে,
সহসা পড়ে না চোখে, আশা-দুখে-মেশা
কালো লালে বাঁধা তার পাগড়ি বিকাশে
দুরাশা আধারে রাঙা বাসনার নেশা।

চিঠি আসে, চিঠি আসে ! ওঠে আর পড়ে
হিয়ার শোণিত, দৃষ্টি কেন ছুটি নেয় ?
নিশ্বাস পড়ে না, হায় কোন ক্লান্তি ভরে
নিতে গিয়ে ব্যগ্র হাত সব ফেলে দেয় ?
কোথা তার হাতের আখর ? ভারে ভারে
মাসিকে দৈনিকে এল দুনিয়ার কথা !
আকাশে আলোর আশা গেল একবারে,
ভাঙিয়া নামিল মেঘ, মুক্ত আকুলতা !

প্রিয়ম্বদা দেবী

আশাতীত

তোমায় পারি না ধরিতে, পারি না ধরিতে,
মনেতে মিশায়ে আপনা করিতে
ওরে আকাশের আলো,
তোমায় পারি না ধরিতে, পারি না ধরিতে,
যতই বাসি না ভালো।

তোমায়'পারি না বাঁধিতে, পারি না বাঁধিতে,
নিত্য নবীন ছন্দে গাঁথিতে,
ওরে মোর ভালোবাসা,
তোমায় পারি না বাঁধিতে, ভাবে রূপ দিতে,
তেমন নাহিকো ভাষা।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

পাথার

পাথার, আমার সুখের সংসার!
আমরা একটি সুখী পরিবার!
পত্নী লক্ষ্মী, মা তাপসী মেয়ে আঁধার ঘরের শশী,
ছেলে দুটি দুষ্টু, কিন্তু মিষ্টি,
যখন তার আকুল প্রাণে গলা মিশায় তোমার গানে,
আমার কানে হয় যে পুষ্পবৃষ্টি,
তখন মনে হয় না ত আর, দুনিয়াদারী ভূতের বেগার,
জীবন পদ্মে কীটের অত্যাচার!
পাথার আমার সুখের সংসার!
মিত্র পাওয়া জানি শক্ত, আমার ভাগ্যে অনুরক্ত,
বন্ধু মিলল এ দুর্ভিক্ষের দিনে!

প্রাণ-সেতারে অবহেলে মন-মেজ্‌রাফ্‌টি খাসা খেলে,
আমার রগ্‌টা বেশ নিল সে চিনে !
খাচ্ছি বটে পরিপাটি ভাগ্যের বাঁকা বাঁশের লাঠি,
শোধ হয় না এত করেও ধার,
তবু আমার সুখের সংসার !
এসেও আসতে চায় না যুড়ে, পয়সা আসছে, যাচ্ছে উড়ে,
ধন স্থানে বিরাজ কচ্ছেন শনি !
আলাদিনের দিয়া লাগি মরি না তাই রাত্রি জাগি,
তোমার কৃলেই খুঁজি পরশমণি।
ব্যবসাদার নামেই মাত্র, আমি তোমার টোলের ছাত্র,
শূন্য নিয়েই বেশী কারবার !
তবু আমার সুখের সংসার !
নাই গো আমার জুয়ার ঝোঁক, রাতারাতি ফাঁপবার রোখ,
তোমার মতোই আঁধারে ঢিল ছুড়ি,
নই কখনো নেশাখোর, মাতলামিটি আছে ঘোর—
আশ্‌মানের মেঘ নাচাই দিয়ে তুড়ি,
মাপতে যাই বাতিকগ্রস্ত, অনন্তটার দীর্ঘ-প্রস্থ,
আকাশ পাতাল হাতড়ান হয় সার !
তবু আমার সুখের সংসার !
পড়ল ত দান অনেক বারো সেপাঞ্জা আর পোয়াবারো,
হা ভাতে রোগ তোমার চিনলে আমায়,
আমরা এক আজগুবী জুড়ি আমি দিচ্ছি হামাগুড়ি,
পৃথিবীটা ঘোরে তোমার মুঠোয়,
ভাগ্যের আমি ফসকা-গেরো, পিছলে যাই, যতই মেরো
সুখ সোয়াস্তি দিয়ে চারিধার !
তবু আমার সুখের সংসার !
নাই কভু মোর মাথার গোল, এক পাগলে করল পাগল,
সে যে তুই, ওরে ডাকাত খুনী !
প্রাণটা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশীর মতো ফুঁকে' ছন্দে
পাওনা চাস কড়ায়-গণ্ডায় গুণি' !

বুজবে একদিন বাঁশীর বিষ, ভাবের ঘরে কাটা সিঁদ
মুখটি খুলে বলবে ব্যথা আমার !
তবু আমার যুগের সংসার !

শশাঙ্কমোহন সেন

মেঘনা

কবিতা আমার মেঘের মতো হোক !
—আগুনে বারিতে ধ্বনিতে পুরিত হোক !
মেঘের কণ্ঠে গরজিয়া শ্রুতি-পথে
কবিতা আমার জাগাক বিশ্বলোক !
বজ্র গরজে অতীত মহিমা গাহি,
অশ্রুতে গলি আজিকার দশা চাহি,
বিজলী ঝলকে উজ্জ্বল ভাবী ধরি,
ত্রিতন্ত্রী ধারা পরাণরাগিণী ঝরী।

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক
শুচি রুচিময় শান্ত বিরজ হোক !
সাম যজু ঋকে জগনীতি সঙ্গতে
কবিতা আমার হউক পুণ্যশ্লোক !
ধূলি কর্দমে কলুষে হৃদয় যার,
আঁধারে আনায়ে ফাফড়ে পরাণ যার,
অকূলে পাথারে কাতরে যাহার মুটি
কবিতা আমার হউক তাহারি খুঁটি !

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক !
ধরা-পূজাফুল গগনের পীঠে যেন

দীপ্তি, সুষমা, মধু সৌরভে হেন
দেবতা চরণে নিয়ত ফুটিয়া রো'ক !
সবাই বুঝুক ওইটি পূজার ফুল
ছুঁইতে ছিঁড়িতে ধরিতে গেলেই ভুল !
দেব মন্দিরে পশিয়া পূজারী যারা
উহার সুবাস আভাস পাইবে তারা ।

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক !
সবিতায় জ্যোতি-ভাস্বর ভাবরথে
ধরা-আকাশের মধ্য বিমান পথে
কবিতা আমার আরতি আহুতি হোক !
বিদ্যুৎ-ভাসা ভাষায় প্রকাশ রাগে
মনের নয়নে যেটুকু ঈশাড়া লাগে
সেটুকু আভাসি পরম ব্যোমের নীরে,
কবিতা আমার ধেয়ানে নিবুক ধীরে !

সুরমাসুন্দরী ঘোষ

হরিষে বিষাদ

হৃদয় প্লাবিয়া উঠে বিষাদের ছায়া ;
মনে হয়, সবি স্বপ্ন, সবি শুধু মায়া !
বিধাতার রাজ্যে হেন উৎসব-কৌতুক,
মোর হিয়া কাঁদি উঠে স্মরি কোন দুখ ?
ভাসে চাঁদ চল চল নির্মল আকাশে ;
করবীর গন্ধ আসে দক্ষিণ বাতাসে ;
নদী বয়ে যায় কাছে তুলিয়া লহরী ;
দূর বনে বাজে ঘন উতলা বাঁশরী ;

সোনার নিখিলে এত আনন্দ সংবাদ
মোর বক্ষ চাপি শুধু একটি বিষাদ
করিতেছে হা হুতাশ। হৃদয়ের ধন
তার মুখে রয়েছে ত যাদুর মতন
সৌন্দর্যের উন্মাদনা ? তবু যে কি নাই ;
যাহা আছে তাও যেন কখন হারাই।

সরোজকুমারী দেবী

একটি চুম্বন

চলে যায় পুন ফিরে এসে
হাত তার ধরে নিজ করে।
থর থর কাঁপিল অধর
আঁখি-কোণে দুটি অশ্রু ঝরে।
কাতর মুখের পানে চেয়ে
সান্ত্বনার কথা বলে তারে,
গলা ধরে উঠিল কাঁদিয়া
সোহাগেতে বুকে চেপে ধরে।
যায় যায় পুন ফিরে এসে
মুখ পানে চাহিল তাহার,
ভাঙা প্রাণ আরো ভেঙে গেল
উথলিত অশ্রু পারাবার।
কুসুমের মতো গেল ঝরে
ধীরে ধীরে একটি চুম্বন,
অশ্রুজলে ফুটে উঠে হাসি
বরষাতে রবির কিরণ।

সৈয়দ এমদাদ আলী

সেকেন্দ্রা

এইখানে মোগলের মুকুট-রতন
শায়িত শান্তির মাঝে, পথিক সুজন
নেহারিয়া এ-সমাধি ভক্তি প্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির ; হৃদয়-গগনে
ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্য কথা,
কত বরষের, হায়, কত শত ব্যথা !

মনে পড়ে অতীতের দিল্লী-দরবার
মোঘলের শত হর্ম্য সুষমা-আগার ।
মনে পড়ে, এই পথে এমনি সময়ে
বীর যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চলি যেত অবিরাম ; আর আজি হায় !
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লি ভয় পায় ।

যে জন শায়িত হেথা অন্তিম-শয্যায়,
কত রাজা মহারাজা তাঁহারি সভায়
অবিরল কলভাষে কহিত কাহিনী,
কত বীর-আস্ফালনে কাঁপিত মেদিনী ;
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান
নিরত ভূষিত কত মহাজন-প্রাণ !
সেই সভা মাঝে নিত্য ফয়েজী, ফজল,
বীরবল, তোডরমল, অমাত্য সকল,
প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি হায়,
কত নীতি শুভঙ্করী করিত রচনা,
প্রজা-হিতে নৃপ-হিত করিয়া কামনা !...

মোস্‌লেম হিন্দুরে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষেত্রে অভিন্ন পরাণে
চেয়েছিল দেখিবারে যেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাহার অস্থি করিছে ধারণ ॥

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ কথা

বলা হয় নাই সব, আছে শেষ কথা !
বলিয়াছি কত কি-যে, সুখ-দুঃখ ব্যথা
সুদিনের দুর্দিনের ; কত আঁচা-আঁচি,
বিশ্রব্ধ আলাপ কত ; তবু খুঁজিয়াছি—
সব বলা হয় নাই, শেষ বুঝি আছে !
বিমুগ্ধ নয়নে তাই থাকি কাছে কাছে,
বলিব বলিব ভাবি, মিটে নাক আশ !
কোকিল যে গেয়ে ফিরে সারা মধুমাস,
কোথা তার শেষ গীত, কলধ্বনি তুলি',
বহে নদী, গেছে সে-ও শেষ কথা ভুলি ;
আকুল উচ্ছ্বাস তাই নিরবধি তার।
মেঘমন্দ্র মাঝে শুনি সেই হাহাকার—
নিতান্ত নিষ্ফল ! সারা বরষা যাপন
গুমরি-গুমরি করো, কোথা সমাপন ?

চিত্তরঞ্জন দাস

কল্পনা

তোমারে পাব না জানি ! তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনাপূর্ণ অসংখ্য কল্পনা ;
অন্তরের কানে কানে মোহমন্ত্র ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র কল্পনা ।

যদি কোন দিন আমি মুহূর্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্যের ছায়,
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহভরে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায় !

কল্পনার স্বপ্ন-ছল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় ;
আমার অন্তর তলে শত পুষ্প ফোটে,
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায় !

এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ ?

সতীশচন্দ্র রায়

নিশীথিনী

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা ।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল—
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল ।

সেই আলো প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর,
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারী, অতুল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান।
রস ভরা বহে বায়ু বনস্পতি শাখায় সঞ্চরি—
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি।
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লেগেছে শিশির
অতুল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর।
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

মধুবনে সন্ধ্যা

দ্রুম্যার শিখর হতে মন্দপদে নামি সন্ধ্যানী
সুবিশাল দিক্‌চক্রে বিছাইছে স্বর্ণাঞ্চলখানি।
যমুনীর শীর্ণধারা শুভ্র যেন স্ফটিক নিঃসার
লক্ষ লক্ষ শিলাবক্ষ ভেদি বহে উৎস করুণার।
পলাশের শিরে শিরে আরক্তিম লাবণ্য প্লাবন
রৌপ্যকণ্ঠ পাপিয়ার দ্রুমোশ্বাসে স্ফুরিত নিস্বন
দিগ্বিদিক নির্বিচারে শব্দভরা বায়ুর ফুৎকার
ভরিতেছে প্রতিক্ষণে মৃত্তিকার এই পারাবার।
দিগন্ত চুম্বিত ওই নতোন্নত ভূমিময় স্রোত
চিত্রিত তরঙ্গসম গগনে মিশিছে ওতপ্রোত।

এখনো উঠেনি তারা প্রতিপদচন্দ্র-করধার
সুবর্ণচুম্বনে বিশ্বে করিছে না পুলক সঞ্চার।

চিত্রিত উপলখণ্ড তুলি লয়ে নদীবালু হতে
শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরি হেরিলাম দীপের আলোতে
যাহা তাহা হেথা হোথা পড়ি আছে। সুচিত্রিত বেণী
গুছানো ভিত্তিতে ঝুলে ! কোণে ক্ষুদ্র তাক্ 'পরে হেলি
শুভ্র শঙ্খ একখানি ধূলিকীর্ণ পড়ে ম্রিয়মাণ
গুমরি গুমরি কাঁদে—কাটিতেছে আজি তার প্রাণ।
হায় ! ও যে প্রতি দিন দিবা শেষে হর্ষে মাতোয়ারা
সন্ধ্যারে বন্দিতে ঘরে ছড়াইত আনন্দের ধারা।

গৃহলক্ষ্মী গৃহে নাই—বিশ্বতলে সন্ধ্যার মতন
দু'চারি তারকাঙ্কিত নভতলে দাঁড়াইতে শোভন।
ধূলা মুছি কে লইবে মুদিত যুগল কর দিয়া
অধীর ও শঙ্খটিরে—শান্ত করি ভারাক্রান্ত হিয়া ?
কার দুটি দিব্য ওষ্ঠ করিবে গো তাহারে চুম্বন ?
আনন্দকাকলি বাজি তুলিবে সে শিশুর মতন।
বিশ্ববিজয়িনী সন্ধ্যা বাহিরে নামিছে হের হোথা
কে তারে ডাকিবে ঘরে সে কল্যাণী তুমি আজি কোথা ?
বাহিরের সুর সনে মিলিছে না আজিকে অন্তর
সন্ধ্যা আজি ব্যর্থ হয় হে জননী ! তব গৃহ 'পর।

রমণীমোহন ঘোষ

জিজ্ঞাসা

প্রভাতে সাঁজের বেলা কত না করেছি খেলা
মুকুলিত উপবনে তটিনীর তীরে ;
দূরে কে গাহিত গান বাঁশীতে ধরিয়া তান
বঝি নাই ভাষা তার চাহি নাই ফিরে।

আজি সে বাঁশীর স্বরে পরাণ আকুল করে
বিকশিয়া উঠে মনে নব সাধ, আশা ;
বল্ সখি, বল্ মোরে,
একি ভালবাসা ?

আজি মনে লয় হেন মধু-পূর্ণিমায় যেন
পুলক-চঞ্চল হৃদি-সমুদ্র আমার ;
আজি কোটি কোটি চোখে অতন্দ্রিত চন্দ্রালোকে
শুধু দেখিবারে চাই মূরতি তাহার।
আজি সেই উপবনে বসি সান্ধ্য সমীরণে
কোটি কর্ণে শুনিবারে চাহি তার ভাষা ;
বল্ সখি, বল্ মোরে—
একি ভালবাসা ?

আজি হেন সাধ যায় প্রাণ মন সঁপি তায়
অধরে ফুটে না, হায়, মরমের বাণী।
শতকাজে অনিবার মনে পড়ে মুখ তার,
নিশীথে স্বপনে দেখি তারি মুখখানি।
সারাদিন সারারাতি সে যে কল্পনার সাথী,
তবু সদা জাগে প্রাণে যেন কি পিপাসা!
বল্ সখি, বল্ সখি—
একি ভালবাসা ?

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

চিত্র

১

সবে নব যৌবনের মধুর আবেশে
ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন ;
আধ ফোটা ওষ্ঠাধরে সরাইয়া কেশে
এঁকেছিনু একটি চুম্বন।
সেইটুকু সঙ্গোপনে তুলিতে চতুর
তুলেছিনু সুখ চিত্র-পটে ;
আজি তাই যৌবনের প্রমাণ প্রচুর,
এল জরা যদিও নিকটে !

২

শুষ্কদল মধুহীন হেরি বাসি ফুল
কলি-ভাব নাহি পড়ে মনে,
যবে সে সৌরভে মোরে করিত আকুল
বৃন্ত-'পরে ফুটি ফুল-বনে।
গৃহিণী করেছে গ্রাস প্রেমিকার লাজ,
চন্দ্র-করে গোপন মিলন।
কবিতার ছন্দে শুধু সঞ্জীবিত আজ
প্রণয়ের চিত্র পুরাতন।

৩

গেছে সব প্রেম-খেলা যৌবনের সনে
যায় যথা জোয়ারের জল ;
আছে মাত্র নিশিদিন কলহ দু'জনে,
পদে পদে অভিমান ছল !
একি তব নিন্দা কথা করিনু প্রচার ?
যাও তাই বাঁকাইয়া গ্রীবা ?
রূপ-পুষ্প উপচিয়া হৃদয়ে তোমার
ফলরূপে উদিয়াছে কিবা ?

রসময় লাহা

কবির প্রতিভা

তোমার কবিতা দেখিয়া পিতার
ঝরিল নয়ন আজ—
শুনি সুখে কবি কহিলেন, 'প্রিয়ে
দেখিলে লেখার ঝাঁজ!'
বলিলেন পিতা, 'সঁপিনু কন্যায়
দিয়ে মোর সর্বস্ব;
শেষে কি-না এক পাগলের হাতে—
লেখা যার ছাই ভস্ম।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তোড়া

দুধের মতো, মধুর মতো, মদের মতো ফুলে
বেঁধে ছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সুতায় মোড়া।
পরশ কারো লাগলে পরে পাপড়ি পড়ে খুলে,
তবুও আগাগোড়া;
চৌকি দিতে পারলে না চোখ জোড়া;
দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মতো, দুধের মতো, মদের মতো সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান!

হাল্কা হাঁসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙে চুরে,
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান !
মধুর মতো, মদের মতো, দুধের মতো সুরে
গেয়েছিলাম গান।

মধুর মতো, মদের মতো, অধীর করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো।
নিশাসখানি পড়লে জোরে হতাম গো নিশ্চুপ—
সে প্রেমে ও ফুরাল !
নিবে গেল নিমেষ হারা আলো !
মধুর মতো, মদের মতো, অধীর করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পাল্‌কীর গান

পাল্‌কী চলে !
পাল্‌কী চলে !
গগন-তলে
আগুন জ্বলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্‌ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় বসে
ঢুলছে কসে।
দুধের চাঁচি
শুষছে মাছি,
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে।
আস্‌ছে কারা
হন্‌হনিয়ে!
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো,
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ
ঢুকছে গোরু
দোকান ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে।

পাল্‌কী চলে,
পাল্‌কী চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,
জোয়ান তারা,

গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্‌ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে।
তপ্ত তামা,
যায় না থামা
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়
মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে,
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে!

কাজ্‌লা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমি
ঝিমায় দূরে!
ধানের জমি
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া!
'সামাল' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,
মর্দ তারা!
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল্ ফুকারে
মাঠের পারে।
গোরুর বাথান
গোয়াল-খানা,
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!

বৈরাগী সে,
কণ্ঠী বাঁধা,
ঘরের কাঁথে
লেপছে কাদা;
মটকা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে ডাগর
চক্ষু মেলে!
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরগীটির
মূর্তি শুচি।

পেরজাপতি
হলুদ বরণ,
শশার ফুলে
রাখছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;

এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায় !
পাল্‌কী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ল্যাংটা খোকা,
মাথায় পুঁটে ।

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে সোনা ;
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কণা !
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে
গুরু মশাই
দোকান করে !
পোড়ো ভিটের
পোতার পরে
শালিক নাচে
ছাগল চরে ।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ,
টাটকা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সাভাতে ।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্‌কী মাঠে
নামল ধীরে,
আবার মাঠে,
তামার টাটে,
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্‌কী মাতে
আপন নাটে।

শঙ্খ চিলের
সঙ্গে, যেচে
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে।
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে।
গঙ্গাফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য ঢলে।

পাল্‌কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে
আর কত দেরী ?
আরো কত দূর ?

"আর দূর কি গো ?
বুড়ো-শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা !"

পাল্‌কী চলে রে
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য ঢলে,
পালকী চলে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'
লোপ !
উড়ি উড়ি আরস্থলা দেয় তুড়িলাফ্
সাফ্ !
পালকী-আড়ায় দূরে গীত যায় উড়ে
তুড়ে !
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
ছুঁচা !
পাহারা'লা চুলে আলা, দিতে আসে রোদ
খোদ !
বেতালা মাতালগুলা খায় হাল্‌ফিন্
কিল !

তন্দ্রাবেশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত

চিৎ !

ফুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ

ভূত !

নির্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ গোঁফা

তোফা !

গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়সুড়

শুঁড় ।

স্বপ্নে দেখে ভক্তি ভরে খুলেছে সাহেব

জেব !

পূজ্য হন গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে

বেড়ে !

ত্রিশূলে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর,

বাদুড় ।

ছুঁচো-বোঁচা কাল পেঁচা চেঁচায় খিঁচায়

কি চায় ?

সিঁদ দিয়ে বিধ করে মাম্‌দোর গোর

চোর !

আবরি সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে

দন্তে ।

জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁক ডাক

নাক !

স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়মিড়

বিড়্ বিড়্ বিড়্ !

প্রমথ চৌধুরী

ভুল

ভাল তোমা বেসেছিনু মিছে কথা নয়।
যে দিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মনে গাঁথি।
বকুলের গন্ধ বল কত দিন রয়?
সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
মন-মেঘে ঢেকে ছিল নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরে ছিল বিদ্যুৎ করাতি।
বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয়?
স্বপ্ন মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
সাদা চোখে তব দেখি নেশা গেলে ছুটে॥
নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।

প্রমথ চৌধুরী

পত্র

(শ্রীযুক্ত সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সুকরকমলেষু)

১

বলি শুন বন্ধুবর ঘুণধরা বাঁশে ভর
দেয়া তব মিছে।
জীবনের তিন ভাগ তার সুর তার রাগ
পড়ে আছে পিছে॥

লিকি যাহা আছে বাকি দিতে নাহি চাহি ফাঁকি
অথচ নাচার।
যার অর্থ আমি খুঁজি, ভাল করে নাহি বুঝি—
কি করি প্রচার ?
এ হেন লেখক নিয়ে পত্রিকা চালাতে গিয়ে,
ঠেকে যাবে দায়ে।
কল্পনা কম্বোজ ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া
চলে তিন পায়ে॥
ভোঁতা হল পঞ্চবাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখি, সমাজ খাঁচায় থাকি
ভুলে গেছি বনে॥
এখন দখিনে বায় শুধু মিষ্টি লাগে গায়
হাড়েতে লাগে না।
মলয়ের মন্দ ফুঁয়ে হৃদয় গেলেও ছুঁয়ে,
হৃদয় জানে না॥
পাপিয়ার কলতান, আজো শুনি পাতি কান—
করিনু স্বীকার।
অশরীরী তার গানে আজিকে আনে না প্রাণে
তরুণ বিকার॥
বসন্তে কুসুম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে
তার গন্ধ পেয়ে।
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কি যে করে অলিকুলে—
দেখি নাকো চেয়ে॥
আজিও পূর্ণিমা নিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি
কিরণ শীতল।
কিন্তু তার দিবা বর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ
মর্ত্যের পিতল॥

২

কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা,
অবসর পেলে।
কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গাঁথি,
স্মৃতি-বাতি জেলে॥
লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা,
কাজ আর খেলা।
সেই কাজ সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা
যবে ছিল বেলা॥
এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হল ফিকে
রচি গদ্য পদ্য।
তাহার পনেরো আনা, সবাকারি আছে জানা,
মোটে নয় সদ্য॥
যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা,
বলি আরবার।
মনের পুরানো মাল, মেজে ঘসে করি লাল,
করি কারবার॥
হয় ত বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি,
পর মনোভাব।
অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটি
সাহিত্যের জাব॥

৩

শুনিতে আমার কথা কার হবে মাথা-ব্যথা,
ভাবিয়া না পাই।
মানুষে কারোর গায় আগুন পোয়াতে চায়,
নাহি চায় ছাই॥
আমি চাহি সত্য বলি, সত্য মোরে করে ছলি,
মিথ্যা রেখে হাতে।

কাব্যে চলে মিছে কথা, কাব্যের এ মিছে কথা
লেখা পাতে পাতে ॥
ভাবকে তরল করা, ভাষাকে সরল করা,
না সোজা কাজ।
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি,
সেটা জানি আজ ॥
তাইতে বাইরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি
বাক্য-কিঙ্খাবে।
বলি, হের পেশোয়াজ, হেন চারু কারুকাজ
আর কোথা পাবে ॥
আঁটসাঁট ছন্দোবন্ধ দিয়ে রচি কটিবন্ধ
মোর কবিতার।
দেখিলে পরখ করি, দেখিবে হয় ত জরি
ঝুঁটো সবি তার ॥
কবি চাহে নব ধাঁচে মনের পুতুল নাচে,
সাহিত্য-আসরে।
বাহবা পরের কাছে নর্তকীর মতো যাচে
প্রমোদ বাসরে ॥
ভাষা ভাব এলো করা, কবিতাকে খেলো করা
হয় তাহে জানি ॥
তাই বলে শুধু রঙ্গ, কাব্যে কারো অঙ্গভঙ্গ,
ভাল নাহি মানি ॥
হলে ভাবেতে ফতুর, হই ভাষায় চতুর—
এটি নাহি ভুলি।
কেহ দেয় করতালি, কেহ দেয় খর গালি,
কানে নাহি তুলি ॥

৪

এবে চাই গলা খুলে, ছলাকলা গিয়ে ভুলে,
সাদা কথা বলি।

ত্যজি সব অহঙ্কার খুলি বস্ত্র অলঙ্কার
রাজপথে চলি ॥
কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাইগো ভয়
সেই পথ ধরে।
সে পথের কোথা শেষ, নাহি জানি সবিশেষ,
না জানে অপরে ॥
যা না দেখি, যা না জানি, তাই নিয়ে হানাহানি,
গুরুতে গুরুতে।
সৃষ্টির আসল মানে, কেহ কিছু নাহি জানে,
শেখায় পুরুতে ॥
জলো ধর্ম, জলো নীতি, বেচা কেনা হয় নিতি,
সাহিত্য বাজারে।
তত্ত্ব, তথ্য, তন্ত্র, মন্ত্র জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র,
হাজারে হাজারে ॥
হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি,
ভুঁয়ে মুখ গুঁজে।
মুখে বলে "আবি আবি," অন্ধকারে খায় খাবি,
ভয়ে চোখ বুজে ॥
অথবা টানিয়ে কল্কি বলে বিশ্ব মহা ভেল্কি,
জ্ঞানে যাবে উড়ে।
এ দিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল,
দশ দিক জুড়ে ॥
মানবের অশ্রুবারি যাহে না মুছাতে পারি,
সেই জ্ঞান ফাঁকি।
দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই,
কানা করে আঁখি ॥
তাই কথা বড় বড় একত্র করিতে জড়,
ভাল নাহি বাসি।
নাহি লাগে কারো কাজে, বড় কথা বড় বাজে,
নয় বড় বাসি ॥

চের ভাল তার চেয়ে চ'লে যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে।
পলে পলে যাহা ফুটে দলে দলে যায় টুটে,
হৃদয়ের বনে॥

৫

মানুষেতে কিবা চায়, কেন করে হায় হায়,
কি তার অভাব?
কেবা জানে, কেবা বলে, এই মাত্র চলাচলে,
এ তার স্বভাব॥
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে,
ফাঁক থেকে যায়।
শূন্য মনে বুঝাইতে, শূন্য হিয়া বুঁজাইতে
আনে দেবতায়॥
সে শুধু অনন্ত ধোঁয়া, নাহি দেব ধরা ছোঁয়া
নাহি যায় সরি।
সেই ভয়, সেই আশা, নাহি কোন জানা-ভাষা
যাহে রাখি ধরি॥
অতৃপ্ত হৃদয় কাঁদে, পড়িতে প্রেমের ফাঁদে
ফিরে বার বার।
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি
জগতের সার॥
জানি মোরা খাঁটি সত্য, ছোট বড় গূঢ় তত্ত্ব,
সকল সৃষ্টির।
বলে যারা করে সোর, জানে তারা কত জোর
কথার বৃষ্টির॥
আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো,
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক খাঁটি, পায়ের নীচেতে মাটি
আছে সবে ধরে॥

মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই দুয়ে বিয়ে,
সসীমে অসীম।
যতকিছু লেখা পড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদিমে ॥
আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল,
চলে না কলম।
মস্তিষ্ক কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়,
ঘুমের মলম ॥

অতুলপ্রসাদ সেন

"ওগো সাথী"

(গান)

ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-কিরণ-মাথে

যে পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।
আমি সেই পথে যাব সাথে।

যে পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
আমি সেই পথে যাব সাথে।

যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়,
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

তীর্থে

ভরপুর আজি গঙ্গার কূল ফুল চন্দন গন্ধে
পুণ্যলোলুপ বঙ্গনিবাসী চলিয়াছে মহানন্দে।
ঐ যে সূর্যে লেগেছে গ্রহণ চূড়ামণি যোগ আজ,
দলে দলে দলে চলে নরনারী ফেলিয়া শতেক কাজ।
সংসার ভেসে পড়িয়াছে এসে গঙ্গার দুটি কূলে,
ভরিয়া উঠেছে জাহ্নবীজল প্রদীপে পথে ফুলে ;
ডাকে ব্রাহ্মণ—"কে আছ কোথায় কর গো গঙ্গাস্নান,
আজ দানধ্যানে হও মুক্ত হস্ত, লভিবে পরিত্রাণ।"

কে আজ ধূর্ত পথের সীমায় গঙ্গামূরতি গড়ি,
পুরোহিতরূপে আছে সারাদিন তাহারি নিকটে পড়ি ;
পথিক রক্ত শুষিতে ভক্ত—পুলকাঞ্চিত বুক,
চেয়ে দেখ তারো নয়নে আননে উছলে কি মহাসুখ।
কোথাও বা পথে, যুগলমূর্তি, কোথা বা 'জগন্নাথ,'
তাম্রখণ্ড শোষণের আশে পাতিয়া রেখেছে পাত।
আয় তোরা আয়, ছুটে আয় ওরে, করে যা মুক্তিস্নান
আয় গঙ্গার তীরে দাঁড়ায়ে দেখে যা দেবতার অপমান !

বাসায় বাসায় কলেরার ধুম, মরে লোক দলে দলে,
বিদেশ হইতে এসেছে বিদেশী মরিতে গঙ্গাজলে !
চিরপরিচিত ঘরের নদীটি লভিয়াছে প্রাণ আজ,
হৃদয় আবেগ পরায়েছে তারে মহিমাময়ীর সাজ !
ভক্তি ধারায় ধন্য আজিকে, গঙ্গার দুটি তীর—
কলুষনাশিনী জাহ্নবী বারি' জানা গেছে আজ স্থির—
ছুটে আয় ওরে তটদেশবাসি ! করে যা' মুক্তিস্নান,
আজ, শত ভক্তের হৃদয়তীর্থে গঙ্গা অধিষ্ঠান !

ভক্তি তুলেছে উজ্জ্বল করি তীর্থের ছবিখানি—

দুর্মতি! তোর পঙ্কিলতায় হয় কি সে কভু ম্লান?
কোশাকুশি আর নামাবলী তলে যত চঞ্চল চোখ,
ঘুরিয়া ফিরিয়া জনতার মাঝে জ্বালাময় হয় হোক;
তোদের লাভের আগুনে দগ্ধ দেবতার যত মুখ,
কৃষ্ণ বসনে ঢাকা পড়ে যাক্ পাষণ্ড বুজরুক!
আর জননীরা চলে আয় ওগো করে যা মুক্তিস্নান,
আজ, তোদেরি ভক্তি উজ্জ্বল করি তুলেছে তীর্থখান!

ওই যে কে আসে ভাগীরথী পাশে বৃদ্ধার হাত ধরি,
কুঞ্চিত কেশ ফেলেছে ছাঁটিয়া নিঃশেষে শেষ করি!
শুভ্র বসনে বেষ্টিত তার পুষ্পিত তনুখানি—
আঁখি দুটি, মরি, বিষাদ-উদাস তবু সে উষার রানী!
জাহ্নবীজল পুলকে চরণ ছুঁইতে চায়!
আয় তোরা ওগো তীর্থ দেখিয়া পুণ্য লভিবি আয়;
বালিকা-বিধবা এসেছে করিতে দেবতা দর্পচূর—
আজ, ফুটিয়া উঠেছে গঙ্গার জলে তীর্থের কোহিনূর!

সংসারে তার প্রবেশ নিষেধ, ভ্রূক্ষেপ তাহে নাই,
তীর্থে তীর্থে দিদিমার সাথে ফেরে সে সর্বদাই!
আঁখি দুটি তার পবিত্রতার বিচিত্র দরপণ।
ফুটেছে সেথায় শত তীর্থের উজ্জ্বল বিবরণ॥
আনন তাহার বিনয়-কোমল শান্তিতে সুগভীর।
শুভ্র বসনে করুণার ধারা গলিয়া হইছে ক্ষীর॥
আসিয়াছে সে যে পুণ্যপ্রতিমা তীর্থ-সভার মাঝে—
আজ, বিশ্ব-বাসনা চাহি তার পানে লুকাইতে চায় লাজে।

দাঁড়ায়েছে মাগো জুড়ি দুটি পাণি উর্ধ্বে নয়ন তুলি!
ঢেউগুলি বুঝি চরণ পরশে বহিতে যায় বা ভুলি!
কুলু কুলু নদে কাঁদে ভাগীরথী কচি পা দুটির তলে!
অঙ্গে অঙ্গে পবিত্রতার হিরণ কিরণ জ্বলে!

দু'পাশে যাত্রী দেখিছে মুগ্ধ পুণ্যের প্রতিরূপ—
স্বর্গ হইতে তাকায়ে তোমারে দেখিছে বিশ্বভূপ !
পলকে লভিনু মুক্তি স্নানের অতুল পুণ্যরাজি,
ওগো, আনন্দ যাহা পাইনি জীবনে, তাই যে পেয়েছি আজি।

সন্ধ্যা-উষার মিলন বাসরে সজ্জিত করি কায়া
প্রীতি করুণায় মহা গরিমায় দাঁড়ায়েছ মহামায়া !
নামিয়াছ এসে, বালিকার বেশে, আঁধার করিতে দূর—
আজ, গঙ্গার জলে খুঁজিয়া মিলেছে তীর্থের কোহিনূর !

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীত

ধরণীর মর্মে মর্মে রসের যে গোপন সঞ্চয়
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত, নাহি তার ক্ষয়।
কুসুমে কুসুমে তাই কেঁদে মরে সুরভিত শ্বাস,
অন্তরের রসরূপ গন্ধে তাই করিছে প্রকাশ।
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে
বাসনা কামনা কত তাই, বেদনায় আঁখি ঝরে,
মহানন্দে হৃদয়ের মরা গাঙে দুই কূল ছাপি',
নানা বাণী নানা বর্ণে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে কাঁপি',
কত কাব্য কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মুরতি,
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি,
কত কথা হল বলা সৃজনের সেই আদি হতে
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হল কোনোমতে,
ক্ষণে ক্ষণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি
সেই কথা বলি যাহা বলা নাহি হল যুগ ধরি।

দেবকুমার রায়চৌধুরী

মিলনে বিরহ

তোমারে কি ভালোবাসি ?
—তোমারেই বটে !
ভালোবাসি প্রাণপণে। রহিলে নিকটে,
সব জ্বালা ভুলে যাই। তোমারি দর্শনে
—নাহি যেন কেন, কোন্ অজ্ঞাত কারণে—
এ বিষণ্ণ মনে মোর আসে প্রসন্নতা ;
হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্ব সঙ্কীর্ণতা ;
সেইক্ষণে দূরে যায়। তোমারে লভিলে
এ বিশুষ্ক হিয়া মম আনন্দ-সলিলে
পূত, পূর্ণ হয়ে উঠে। তোমারেই আমি
আত্ম-বিস্মরিয়া, সত্য, নিত্য দিন-যামি
অকপটে বাসিয়াছি ভালো।
কিন্তু, তবু,
কেন নাহি জানি, মোর মনে জাগে কভু
এমনো আশঙ্কা—যেন মোর প্রেমাঞ্জলি,
ঢালি বটে তোমা পরে, যায় যেন চলি
তাহা কোন্ সুগভীর রহস্য-মাঝার
স্বপ্নসম লীন হয়ে ; সে পূজা-সম্ভার
যেন তুমি নাহি পাও।
ঊষা-রবি-করে
হরিত নিকুঞ্জ-বনে যবে থরে থরে
অপরূপ, মধুগন্ধ ফুটে ওঠে ফুল ;
যবে সুধা সাধ-মত্ত, বিভ্রান্ত, ব্যাকুল
ভ্রমর গুঞ্জরি ফেরে অপূর্ব ঝঙ্কার
‘গুণগুণি’। যবে এই সৌন্দর্য পাথারে
পরিস্নাত প্রজাপতিগুলি কাঁপি কাঁপি
বেড়ায় সুখের মতো ; নীলাম্বর-ব্যাপী
অসীম মাধুর্য-রসে বিহঙ্গনিচয়

বিশ্বচিত্ত বিমোহিয়া, সারা ধরাময়
গেয়ে ওঠে ভাষাহীন, প্রাণোন্মাদী গান ;
যবে শিহরিয়া উঠে, কাঁদাইয়া প্রাণ
গন্ধবহ দিব্যানন্দ, মন্থর আবেশে
বহে যায় ধীরে ধীরে ; যবে হেসে হেসে
সূর্য-করে ঝলকিয়া শরতের নদী
চলে যায় পারাবারে ; যবে নিরবধি
প্রসন্ন, নিবিড় শ্যাম, বিমুক্ত গগনে
শুধুই উচ্ছ্বসি ওঠে আবেগ প্লাবনে
অপূর্ব ঝঙ্কার সহ অনন্তের প্রাণ
সৌন্দর্য-লহরী সম। যবে অবসান
সকল হীনতা গ্লানি এ আনন্দ মাঝে,
তখন জাগিয়া উঠে, প্রিয়ে তব কাছে
ছুটে আসি ক্ষিপ্ত প্রায়। মোর সেইক্ষণে
মনে হয়—হে সুন্দরি, ও দুটি চরণে
যেন এ সৌন্দর্যরাশি পড়িছে মূৰ্চ্ছিয়া
অতুল্য আধার লভি ; যেন তোমাকেই
করিছে বন্দনা শান্ত প্রেমভরে এই
নিখিল-সংসার ; যেন তুমি কেন্দ্রসম
টানিছ তোমারি মাঝে এই অনুপম
মাধুরী-বিন্যাসরাশি ? হে মোর মোহিনি
হে সৌন্দর্য-সারভূত—নির্যাসরূপিণী,
মধুময়ি, মনোময়ি, আমিও সেক্ষণে
উদ্দাম আগ্রহ ভরে, সুখের বেদনে
একান্ত ব্যাকুল হয়ে ওরূপ প্রভায়
—তন্ময় প্রণয়বশে লভিতে তোমায়—
চাহি তব স্পর্শমাত্র, কাছে ছুটে আসি।
স্পর্শ করি অনুভব—তুমি মোহ নাশি
তেমনি সম্মুখে মোর রহেছ জাগিয়া ;
তুমি আর কেহ নহ তুমি মোর প্রিয়া,

গুণময়ী সেই মোর সামান্যা মানবী,
সেই তুমি ! আমি শুদ্ধ সেই ভক্ত কবি
কল্পনা-বিভ্রান্ত, মূঢ় । ক্ষণেকো না যেতে
এই ভ্রান্তি—অর্থহীন স্বপ্ন নিশ্বাসেতে
কোথায় মিলায়ে যায় হারাইয়া ফেলি
স্বপ্ন, স্মৃতি, পুনঃ অনিমেষ নেত্র মেলি
চেয়ে চেয়ে দেখি তোমা পানে । ধীরে হায়,
মনে হয় ভালো আমি বেসেছি তোমায় ।
আর কাহারেও নহে, বেশি কিছু নয় !
বিহ্বলতা দূরে গিয়ে চিত্ত শান্ত হয়,
কর্মে পুনঃ দেই মন ।
কর্মের সাগরে
বহুক্ষণ মগ্ন রহি, একদিন ওরে,
লভিয়া তোমার কাছে বিরহের পরে,
একান্ত আগ্রহে, যেই ক্ষুব্ধ প্রীতিভরে
বক্ষে টেনে লইলাম, অমনি আবার
মনে হল—যেন বক্ষে নাহি তুমি আর,
বেদনা-আধার সম কি যেন আমারে
করিতেছে নিপীড়ন ; যেন সে আধারে—
যারে আমি চাই—একান্ত দুর্লভ হয়ে
সে যেন লুকায়ে আছে ; তুমি সেথা নাই !
আলিঙ্গনে বুঝি—যেন দেহ-কারাগারে
রেখেছ সংগুপ্ত করি সুধার ভাণ্ডার ;
আমি যেন চাহি—সেই(ই) অমৃত-মাঝার
নিমগ্ন, বিলীন হতে ; তব এই দেহ
যেন তা'র বাধা ! যেন মোর প্রীতি স্নেহ
নহে তব তনু লাগি, চাহিনা তোমারে ;
চাহি—অন্য কোনো কিছু, কিম্বা সেই তারে
—যারে আমি নাহি চিনি ! তুমি তারি যেন
শুদ্ধ এক প্রতিবিম্ব, নাহি জানি কেন

চাহিতেছ—তবু ওই দেহ-অন্তরালে
তাহারেই ঢাকিবারে। যে কিরণ ঢালে
ওই আঁখি তাহা যেন নহে গো তোমারি।
যেন তুমি তুমি নহ; যেন তব মাঝে
কে যেন দুর্লভ হয়ে লুকাইয়া আগে!
চাহি আমি—সেই তারে তোমারে লঙ্ঘিয়া!
চাহি লভিবারে সেই প্রচ্ছন্ন অমিয়া,
তোমারেই আমি নাহি চাহি।

অনিবার

এইমত ভ্রান্তিসনে চেতনা আমার
জাগিতেছে অন্তর জীবনে। প্রেমময়ি,
যবে তোমারেই মোর বক্ষে টেনে লই
চির সুধাময়ী জ্ঞানে, বক্ষে রুদ্ধ করি
দেখি—তুমি ব্যবধান! আলিঙ্গন মোরে
ক্ষণে ক্ষণে কহে যেন—তোমারি ভিতরে
আরো কোথা কিছু আছে, চাহি চরাচরে
সে অজ্ঞাত বাঞ্ছিতেরে; তুমি যেন নহ
আমার সে লক্ষ্য মণি; তুমি বার্তাবহ,
যেন গো আভাস তারি।

—স্বপ্ন ভেঙে যায়।

আবার জাগিয়া উঠি উদাসের প্রায়!
এ কেমন প্রেম-লীলা? কি জানি কেমন!
ব্যবধান জাগাইয়া দেয় আলিঙ্গন!
প্রেমের সম্ভোগ বাড়ে প্রেমের পিপাসা;
ভালবাসি, ভালবাসি,—নাহি মোটে আশা!
কিন্তু, হায়—এ জ্বালা যে সহা নাহি যায়
অন্তরের অন্তঃপুরে। সন্দেহ-দোলায়
সতত দুলিছে চিত্ত? কারে আমি চাহি?
—তোমারে? কি, তোমা মাঝে কিছু যার নাহি
কোনই সন্ধান বিশ্বে?

ভ্রান্তির কুহকে
আজো তাই, মূঢ় সম এসেছি এ শোকে
তোমারে দেখিতে তবু ; জানিতে নিশ্চয়—
আমার যে, প্রিয়তম আর কেহ নয়,
সে শুদ্ধ তুমিই প্রিয়ে !
কিন্তু, তবু, হায়—
বড় ব্যথা ! এ বেদনা বলা নাহি যায় !

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

ভরা প্রাণে

ভেবেছিলাম তোমার কথা বলব নাকো জনে জনে ;
রইবে ঢাকা চিরদিন তা মনে মনে।
মন যে এমন উঠবে ভরে জানব তখন কেমন করে ?
ছাপিয়ে উঠে পড়বে সে যে ক্ষণে ক্ষণে ?

যে দিন মধু সঞ্চারিল মরম ফুলে সঙ্গোপনে,
ভেবেছিলাম জানবে না কেউ বিশ্বজনে।
তখন কেবা জানত আগে মধুর সনে গন্ধ জাগে,
এমন করে' ছড়ায় পাগল সমীরণে ?

ভেবেছিলাম সাঁঝের ঘোরে যমুনাতে জল ভরিয়ে
ফিরব ঘরে একা বিজন পথ ধরিয়ে ;
সোনার কুম্ভে কাঁকণ লেগে মধুর ধ্বনি উঠল জেগে,
ভরা কলস চলার বেগে ছলছলিয়ে।

ভেবেছিলাম জীবন-ভরা মোদের চুমা গোপন ঘরে,
জানবে না তা আর তো কেহ ঘরে পরে ;
আঁধারের ওই বুকের মাঝে ধ্বনি তাহার এমন বাজে,
উঠল জলে তারায় হাসি আকাশে ভরে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কানে-কানে

হের, সখি, আঁখি ভরি শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দুটি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
কান পেতে শোন হেথা বালুতটে বসি।

নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে
সুর মিলাইয়া ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কার ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে!

যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে—
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক ;
মাধবী লতার ফাঁকে বকুলের তলে,
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক!

পাখি লুকায়েছে আঁখি পালক শিথানে—
আজিকার কথা বঁধু কহ কানে কানে।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

নৌকাপথে

মাঝি ভিড়ায়োনা চলুক তরী
নদীর মাঝে,
তরী এ ঘাটেতে বাঁধন নাকো
আজকে সাঁজে।

ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে,
জলটি যেথা ছুঁয়েই আছে,
এখনো যে ওই ঘাটেতে
পল্লীবালার কাঁকণ মাঝে।
তরী সেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে

২

ডুবছে রবি নীল গগনে,
যদিই আঁধার হয়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে
তরী মোদের চলুক ভেসে।
ওই গাঁয়ের ভাই নামটি শুনে,
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন বেদনা
জেগে উঠে হৃদয় মাঝে ;
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

৩

মৌন সাঁজের ম্লান মধুর
কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁজের দীপটি ছোট,
বিদায় ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটি গৃহ হোথায় কি না
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার
হৃদয় কোণে সদাই রাজে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

৪

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া

যেত ছোট কলসীখানি
কোমল তাহার বক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথলে উঠি
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে,
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

৫

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে
তটিনীর ওই শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজকে ও সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় গো বাধা সকল কাজে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

জগদিন্দ্রনাথ রায়

এস

ধরার উর্বশী ওগো মোর হৃদি-নন্দনের নারী,
বিচ্ছেদ বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি?
ওগো মোর হৃদি-কল্পলতা,
তোর চিরবিরহের সুকঠিন ব্যথা,
সেই জানে,
মর্মবিদ্ধ কর যার দুর্নিবার আঁখির সন্ধানে।

বসন্তের অফুরন্ত কুসুম সম্ভার
প্রস্ফুটিত প্রতি অঙ্গে যার।
বরষায় তটপ্লাবী নদী
অঙ্গের লাবণ্য যার বহে নিরবধি,
প্রভাতের মধুর অরুণ,
রক্তিম প্রণয়-ব্যথা যার সকরুণ,
বিশ্বে মোর তুই এক নারী,
বিচ্ছেদ বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি?
প্রশ্বাসে যাহার,
মলয় সুগন্ধ ভার
বহিয়া প্রচ্ছায় বনতলে,
দক্ষিণের মন্ত্রপড়া গন্ধবহ চলে,
যার নীল নিচোল অঞ্চলে
নীলিমা ছড়ায়ে দেয় শরতের গগন মণ্ডলে।
যার পাদ প্রক্ষেপের শোণিমা কুড়ায়ে
বসন্ত দিতেছে নিত্য অশোকে ও কিংশুকে ছড়ায়ে,
সেই মোর বিশ্বভরা তুই এক নারী,
বিচ্ছেদ বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি?
এস ওগো এস মোর প্রাণভরা ধন,
অরণ্যে বসাব মোরা সুরভি নন্দন;
মোর কুটীরের অন্ধকার
দূর করিবার
দিয়াছে দেবতা ওগো তোরি 'পরে ভার।
মিলন-বাসর-শয্যা পাতি,
রত্নবাতি
জ্বালাইয়া, রয়েছি বসিয়া।
এস গো উর্বশী লক্ষ্মী, এস রতি, এস মোর প্রিয়া।
এস মোর প্রাণাধিক প্রিয়,
জীবনের সব শূন্য নিজহাতে তুমি ভরে দিও।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যৌবন চাঞ্চল্য

ছুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমা মাখা কুয়াশায় দিক ঢাকা,
চারিধারে কেবলই পর্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ ।
এদিক ওদিক চায় গুণগুণি গান গায়,
কভু বা চমকি চায় ফিরে ;
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে ।
সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—
ছুটিয়া যুবতী চলে পথ !
টস্‌টসে রসে ভরপুর—
আপেলের মতো মুখ আপেলের মতো বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর ।
মেঘ ডাকে কড়্‌কড়্‌ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তাতে ;
উঘারি বুকের বাস পুরায় মনের আশ
উরস পরশ করি হাতে !
অজানা ব্যথায় সুমধুর
সেথা বুঝি করে গুরু গুরু !
যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ দুটি টলে—
পায়ে পায়ে বাধিয়া উপলে !
আপনার মনে যায় আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি
স্বরূপ জানেন ভগবান !

সহজে নাচিয়া যে বা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে
জানিনাক তারো কি ব্যথায়
আঁখিজল কাজল ভিজায় !

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

প্রকৃতির মাধুকরী

পঞ্চ ঠাঁই হতে নিত্য পঞ্চ মুঠি ভিক্ষা করে আনি
তুমি করিতেছ রক্ষা আপনার জীব দেহখানি !
তব এ যোগিনী সাজে লুকাইয়ে আছে কি মাধুরী,
যার দ্বারে যাও যবে ভিক্ষা-ঝুলি দেয় সেই পুরি !
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে কত যুগ, কত বর্ষ মাস,
কালের বিরাট গর্ভে রচে নিল আপন আবাস !
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, শৈথিল্য বিশ্রাম ক্ষণ আর,
তুমি সদা এক ভাবে পালিতেছ ব্রত আপনার।
এ ব্রতের কোথা আদি, কোনখানে হবে অবসান,
বিশ্বের কল্পনা কিছু নাহি করে সদুত্তর দান !
জানি শুধু রাজেন্দ্রানী, তব এই ভিখারিনী বেশ,
সাধিতেছে প্রতি পলে জগতের কল্যাণ অশেষ।
আনন্দে বিস্ময়ে তাই ভাবি বসে দিবা-বিভাবরী,
কিবা আসে কল্পে কল্পে আচরিছ পূত মাধুকরী।

কুমুদনাথ লাহিড়ী

প্রেমভিক্ষা

যে বেণু বাজায়ে রবি
খোলে দ্বার কমল-হিয়ার
সে বেণু বাজায়ে সখা
খোল মোর মরম-দুয়ার।

আঁধারের লীলা শেষ
যেন আজ দেখিবারে পাই,
আলোর রাগিণী দিয়ে
পরিপূর্ণ কর সব ঠাঁই।

আনন্দ—আনন্দ সব,
মুক্তি ভরা যত অনুরেণু,
বুঝাও, বুঝাও, সখা,
বাজাইতে তব প্রেমবেণু॥

গিরিজাকুমার বসু

ফাল্গুনে

এত কলি, এত মধু, এত গুঞ্জরণ
এত কেন বিচিত্র বরণ
আমার দুয়ারে আজি আনিলে বল্লভ!
নিশিদিন নবীন পল্লব
দক্ষিণের মৃদু বায়ে শিহরি সঞ্চরি
এই মোর মুগ্ধ হিয়া ভরি
এত কথা কেন কহে? হে প্রিয় আমার
আনন্দের এত উপহার

সহিতে যে পারে না পরাণ ; গেছ ভুলি
কি ব্যথায় গেছে দিনগুলি ?

সেই তীব্র বেদনার অন্ধকার টুটি
উঠে আজি চারিদিকে ফুটি
একি আভা, একি জ্যোতিঃ। উচ্ছ্বাসিয়া বুক
ঝলসিছে কি মহা ময়ূখ।
অন্তহীন রিক্ততার হিম শীর্ণ হাতে
বসন্তের কিরণ সম্পাতে
প্রাচুর্যের একি শুভ্র লীলা-শতদল
দিলে আনি সুধায় কোমল
একেবারে এত সুখ হানি হৃদিতলে
ভাসাইলে কেন আঁখিজলে ?

রাগ করিয়ো না, প্রিয় ! এতদিন পরে
হে বাঞ্ছিত, এলে তুমি ঘরে
মোর তরে নিয়ে এলে করি আহরণ
কত বেশ, কত আভরণ
মরমের বীণাখানি যতনে সাধিয়া
কত সুরে আনিলে বাঁধিয়া
নাই মনে অপ্রশংসা তার ; সমারোহ
চিত্তে মোর জাগায়ো না দ্রোহ
শুধু ভয়, পাছে গুরু নৈবেদ্যের ভারে
হারাইয়া ফেলি দেবতারে ॥

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

উৎপ্রেক্ষা

ওপারে জ্বলিছে চিতা—শিখা তার যেন
চুমিবারে চায় ভীত কুণ্ঠিত আকাশ ;
এপারে সাঁঝের বেলা—মনে লাগে হেন
কর্ণে পশিতেছে কার তৃপ্তির নিঃশ্বাস।
চিতা নহে—
    ক্ষুব্ধ দিবসের সে যে বিদায় চাহনি।
সে নিঃশ্বাস—
    গৃহমুখী কপোতের ক্লান্ত পদধ্বনি।

ওপারে দাঁড়ায়ে কে যে—হাতে দীপ তার—
নিশীথে উজলি কার পথখানি বাঁকা ;
এপারে শুনিতে পাই শ্লেষ-হাসি কার
বিদায়ের আয়োজনে অশ্রু দিয়ে ঢাকা।
দীপ নহে—
    রাত্রিবায়ে ক্ষণিকের আলেয়া সৃজন।
হাসিধ্বনি—
    গৃহাগত শকুন্তের নিদ্রালু ক্রন্দন।

ওপারে শুনেছি যেন অশ্রু-ভেজা সুরে
আশাহত জীবনের চরম আহ্বান ;
এপারে সরিয়া যায় দূর হতে দূরে
অলকের গন্ধ কার—স্মৃতি অবসান।
সুর নহে—
    ঊর্মি সাথে পবনের লুকোচুরি খেলা।
গন্ধটুকু—
    আমারি যে সাজি হতে বহে সন্ধ্যাবেলা।

-কালিদাস রায়

কুড়ানী

কুয়াশায় ভরা পো'ষের বিষম হাড়-কনকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে
মাঠ-পানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।

ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে পড়ে উথ্‌লিয়া ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটি আঁটি বোঝা বোঝা।
পিছু পিছু ধাই ঝুড়িটি লুকায়ে বার করি মোর ঝুলি,
যেটি পডে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জর জর পা'দুটো গিয়াছে ফাটি
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল মাঠের 'কুচল' মাটি ?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুর চুর ভরে যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা ? কুড়ুনী বাঁধিবে গোলা।"

শীত যায় যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধূ-ধূ করে সারামাঠ,
মরমর করে শুক্‌নো পাতায় গাছতলা পথঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়ি লই কাঁখে,
শুক্‌নো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা কয়ে ঘুরি ফিরি গোরু-বাছুরের কাছে কাছে।
বিকালে বেরুই, কাঠ-খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে-মাঠে,
পড়শীরা কয়, "শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে।"
বাদলা লাগিলে পথে ঘাটে কাদা, নিভে আসে খর তাপ,
তাল্‌পাতা দিয়ে-বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠকুঠো কিছু মিলে না কোথাও জলে না সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি ঝাঁকা।

নালীর 'পাউসে' জালটি পাতিয়ে বসে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুটীত্বটো আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায় লাউকুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে;
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে আনি ঝুড়ি করে।
নালাটি শুখায় কাঁকড়া লুকায়, মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
গুগুলি শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হাঁ করে আসে ছুটে,
মোর ভাগে থোয়, লোকে যা না ছোঁয় নিতে হয় যাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছি তো এত বড়।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে রয়, বাপ-মরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া-পড়শীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দেই না পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাকুরী করি না ভিখ্‌ও মাগি না এমনি করেই রই।
অনেক বকেছি কুড়ুনী বলিয়া ডেক নাকো মিছে পিছু,
মাঠে হাঁটিলে যে ঝুড়িটি ভরিবে, ঢুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নারী

বিশ্ব যদি নাহি দিত ভিক্ষা সেই দিন
তা হলে হয়ত মহী হত নারী হীন।
চন্দ্র দিল কান্তিকণা ভুজঙ্গ ভঙ্গিমা,
মৃগ দিল নেত্রশোভা, পুষ্প মধুরিমা,
নবতৃণদল দিল মরকত জ্যোতি,
লতা দিল রমণীয় নমনীয় মতি।

পালক লঘুতা দিল, বর্ণ সূর্যকর,
মেঘ দিল অশ্রুরাশি, শশ দিল ভর,
শিখী দিল রূপ গর্ব, বায়ু চঞ্চলতা
মধু দিল বিন্দু মধু, হীরা কঠোরতা।
ব্যাঘ্র দিল জিঘাংসা ও হিংসার আগুন,
তুষার দানিল চিত্তে হিম নিদারুণ,
বহ্নি দিল হৃৎপিণ্ড, মিথ্যা অঙ্গ রাগ,
নভ দিল নির্লজ্জতা, প্রেম বিষ ভাগ।

সুকুমার রায়

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাস্‌তে তাদের মানা
হাসির কথা শুন্‌লে বলে,
'হাস্‌ব না না, না না!'

সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে।
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয় 'হাসিস যদি
মারব্‌ কিন্তু তোকে।'

যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!

সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে !

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ধারে ধারে।

হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?

রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

হেমলতা ঠাকুর

দেয়ালি

ভালবেসে হাতে তুলি দিয়েছিলে কাজ
চুকায়ে যেতেছি তার সবটুকু আজ
মুহূর্তের তরে তারে করি নাই হেলা
পথে বসে করি নাই বিপথের খেলা।
কি হারাল কি খোয়াল কি হল সঞ্চয়,
পৃথিবীর পথে তার রবে পরিচয়।
পৃথিবী ছবিটি তার যতনে আঁকিবে
গগনে গগনে শুভ সংবাদ বহিবে।

বায়ু ছড়াইবে তারে দেশ হতে দেশে
পুষ্পিত ফলিত হবে ফুলে ফলে শেষে।
নিরন্তর বহি চলি চিরন্তন সুর
মাটির অন্তর ভেদি উঠাবে অঙ্কুর।
ছুঁয়ে যাব সুন্দরের নন্দন দেয়ালি
সুন্দরে অন্তরে ধরি প্রেম-দীপ জ্বালি।

হেমেন্দ্রলাল রায়

প্রিয়ার পথ

লাল সুরকির বাঁকা সে পথের মতো,
হিজলের ফুল লুটায়ে পড়েছে কতো।
সিক্ত আঁচল উচল বক্ষে টানি।
জলের কলসী কাঁখের উপরে আনি,
এই পথে গেছে আমার প্রেয়সী রানী!

পথের উপরে ধূলায় পাদুকা গড়ি,
লঘু চরণের চিন্ সে রয়েছে পড়ি।
সজল মেঘের কাজল মদিরা পিয়া,
বকুলের বন নীরবে উঠেছে জিয়া,
এই পথ দিয়া গিয়াছে আমার প্রিয়া!

মেঘে মেঘে ঢাকা পড়েছে রবির রেখা,
জলের কিনারে বলাকা উড়িছে একা,
বাতাসে ভুলায়ে, নদীরে হেলায় ছলি,
ফুলটি নোয়ায়ে, তৃণটি চরণে দলি,
এই পথে মোর প্রেয়সী গিয়াছে চলি!

অশোক এখনো ফুটিয়া রয়েছে গাছে,
পায়ের ধূলায় শেফালি মরিয়া আছে।
গানে গুঞ্জনে অধীর আকুল শ্বাসে,
নূপুর আভাস বাতাসে ভরিয়া আসে,
এই পথ দিয়া গেছে প্রিয়া মোর পাশে !

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিশ্বপিয়ালার ধারা

মাতাল, মাতাল !
ওরে ঢাল্,
স্বজনীর অধর-মাখানো,
শীতকালে কোকিল-ডাকানো
জীবনের ধারা !
প্রাণপণে পান করে আমি হই সারা।
ভেসে যাক্—তৃষ্ণাতে তাতল মোর বুকের চাতাল-
আমি যে মাতাল
একি তাপ, একি জ্বালা !
মায়া-ফুলে ঢাকা ওগো কণ্ঠকের মালা
কণ্ঠেতে পরিয়া
ইহলোকে কত নর আছে হাহা জীবন্তে মরিয়া ?
ছলনা ডাকিনী
মোহিনীর রূপ ধরি গায় সদা সোহিনী-রাগিণী !
মুরলী-গুঞ্জনে-ভোলা
মৃগ-মত্ত-ছন্দে দোলে অন্তরেতে আনন্দ হিন্দোলা ;
অন্ধ হয়ে ছুটে আসে,—অন্ধকারে বদ্ধ হয় শৃঙ্খলের ফাঁদে ;
কোথা যায় আকাশ বাতাস—
অসীমের অব্যয় উল্লাস !

কারাগারে হাহাকারে প্রাণ খালি কাঁদে, কাঁদে, কাঁদে!
(মানবের ভয়ার্ত ক্রন্দন,
স্রষ্টা সেও করে না শ্রবণ।)
নিজে কাঁদে, নিজে শোনে ; পিঞ্জরের দ্বার,
চূর্ণ করে পঞ্জর তাহার।
যন্ত্রণার ষড়যন্ত্রে পুনর্বার
শৃঙ্খলের ঝঙ্কনার ধ্বনিঝঞ্ঝা কী প্রচণ্ড করে তিরস্কার!

বিশ্বে তুমি আছ কি ঈশ্বর?
থাকো যদি, নহ গো নিঃস্বর!
ধনী-জনে শিষ্য কর, তব বরে পায় তারা সুখ।
তাই তারা তব নামে সতত উৎসুক,
তাই তারা তোমাকেই মানে
ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রাণে।
ফোটে ফুল
বসন্তের অন্তঃপুরে অন্ধকারে করে ঢুল ঢুল—
দরিদ্রের হৃদয়-শোণিত
গোলাপের সারা দেহ করেছে লোহিত!
কাঙালের অশ্রুনীর,
প্রমত্ত নীরধি গর্ভে বিক্ষোভেতে হয়েছে অস্থির।
বজ্র ছাড়ে উন্মত্ত ফুৎকার
বুভুক্ষু ভিক্ষুক প্রাণে যত দুঃখ রহি রহি করিছে উদ্‌গার!
হিমালয়,
দীনের হৃদয় ও যে হয়ে জড় শিলাময়
নিবেদিছে অনন্তের প্রতি,
বিক্ষুব্ধ চিত্তের যত নিস্তব্ধ মিনতি!

রে হৃদয়
কেন কাঁপো—কেন কর ভয়?
দাহ থেকে চাহ যদি প্রাণ,

সুধা পাত্রে কত মুক্তি স্নান!
এ জগৎ ভুলে যাও,
নিরালাতে বসে বসে পিয়ালার রাঙা গান গাও আর গাও!
এ পিয়ালা গড়া কিসে নেই তার ঠিক—
মৃত্তি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাইবে—কিম্বা এ স্ফটিক!
ভরে মোর চিত্ত-হ্রদ,
শব্দে গন্ধে স্পর্শে ওহো! টলমল করে খালি মদ আর মদ!
দ্রাক্ষারসে নাই শুধু সুরা
ওস্তাদের সুপটু আঙুলে সুরে সুরে ঢালে সুরা তানপুরা!
সুরা ভরা পূর্ণিমার রূপ,
সুরা ভরা প্রেয়সীর চুম্বন-প্রয়াসী কেঁপে-ওঠা মধু কণ্ঠকূপ।
মর্মবধূ হয়েছে অধীরা,
রবীন্দ্রের কাব্য গেহে পান করে সুখে-দুখে কবিত্ব মদিরা।
চারিভিতে—
বিহঙ্গের গীতে,
বনের সবুজ, ছোট তৃণফুলে, গিরি-দরী, নিঝরে, সরিতে—
আছে সুরা সুরসিকে মাতাল করিতে।
গেলে উপবনে,
মনে মনে,
গন্ধময়ী সুরা ঝরে অগোচরে মত্ত করে দেয় বিশ্বজনে।
পত্র-বীণে কি মর্মর ওঠে শোনো বেজে—
শব্দময়ী সাধু সে যে!
স্পর্শময় মদ্য-ধারা সদ্য করি পান,
দেখি যবে, একখানি তনুলতা বুকে মোর নীরবে শয়ান।
পিয়ালা ভর দে মুখে হয়ে থাকি আমি মাতোয়াল।
মোর পেশা—
নেশা ভাই! নেশা খালি নেশা!
ভুলে গেছি বিল্‌কুল্ ধমনীতে আছে কত শোক, তাপ, জ্বালা!
মরণ সে ডাক দেয় কানে কানে ঘন ঘন ঘন—
ভয় তবু পাই না কখনো!

বোতলের মদে নয় রূপ মদে আমি নব ওমর খৈয়াম
মরণে জীবনে দেখি আমি তাই, ভালো লাগে তাই ধরাধাম!

জাগো রে মরণ-ভীত
দুঃস্বপ্নের কোলে শুয়ে কে তোরা নিদ্রিত?
এস গো গরিব?
জ্বালো ফের প্রাণের প্রদীপ।
সন্ধ্যা হল! মিছে ডাক 'কোথা তুমি ভগবান!'
কোথা ভগবান্?
মরণের মহাসাগরের তীরে
ফিরে-ফিরে-ফিরে
প্রতিধ্বনি চমকিয়া জাগে ঘন ঘোর উথলায় শূন্য তার বান!
আভিজাত্য-জাঁকে স্তব্ধ জগতের চির-অধীশ্বর—
শোনে না সে কাঙালের স্বর!
আমিও গরীব বটে।
তবু মোর হৃদি-তটে
নিশিদিন সুলীলারে বহে কেন আনন্দের ঢেউ;
জানো তা কি কেউ?
অহরহ করি মাতলামি—
তাই সুখী আমি।
ঈশ্বরের নহি মোসাহেব। দেয় নাই ইষ্টমন্ত্র সাধনের গুরু।
নরকের ভয়ে হৃদি করেনাকো তবু দুরু-দুরু!
দামাল ছেলের মতো হেসে-খেলে নেচে গেয়ে যায় মোর কাল—
আমি যে মাতাল!
জাগরণে, স্বপনে, শয়নে,
মত্ততা যে মাখা দু-নয়নে।
আসে যদি অমা,
রূপের চাঁদিনী মেঘে বুকে মোর আছে প্রিয়তমা।
অধরে সরক—
চুমুকে চুমুকে তাই করি সুখে আনন্দ পরখ।

এ সরক গড়া কিসে নেই তার ঠিক,
স্মৃতি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে কিম্বা এ স্ফটিক !

শিরে তুলি
আলক্ষ্মীর পদধূলি,
অসম কাঁদুনী-ছন্দে ক্রমাগত কেটে যায় জীবনের তাল !
ওরে-ওরে কে হবি মাতাল ?
আয় আয় ! শুষ্ক হয় জীবনের নদ,
ঢাল্ ঢাল্, ওরে ঢাল্ এই বেলা ঢাল তাতে পিরীতির মদ—
দুঃখ শোকে চুবাইয়া কর্ ত্বরা কভু বধ !
শোন্-শোন্ ডাকে ইহকাল !
ধরণীর প্রাণরস দুই হাতে লুটে,
আয়—আয় ছুটে
বিশ্বের যৌবন কুঞ্জে, ছেড়ে তোর তমিস্র পাতাল—
যে হবি মাতাল !
যেথা আছে প্রিয়া,
ঢুলুঢুলু দুটি চোখে সুরতের লাল নেশা দিয়া।
হেথা আছে সুর,
কুসুম-পরাগ-মাখা দখিনার মাদকতা দিয়ে পরিপূর !
হেথা আছে আলো,
তপনের সোমরস কণ্ঠ ভরে যত পারো ঢালো আর ঢালো !
পাত্রে যদি থাকে রে আসব,
ধরা-স্বর্গে আমি যে বাসব।
মাতাল ! মাতাল ! আমি তুমি সবাই মাতাল—
পিয়ালা ভর্ দে মুখে হো হো মোরা মদের মরাল—
দুঃখ-শোকে ভাবি না করাল।
দে রে, দে রে—একেবারে মাতাল করে দে—
রূপ দিয়ে সুর দিয়ে পিয়ালা ভরে দে !
এ পিয়ালা গড়া কিসে নেই তার ঠিক।
স্মৃতি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে—কিম্বা এ স্ফটিক !

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

দুনিয়াদারী

আরে বন্ধু এসো এসো, অনেকদিনের পর দেখা—কেমন আছ?
খবর ত হে ভালো?
ওরে রামা কোথায় গেলি? দে না তামাক, সন্ধ্যে হল নেইক খেয়াল
জ্বাল-না ঘরে আলো!
কি হে তুমি খাও না তামাক! সাধু পুরুষ হলে আবার কবে?
চা খেতে ত আপত্তি নেই? এক পেয়ালা চা পান করোই তবে।
আজকে রাতে ছাড়ছিনাক—এইখানেতেই তোমার নিমন্ত্রণ;
কোন্ ঠিকানায় আছ বলো? খবর দিতে পাঠাচ্চি একজন;
ছেলে মেয়ে কটি হল? কত বড় তারা?
বল কি হে একটি ছেলে সেদিন-গেছে মারা!
বলছিলে কি? কথা আছে? চলো চলো বারাণ্ডাতে চলো,
দিব্যি সেথায় নিরিবিলি, বইচে হাওয়া, কী বলছিলে বলো!
মেয়ের বিয়ে? শুনে বড় আনন্দিত হলেম আমি। বর্ধমানেই
ছেলের বাপের বাড়ি
শাশুড়ী নেই ননদও নেই—এ তো অতি ভাল কথা, মেয়ের দেখছি
বরাত ভালো ভারি!
ছেলেটি কি? পড়চে বি.এ! বাপেরও বেশ পয়সা কড়ি আছে—
শুভকার্যে বিলম্ব কি? অমন পাত্র বাড়ির অমন কাছে
ছাড়ে কি কেউ? কিন্তু তাদের, বল্‌চো তুমি, টাকার বড় খাঁই—
গয়না বাদে নগদ নগদ তিনটি হাজার গুণে দেওয়াই চাই!
ছেলের বাজার বেজায় গরম—উপায় তার কি বলো?
সভা করে বক্তৃতা দে' নেই এর কোনো ফলও।
তবু দেখো চেষ্টা করে যদি কিছু কমে সমে পারো,
এমনিই কি তাড়াতাড়ি? মেয়ের বয়েস সবে ত এই বারো।

অবাক কল্লে! আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে, বোলচো তুমি—
সমস্ত টাকার জোগাড় নাই,
বারো বারো বয়েস হল মেয়ের তোমার, এতদিন নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছিলে ভাই!

ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়েই আমরা খালাস, ভাবেন অনেক বাপ,
এতে করে সমাজেতে ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে পাপ,
বাড়চে দুঃখ, বাড়চে দৈন্য, তবু লোকের ভাঙ্চেনাক ভুল,
দায়িত্বহীন বিয়েই হচ্ছে এই সমাজের সব অনর্থের মূল।
হয়তো আমার কথাগুলো লাগবে কানে রূঢ়,
কিন্তু দেখ চুল পেকেছে, হয়ে গেলাম বুড়ো—
স্পষ্ট কথা মনে যা হয় স্পষ্ট করে মুখেই ফেলি বলে,
বন্ধু চটে—নাচার তাতে, বোসো বোসো—যাচ্ছ কোথা চলে।
এ পৃথিবী কঠিন ভারি—বি-এ, এম-এ-এর কর্ম নয় সমঝে হেথা,
বুঝে সুঝে চলা,
এত বিদ্যে করলে জমা, ফল কি হল? মূর্খ আমি আমার মুখে
মানায়নাক বলা
এ সব কথা—তবে কিনা ভবিষ্যতে এমন ফেরে আর
পড়তে না হয়—বে-আন্দাজি খরচ করে লোকের কাছে ধার
চাইতে না হয়—তারি জন্যে বন্ধুভাবে বলচি এসব আমি
—কাপড় বুঝে জামা কাটো—ইংরাজের এই প্রবাদ ভারি দামী!
আহা আহা উঠচো কেন? এত কিসের তাড়া?
ট্রামেই যেও, লাগবে না হয় পাঁচটা পয়সা ভাড়া।
বাড়ির গাড়িই দিতুম আমি কোচোয়ানটা দুদিন পরে জ্বরে,
মোটরখানাও বিকল হয়ে পড়ে আছে আস্তাবলের ঘরে।

হ্যাঁ, যে কথা বলতে ছিলুম, আছে বটে আমার কিছু যৎসামান্য
বিষয় আশয় আয়,
কিন্তু আমার খরচপত্র এত বেশী অনেক সময় মান-সম্ভ্রম
বাঁচিয়ে চলাই দায়।
তোমরা দেখো মোটর চড়ি, ফেটিং হাঁকাই, কিন্তু ইহার পিছু
কতগুলি ঢালতে যে হয়, হিসেব তাহার নাও না তো কেউ কিছু।
তার উপরে গিন্নী আমার এত অবুঝ, খরচে এত বেশী,
এমনি ভাবে চললে পরে ফতুর আমায় করবে শেষাশেষি!
যত বলি বুঝে বুঝে সমঝে একটু চলো,

আমোল দেয়না মোট্ট সে কথা—কেমন করে বলো—
পেরে উঠি এমনিতর প্রবল প্রতাপ গৃহ-শত্রুর সাথে ?
শাসন বারণ ঢের করেছি উল্টে কেবল কেলেঙ্কারিই তাতে।
ধার দিওনা, ধার নিওনা—শুনতে পাই যে বলে গেছে ইংরাজের যে
সবার সেরা কবি;
সাধে কি আর জাতটা বড় ? বলতে পারে অমন একটা দামী কথা
তোমাদের ঐ রবি ?
ধার দিওনা, ধার নিওনা—আমারো ভাই এইটি হচ্ছে 'মটো'
খোলাখুলি বললুম সবই এতেও যদি আমার উপর চটো,
করবে তুমি আমার প্রতি একটা বড় মস্ত অবিচার,
ভাববে তুমি ইচ্ছা করেই তোমায় আমি দিলুমনাক ধার।
ঋণের চেয়ে নেই মহাপাপ, তাহার চেয়ে ভালো,
একবেলা যে খেয়ে থাকে, এই যা গেল আলো।
ওরে রামা, ওরে রামা, গেলি কোথা ? চলো নিচের হলে,
না না এই যে আলো এলো। উঠচো কেন ? পড়োনি তো জলে।

মানুষে যে কর্জ করে—অনেক সময় অভাবে নয় কু-অভ্যাসের
দরুণ শুধু খালি,
কত লোকের নেশাই হচ্ছে কর্জ করা—পেশাই হচ্চে মহাজনকে
পাড়া তাদের গালি :
কর্জ করার কু-অভ্যাসটি অনেক স্থলে আপনি গজিয়ে ওঠে,
সেই জন্যেই কর্জ দেবার পক্ষপাতী নইকো আমি মোটে,
বিশেষত বন্ধুজনে—যারা আমার প্রাণের মতোই প্রিয়
টাকার সঙ্গে অনেক সময় যায় যে মারা সাবেক প্রণয়টিও !
টাকা ভারি পাজি জিনিস সব অনর্থের মূল,
—ঋষির বাক্য নেইক এতে একটি বর্ণ ভুল।
রুমাল দিয়ে একশোবারি ঘোষচো যে চোখ, পড়লো কিছু চোখে !
কও না কথা, আমিই কেবল এক নাগাড়ে যাচ্ছি কেবল বকে।
এখন থেকে হিসেব করে চলতে শেখো—বুঝে সুঝে খরচ করো
আয়ের অনুযায়ী,

অদৃষ্টকে দোষ দিওনা—ভাগ্য সে তো নিজের হাতে—মিথ্যে কেন
কর তারে দায়ী।

চাকর বামুন তাড়িয়ে দিও—বড় মানষি নয়কো অত ভালো,
নিজের হাতে কিনবে জিনিস আনাজ-কোনাজ, তেল-মুন-চাল-ডাল
পরিবারকে বসিয়ে রেখে খেতে দেওয়া আহাম্মকের কাজ!
বলবে তারে রেঁধে দিতে অসঙ্কোচে—নেইক এতে লাজ;
পরের হাতের লুচি পোলাও কোপ্তা কাবাব চেয়েও
ঘরের রান্না শাক-অন্নও একশো গুণে-শ্রেয়;
শরীর খারাপ? অষুধি তার দুটি বেলা হাঁড়ি নিয়ে বসা,
সকাল হলেই ঘটি-বাটি থালা-গেলাস মাজা এবং ঘষা।

ঐখানেই যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—বুঝে দেখো এমন কথার
নেইক কিছু মানে,
রাজার ঘরে দিলেই বিয়ে হয় না রাণী—আসল হচ্ছে মেয়ের বরাত
কেই বা না এ জানে?

ওরি মধ্যে দেখে শুনে যেখানে হয় সস্তা গণ্ডা—দাও,
চেষ্টা করে খুঁজে দেখো—বিনাপণে হতে পারে তাও,
শুনতে ত পাই ভালো ভালো এমনতর আছে অনেক ছেলে
বিয়ে যারা করতে পারে হাসি মুখে কিছুও না পেলে,
দৈনিকে কি সাপ্তাহিকে দাও না কেন ছেপে,
নামটা না হয় আপাতত রাখলে তোমার চেপে।
একি! একি! পড়লে উঠে। আচ্ছা এসো, —কে আছিস রে কে ও।
আসবে যখন কলকাতাতে একবার করে দেখা করে যেও।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নায়ে সুখমস্তি

সুধার ধারা যাচ্ছে বয়ে, তৃষ্ণা মেটাও প্রাণ ভরে !
দুঃখ শোকের চিন্তাকে আজ জয় করে নাও গান করে।
গাইছে পাখি কুঞ্জবনে, সে গান শোনো আপন মনে
চাঁদের আলোয় একলা বেড়াও রাত-দুপুরের প্রান্তরে !

বনে বনে যে ফুল ফোটে, ভোগীর সে যে মন তোষে।
ভোগের তরে জীবন পেলে, সম্ভোগে রও সন্তোষে।
মুক্ত গায়ে গাছের ছায়ে, জাড়াও জীবন মলয় বায়ে,
সময় গেলে মরবে ভেবে, কাঁদবে শেষে আপ্‌সোসে।

দিন চলে যায়, আঁধার আসে, তাতে তোমার ভাবনা কি ?
যা হবার তা হচ্ছে হবে, জীবনটা, ভাই, নয় ফাঁকি !
বিশ্ব বিরাট অর্থে ভরা, ব্যর্থ নহে সৃষ্ট ধরা,
শাস্ত্র পুঁথি আউড়ে তবু তর্ক করা চাই নাকি ?

শাসন্‌-শেকল সেধে পরে যে সব মানুষ মন্‌-মরা !
তাই সকলে টিটকারী দেয়, করছে হাসি মস্করা !
আর কি তবে পুরুষ নারী, পিয়াস মেটাও তাড়াতাড়ি,
পরের কথা ভাবব পরে, চলুক জীবন ভোগ করা।

কিরণচাঁদ দরবেশ

'ইয়ে' মাহাত্ম্য

বিশ্ব যে দিন হাস্তমুখে জাগল,
বাণী-বাণীর আগমনী মাগল ;
মৌন মূঢ় বুকের তলে
শোণিত রাঙা শতদলে
ভাষার মুখর ফুল-কুমারী ফুটল,
ভাব-মলয়ার সোহাগ-সুবাস ছুটল ;

কোমল হাতের লীলা-কমল হিল্লোলে,
বহে গেল নয়টি ধারা কল্লোলে ;
বয়ান ভরা জাগল হাস্য
নয়ন-কোণে করুণ লাস্য
শান্ত রৌদ্র বীর বীভৎস সকলে
জাগল ভীষণ জাগল মোহন অতলে ;

তুমি ছিলে কোন সায়রে মগনা ?
ভাষা রসের কোন লহরে লগনা ?
মন্দিরেরি চূড়া নিয়ে
কোন বাসুকীর দড়া দিয়ে
উঠলে তুমি ওগো ইয়ে, মন্থনে ?
ভাষার অটুট মাল্যখানি গ্রন্থনে ?

রাজ্য যেথা মৌন নীরব কথাহীন
তুমি সেথা বাঁচাও তারে চিরদিন।
সকল রসের আলাপনে
তুমি আরো সঙ্গোপনে
সকল কথার সমাপনে আছ লীন ;
নিত্য তোমারে চিতে আসন হে প্রবীণ !

সভার মাঝে বক্তা সাজে দাঁড়ায়ে।
বাক্য তখন বচন ফেলে হারায়ে ;
তখন ইয়ে তুমি এসে
নীরব কণ্ঠে দাঁড়াও হেসে
আকুল তটে কোমল বাহু বাড়ায়ে।
দাঁত-চিবানো ঘ্যাঙানি দাও দাঁড়ায়ে।

সকল রসের ভাষ্য তুমি ইয়েটি
প্রাণ-পিঁজরার যত্নে পোষা টিয়েটি।
তোমার মধু গুঞ্জরণে
বাণী বাণীর কুঞ্জবনে
রঙীন রাগের শিল্পী বাজে সোহাগে।
কি ভৈরবে কি মল্লারে বেহাগে।

ধন্য তুমি বিপথ-বারণ হে মহৎ
ওগো ইয়ে, তোমার পায়ে দণ্ডবৎ।
যে বোঝে না তোমার তত্ত্ব
জ্ঞান নাই তার মন্ত্র-তন্ত্র
তুমি ছাড়া ভাষা ব্যর্থ রচনে ;
তোমার দয়ায় বাক্য বাঁচে বচনে।

নিরুপমা দেবী

সন্ধ্যা

দিবসের শ্রান্ত আলো বিধবার হাসি সম ম্লান,
নীড়ে ফেরা বিহগের বন্ধ হল আনন্দের গান।
মুমূর্ষুর আশা সম শেষ আলো পড়িয়াছে হেলি
সন্ধ্যাসতী নামে ধীরে অন্ধকারে অঞ্চলটি মেলি।

বিরহীর দীর্ঘশ্বাস কাঁপাইল স্থির তরু শির
বহিল সমীর।

নেবু ফুল গন্ধ আসে, সন্ধ্যার সে অলকের বাস।
কুমুদ উঠেছে ফুটি পুর্ণিমার ব্যগ্র নব আশ ;
কামিনীর ঝরা দলে পূর্ণ আজ শ্যাম তরু-বীথি,
জীবনের অবসানে এ যেন গো শৈশবের স্মৃতি।
গোলাপ উঠেছে ফুটি শিশুর সে প্রাণখোলা হাসি
সৌরকর রাশি।

পশ্চিমের লাল আলো—শিশু দেখে মার স্নেহ মুখ,
তারই তলে আছে যেন মায়েরই যতনভরা বুক,
আকাশের তারা দেখে মানবেরে সোদরের স্নেহে,
অশরীরী স্পর্শ যেন বুলাইয়া দেয় সর্ব দেহে!
কণা কণা স্নেহাশিস ঝরিতেছে সাঁঝের আলোকে
দ্যুলোক ভূলোকে!

যে কেঁদেছে সারাদিন সন্ধ্যাদেবী মুছাবে সে আঁখি
তাহার লেগেছে ধূলা সে ধূলা আপনি লবে মাখি,
শান্তিহারা হৃদয়ের ঝিল্লীরবে বলিবেরে 'ঘুমা'
শোক-পাণ্ডু অধরেতে দিবে আঁকি কি নিবিড় চুমা,
আশ্রয়হীনেরে লবে কোলে তুলি, দিবে দোল ধীরে
স্নেহাঞ্চল ঘিরে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঘুমের ঘোরে

(প্রথম ঝোঁক)

এস তো বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায় আমায় হয়ে থাক্ দুটো কাটা ছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালি !
পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখন-মাখান পথে,
ছোট বড় কত টানে অবিরত টলে না সে কোন মতে।
সৃষ্টি চমৎকার—
ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা আছে চারি ধার।
সে দিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া।
লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া !
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের, আহা ! অপার করুণা" কেঁদে কেঁদে তারা বলে ;
দেখেছি যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হল কতটুক্ !
একাকী ফিরিনু ঘরে
প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে !
ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না থাক্ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"
বন্ধু, প্রণাম হই,
শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই ?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঃঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!
সেই জুড়াবার ঠাঁই ;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ যুগ ধরে কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে!
কোনো যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা ;
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত ঘাঁটা!
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা!
আমি বলি, কিনে তুলো—
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।

কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর? তুমি দেখি সব-উঁচা।
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাটিতে কেন চোখে মার খোঁচা!
জানি তুমি ভাল ছেলে।
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি আন ডালা ভরি ;
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে "তাঁর অপার করুণা, মরি।"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
"গোরু মেরে জুতো দান" অপেক্ষা নহে কভু বেশী-পুণ্য!

প্রভাতে উঠিয়া বহির হইনু সিক্ত গ্রাম্য পথে,
ঘুম ভেঙেছিল, এমন শপথ করিব না কোনো মতে।
ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও করে ছুঁড়ে ফেলে।

বন্-বন্-বন্-ঘুর-ঘুর-পাক চিত্তেন কেত্তেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে "হায় হায় হায় ! ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা !
জীবন যে আসে ফুরায়ে"—
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘূর্ণন—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেত্তিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে—
ফাটা লাট্টুটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে।

বন্ধু, এখনো ঘুম দাও, নহে কহিব অনেক কথা,
অনেকের পরে হইবে সেটা যে কঠোর নির্মমতা ;
ঈশ, মুশা আর বুদ্ধ
কন্‌ফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান ;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান ;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,
রবেনা নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ !
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
ভগবান চান তোমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !
কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান তবু হয় না'ক, এ কথা পাগলে বলে !

বড় কৃতজ্ঞ রব তোমা কাছে, হৃদয়বন্ধু মোর।
চিরতরে যদি বুলাও নয়নে বিস্মৃতি ঘুমঘোর !
থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা
নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চির দ্রষ্টা।
ঘুরনের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে।
অনিমেষ আঁখি পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে মোদের তরে।

মোরা ভুল করে প্রণমি তোমায়, ভুল করে করি রোষ,
তোমায় তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি,
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই আপনারে দিই ফাঁকি।

আমরা যখন সুখে সুখী হই সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে—আমরা দুঃখে হই ম্রিয়মাণ।
কেন যে এসব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনোদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ ;
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিক হাত !
তুমি শালগ্রাম শিলা ;
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।
ছুঁয়েছি তোমার মৃত্যু-তিলক মুক্ত যজ্ঞ-ঘোড়া ;
মোদেরি পাকান প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠান দড়ি ;
তারি সাহায্যে, বাসনা-তোমার যজ্ঞ-অশ্ব ধরি !

বন্ধু, আমার হৃদয় বন্ধু, তবু তোমা ভালবাসি ;
স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি।
তখন তোমাতে থাকি,
বিয়ের বাজনা মরার কান্না মিছে করে ডাকাডাকি ;
শান্ত তখন শ্রান্ত হৃদয়, ক্ষান্ত অচল মন,
নাহি আশা প্রেম নাহি আশঙ্কা সব সকল রণ।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি !
প্রেমে ও ধর্মে নাহি প্রয়োজন বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।
অসীম জড়ের মাঝে
চেতনা শক্তি ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।

শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম পড়িতে চায় ;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি, পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর!
সকল শক্তি সংহত করে হয়ে আছ মহা জড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতরি বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা।
জগতের শৃঙ্খলা,
স্বপ্নেরি মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা!
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রশ্ন

সত্য করি কহ মোরে কী পেয়েছ প্রাণের নিভৃতে,
পেলে না যা এই ধমনীতে।
লভিয়াছ জীবন-সম্বল,
আপনার অন্তস্তলে পশিয়া কেবল ?
কী আছে সেথায়
সূচীভেদ্য অন্ধকারে সঙ্গীহীন গোপন গুহায়।
বিশ্বে যাহা পেলে না কোথাও,
রুদ্ধ কক্ষে আঁখি মুদি চিত্তে তাহা পাও ?

জানি তুমি একদিন আমাদেরি মতো শান্তিহারা···
ছিলে যেন উন্মাদের পারা

আলোড়িয়া কত আবর্জনা
খুঁজিয়াছ আতিপাতি অমৃতের কণা
মরতের পরতে পরতে,
ফিরিয়াছ পথে পথে নতশিরে ব্যর্থ মনোরথে।
নয়নে ফুটেছে আজি তব
উদার প্রশান্তি ভরা দৃষ্টি অভিনব।

মনে হয় তোমা মাঝে আজি আর কোনো দৈন্য নাই,
বিস্ময়ে তোমার পানে চাই।
শুধাইলে, শুধু মধু হাসি
নয়নে অধরে তব যেন পুষ্পরাশি
প্রস্ফুটিত করে,
কও না তো কোনো কথা মৃদু হাসি মিলায় অধরে ;
জ্যোৎস্না ঝরে ফুল্ল দু' নয়নে,
জানি জ্বলে রত্নদীপ পরান গহনে।

সে মণি লুকানো আছে সবারি অন্তর মাঝারে,
মাটি-চাপা স্ফুরিতে না পারে ?
কেমনে সে ধূলির গুণ্ঠন
উন্মোচিয়া উদ্ধারিব দীপ্তি বিকিরণ,
জানি না কোথায়
লুকানো রয়েছে মণি কঠিন আস্বাদ মৃত্তিকায়
অন্তরের কোন গুপ্ত কোণে,
তোমারে নেহারি যবে জাগে আশা মনে।

মোহিতলাল মজুমদার

স্মর-গরল

আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের দেহলী পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল, সাজাইনু থরে থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ—
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তার আঁকিনু যতন-ভরে।

মধু ঋতু সাথে মাধবের সখা দাঁড়াল দুয়ারে মোর,
অনঙ্গ পুনঃ অঙ্গ ধরিল—বর বেশে এল চোর!
ধ্বজ-পতাকার অম্বর ছায়,
রাগ রাগিণীরা বন্দনা গায়,
নাচে চারি ভিতে কলা-বধূদল-পায়ে বাজে পায়জোর।

হেরিনু তাহার কলঙ্ক শোভে কুঞ্চিত কালো কেশে.
মধুর অধরে মঞ্জু পিপাসা মিলাইয়া যায় হেসে!
অঙ্গদে স্ফুরে বিদ্যুদ্দাম,
ধনুখানি তার আজও উদ্দাম—
বুকে আছে তবু বিভূতির রেখা দাহনের অবশেষে।

নব তনু তার নেহারি নেহারি আঁখি হল অনিমেষ,
সারা যৌবন জপিনু তাহার অপরূপ যোগী বেশ।
হর নয়নের বহ্নির কণা
দেহ হতে তার আজও ঘুচিল না—
তাই মদনের হাসিমুখে একি বেদনার উন্মেষ।

সেই সে মূরতি ধেয়াইনু যবে স্বপন-সোপানে বসি—
একে একে মোর মনের নিশীথে উল্কারা গেল খসি।
বাঁশীতে বাজিল ব্যথার মোহিনী,
রতি হল রাধা চির-বিরহিণী,
কেলি-কদম্ব মূলে বিরাজিল উদাসীর বারাণসী!

স্মর-গরলের জ্বালা হল তার বুকের নীলাম্বরী—
মোর কাম-বধূ বিষিমতে জাগে বিয়োগের বিভাবরী।
নীবি বাঁধা বটে মণি-মেখলায়,
আঁখির কাজলে বিজুলি খেলায়,
ফুল-বিছানায় তবু সে যে মোর চিতানল-সহচরী!

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা-রভসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কাম-কলা-কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস
আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ।

দুই ভুরু মাঝে বিন্দুসমান আলো জ্বলে অনিমিখ!
রূপোন্মাদের তৃতীয় নয়নে হারায় দিক্-বিদিক!
পরশ-লালসে মদালস তনু
ভেঙে কুটি-কুটি করি ফুল-ধনু,
তারি টঙ্কার-ঝঙ্কারে রচি রতি-বিলাপের ঋক্।

আপনারি দেহ-শবাসনে বসি শ্মশানের বিভীষিকা
নিবারিয়া জ্বালি আমার আঁধার অলকার দীপশিখা!
অঙ্গার আর অস্থিমালায়
অতি অপরূপ রূপ উথলায়,
হেরি, দিকে দিকে খুলে যায় চোখে জীবনের যবনিকা!

দেহ-অরণিরে মন্থন করি লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা!
এই সুগঠন দেহ-উদূখলে
কঠিন মর্ম দলি কুতূহলে,
আমি নিদাঘের দাবদাহে রচি হিন্দোল-মূর্ছনা!

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়াল না!
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!

আর সে বিষাণে প্রলয়-নিনাদ তুলিবে না শঙ্কর
রূপলক্ষ্মী যে বিরূপাক্ষের ভরিয়াছে অন্তর!
দেহ-লাবণ্যে হোমানল জ্বালা
কর-কমলের জপ-বীজমালা
শ্মশানেশ্বরে করেছে উতলা—সুধা-বিষ-জর্জর।

রাধারমণ চক্রবর্তী

মোহ

কে যায়?—"মানব মনের মৃগ।"
কোথায়?—"মৃগ-তৃষ্ণিকায়!"
হায়রে মূঢ়! মরম-তৃষা
মরীচিকায় তৃপ্তি পায়?

"রূপের পথের পথিক আমি,
আগুন দেখে আর কি থামি?
পতঙ্গ ধাই পোড়ার পথে—
দীপের মুখে দীপ্তি ভায়!"

কে যায়?—"তোমার চিত্তচাতক!"
কোথায়?—"বোশেখ-অম্বরে!"

কই সে বারিদ, কই সে ধারা,
কাজ্‌রী-স্বর-ছন্দ রে ?

আকাশ তাহার দিন-বীণাটির
রোদের তারে দিয়েছে মীড়,
'ফটিক-জলের' দীপক রাগে
এখন যাক্‌ ফেটে মোর কণ্ঠ রে।"

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সপ্তর্ষি

[রামমোহন রায়]

সত্যজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, এ বিশ্বচৈতন্যজ্ঞান উদ্বোধিত ভারতের বুকে ;
সে জ্ঞান আছিল গুপ্ত শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার লাঞ্ছনার দুখে।
হে রাম, হে ধনুষ্পাণি, প্রজ্ঞা-অস্ত্রে করি ভেদ যুগ যুগ-সঞ্চিত জঞ্জাল।
লক্ষ মুগ্ধ আঁখি 'পরে উজলিয়া দেখাইলে সে জ্ঞানমাণিক্য রশ্মিজাল।
মূঢ়তা-নিশ্চল এই পাষাণী অহল্যা সম ভারতবর্ষেরে, তুমি রাম,
সঞ্জীবিলে স্পর্শ তব ; আজো তব প্রাণাবেগ চিত্তে তার স্পন্দে অবিরাম।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

আলসে বিলাসে নিরাশে যে-দেশ নতপ্রাণ
সেথায় শুদ্ধ পুণ্য যাগের বহ্নিমান
জ্বলিলে, হে বীর, আলস বিলাস ভস্ম ছাই।
দৃপ্ত কঠোর ভীম অটল, তুলনা নাই।
পিতা তুমি নব বঙ্গের অবিনায়ক নেতা,
দুঃখ দলন দুঃখ হরণ শঙ্কা জেতা।
কর্কশ বটে গিরি তবু বুকে প্রস্রবণ,
কর্মকঠোর তব বুকে দয়া সঞ্জীবন।

[মধুসূদন দত্ত]

বিদ্রোহী তুমি, উদ্দাম তুমি শাসন-জয়ী।
পদ্মা সমান প্রলয়ঙ্কর পরাণ বহি
শৈবালদল-রুদ্ধ বঙ্গ-কাব্য-নদী
করিলে সবেগ, উত্তাল ছোট সে নিরবধি।
গভীর রাত্রে বৈশাখ-মেঘে বজ্রসম
তব মেঘনাদে ছুটালে তন্দ্রা, নাশিলে তম।
বঙ্গের গৃহে নহ তুমি বীর প্রদীপ-শিখা,
কক্ষে কক্ষে জ্বলিলে তাহার বিজলি-শিখা।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

গুপ্ত ছিল ভাষা-গঙ্গা বিস্মৃতি মহেশ জটাজালে ;
হে তপস্বী ভগীরথ, সাধনা উজ্জ্বল টীকা ভালে
নিনাদিয়া শঙ্খ তুমি, সে গঙ্গারে মুক্ত করি দিয়া
শুষ্ক-বঙ্গ-চিত্ত-ক্ষেত্র প্রাণাঙ্কুরে দিলে সঞ্জীবিয়া।
দিলে রস, দিলে গতি, দিলে হর্ষ, মন্ত্র ও সাধন ;
একা পার্থ লক্ষজয়ী করে ধর্মরাজ্যের স্থাপন।
না ছিল মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, প্রাসাদ বিরাট্ !
সকলি রচিলে বলে, ছত্রদণ্ডে শোভিলে সম্রাট।

[স্বামী বিবেকানন্দ]

আচার-বন্ধন-পিষ্ট জর্জরিত দেশে
দাঁড়ালে পিনাক-হস্ত ভৈরবের বেশে ;
ডঙ্কা ও বিষাণ তব ফুকারি ফুকারি
শঙ্কা দিলে ভণ্ডে যত, যত অত্যাচারী।
গুহাগুপ্ত জ্ঞানভেরী তারে তুলি নিয়া
মন্ত্রিলে যে বাণী-মুগ্ধ প্রতীচ্যের হিয়া।
বৃদ্ধ ভারতের তুমি দৃপ্ত সিংহশিশু,
ধর্মী কর্মী অতুলন—শঙ্কর ও যীশু।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

স্নেহকোমল ছায়াশীতল শস্যশ্যামল বঙ্গভূমি ;
সে বঙ্গেরি চিত্তখানির মূর্তি যেন জাগ্‌লে তুমি।
স্নেহ আছে, প্রেমও আছে, আছে ছায়া, শ্যামলতা,
কাব্যে তোমার মেঘের মায়া, পদ্মানদীর চপলতা,
ঝিঙের ধ্বনি, শিশুর হাসি, প্রিয়-প্রিয়ার গাঢ় চুমা ;
হাসাও তুমি, কাঁদাও তুমি, নাচাও, বলো — ঘুমা, ঘুমা।
দেশে দেশে সকল মানুষ একটি প্রেমের সূত্রে গাঁথা —
শিখিয়ে দিলে, ধন্য হল প্রেমগরবী বঙ্গমাতা।
মুগ্ধ জগৎ শুনছে তোমার প্রাণ জুড়ানো মোহন বেণু,
সবার ব্যথা বাজছে তাতে — আকাশ এবং ধূলি রেণু।
কবির শিরোমণি তুমি, বঙ্গ-ভালে দীপ্ত টীকা,
বিশ্বগেহের আঁধার হরে বঙ্গ প্রদীপ স্নিগ্ধ-শিখা।

[জগদীশচন্দ্র বসু]

যে প্রাণে বলিষ্ঠ নর, বিহঙ্গ, তপন, গ্রহদল
সেই প্রাণ, সেই বীর্য, সেই বেগ উদ্ভিদে উচ্ছল, —
এ গুপ্ত প্রগূঢ় সত্য মনীষা-কিরণে তুমি, কবি,
লভিলে আপন চিত্তে, প্রকাশিলে কী বিচিত্র ছবি
শেষহীন জীবনের, এক যাহা ভিন্নরূপে মিশি।
তপ্ত পূর্ব পিতৃগণ যেই সত্যলোভী প্রধী ঋষি
হেরিল অখণ্ড প্রাণ চরাচরে অদ্বৈত অব্যয়,
তাদেরি সন্তান তুমি চিনে নিলে সে প্রাণ দুর্জয়।
আত্ম-মদ-গর্ব-ঘোষী পশ্চিমের প্রচণ্ড পিনাক —
সত্যসন্ধ ভারতের জ্ঞানমন্ত্রে বিজিত, নির্বাক্।

দিলীপকুমার রায়

মেঘের ব্যথা

ঐ মেঘের ছায়া লেগে
ওঠে হৃদয় আমার জেগে
আজ এ কোন্ বেদনায় ?
পড়ে নয়নে কার আলো ?
আমি চাই বাসিতে ভালো
কোন্ সুদূর চেতনায় ?

বলো কেমন আঁখি তার ?
সে কি মেঘের মতো নয় ?
তার চাউনি কি আমার
বুকে আনে ক্ষমার জয় ?

যদি তা-ই না হবে—তবে
বলো কেমন করে কবে
খুলি তারার কথা হায় !
না না জানি প্রিয়, জানি
আমার বাজল পরাণখানি
মেঘে তোমারি সুর গায়।

স্মরি তোমার করুণায়
বুঝি আকাশ ছলছল !
সে ত পায়নি যে তোমায়
ভেবে আমার চোখেও জল।

তাই মেঘের ছায়া দোলে
হৃদি ব্যথায় ব্যথা ভোলে
কালোয় বিজ্‌লি ঝলকায়।
আশা— বৈরাগিনী সাঁঝে
শুনি তোমার বাঁশি বাজে
তৃষা অশ্রু-অলকায়।

সুধীরকুমার চৌধুরী

নৈপুণ্য

একদা নিপুণ হাতে,
মানুষ গড়িল তার অসিফলকের তীক্ষ্ণঘাতে
প্রস্তরের সুন্দর মূরতি ;
জ্বলি দীপারতি
কহিল সে, "এ মোর দেবতা, এর নাম
'জাতি' রাখিলাম।"
তারপর আপনার নৈপুণ্যের বহু বাখানিল।

সারা নিশি দিশে দিশে সঘনে হানিল
জয় জয় রব। ফুলমালা-দীপালি চন্দনে,
নৃত্যগীত-মহোৎসবে, শঙ্খঘণ্টা বাঁশীর বন্ধনে
ধীরে রাত সারা হয়। —পূর্বাকাশ তীরে
হোমাগ্নি শিখায় ঢালে নিশা তার শেষ আহুতিরে
তমিস্রার পাত্র শূন্য করি।

সহসা সে নিশাকাশ ঘন ঘন উঠিল শিহরি
ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনে। দিশে দিশে
চক্রের ঘর্ঘর সনে হুঙ্কার-উল্লাস যায় মিশে।
গুরু গুরু জয়ভেরী, ডঙ্কানাদ, কোদণ্ড টঙ্কারে
আরতি শঙ্খের ধ্বনি মগ্ন করি জাগে অহঙ্কারে
মহা কলরোল। ওঠে রব,
"বাহির অঙ্গনে আজি সমবেত দেবতারা সব,
নরের পূজায় অংশভাগী,
আজিকার যজ্ঞভাগ লাগি।"
তিনজন তাঁরা,
যুযুধান-বেশী যুদ্ধ, ক্রূর ঈর্ষ্যা, ভয় ভয়ঙ্করা।
এ তিনের মাঝে
যুদ্ধের হুঙ্কার নিয়ে ত্রিভুবন বাজে,

নিমেষে থামিল শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি, খর করতাল,
মৃদঙ্গ-রণন, নৃত্যগীতোৎসব। কূটবুদ্ধি-জাল
বহু ছলে বিস্তারিয়া, বহুতর প্রিয়ভাষে তুষি
ঈর্ষ্যা ও ভয়েরে তারা জয় করি নিল। পরে রুষি,
যুদ্ধেরে করিল রুদ্ধকণ্ঠ বুদ্ধিহারা।

তারপর উৎসবের দ্বারে দ্বারে উঠিল পাহারা,
শস্ত্রাগার শূন্য করি ভরি দিল পূজা উপচার,
পুনরায় শঙ্খঘণ্টা কোলাহল চৌদিকে প্রচারে
নূতন হর্ষের বার্তা। শান্তিমন্ত্র গীতে
তিন দেবতারে তারা বসাইল একটি বেদীতে।
—জাতি, ঈর্ষ্যা ভয়,—
এর নাম "আন্তর্জাতিকতা" তারা কয়।
দিকে দিকে জয় জয় সবে মেলি সঘনে হানিল,
আপনার নৈপুণ্যেরে পুনরায় বহু বাখানিল॥

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অভাগ্য

দুর্যোগ নিশি পোহালে সূর্য উঠেছে আকাশ পটে
সেই সূর্যের অপূর্ব আলো পড়েছে কখনো চোখে?
আলোকের স্নেহ উপচিয়া পড়ে ধরণীর দেহ তটে
শুনেছ কখনো কার সে মন্ত্র জাগায় সর্ব লোকে?

মেঘে ঢাকা ছিল স্তব্ধ আকাশ, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
ধরণী গণিছে রাতের প্রহর কখন প্রভাত হবে,
নিবু নিবু দীপ, কম্পিত শিখা জ্বলে তবু আশ্বাসে
যে প্রভাত এলে নীড়হারা পাখি জেগে ওঠে কলরবে?

সেই সে প্রভাত আলোর ঝরণা যতদূর দেখা যায়
প্রাণের আবেগে ধ্যান-গুহা হতে যেন বাহিরিয়া আসে,
আঁধারের প্রাণী বাহিরে আসিয়া এ উষার পানে চায়
পুবালি হাওয়ায় চেতনা ফিরিছে সচকিত উচ্ছ্বাসে।

আলোর ছন্দে সূর্য শুনায় নব জীবনের গান
সবুজ পাতার শিরায় শিরায় জেগে ওঠে শিহরণ,
মনে হয় যেন পৃথিবী আজিকে করেছে প্রাতঃস্নান
মুছে গেছে গ্লানি দেহে জাগিয়াছে পুলক-সঞ্চরণ।

সেই সে প্রভাত তোমার মনের আঁধার অন্তরালে
ফুটে ওঠেনিক সম্ভাবনার নূতন পাপড়িগুলি?
নব কিশলয় মেলেনিক দল মনের শুষ্ক ডালে
ভগ্ন আশার নব মঞ্জরী বাতাসে ওঠেনি দুলি?

তোমার নয়নে সূর্যের আলো দিল না তাহার শিখা
দীপ্ত দিবার ইঙ্গিত তব জীবনে দিল না ধরা
দুখের রাত্রি একান্তে বসি লিখিল ভাগ্যলিখা
ইহ জনমের অদৃশ্য লিপি সে কি তমসায় ভরা?

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নারী স্বর্গের দ্বার

নারী নরকের দ্বার—
জানিনা এ কথা প্রথম ধ্বনিত হইল কণ্ঠে কার।
সে কি কোনো দিন জীবনে কখনো পায়নি মায়ের কোল?
কচি তনুখানি কোলে করে তার দেয় নাই কেহ দোল?

কপালে তাহার টিপ দিবে বলে চাঁদেরে সাধেনি কেহ ?
চোখে তার কেহ দেয়নি কাজল ? বুকে বেঁধে তার দেহ
শোনায়নি তারে কোনো নারী কি গো ঘুম-পাড়ানীর গান ?
পড়ে গেলে তারে 'ষাট' 'ষাট' বলে করে নাই চুমা দান ?
'হাঁটি' 'হাঁটি' বলে চলিতে তাহারে শেখায়নি শৈশবে
কোনো নারী কি গো ? হয়তো সেজন এমনি অভাগা হবে !
হয়তো তাহার ছিল না ভগিনী হয়তো ছিল না মাতা !
ঠাকুমার মুখে কল্প লোকের শোনেনি গল্প-গাথা !
অসুখের রাতে মায়ের হাতের পায়নি পরশখানি,
পরম দুঃখে শোনেনি নারীর মধুর কোমল বাণী,
হয়তো সেজন পায়নি জীবনে রমণীর ভালবাসা,
দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরেছে হৃদয়, মেটেনি প্রাণের আশা ;
এমনি করিয়া রমণীর প্রেমে বঞ্চিত হয়ে যার
কাটিল জীবন, সেই লিখিয়াছে—নারী নরকের দ্বার।
নারী স্বর্গের দ্বার—
নূতন যুগের নূতন বীণায় তোল এই ঝঙ্কার।
এই জগতের যত মহারথী, যত বড় বড় কবি,
যত মহাজন, শিল্পীরা যারা এঁকেছে অমর ছবি,
নারী করিয়াছে সবারে সৃষ্টি। বাল্মীকি কালিদাস,
বুদ্ধ খ্রীস্ট সবে করিয়াছে নারীর গর্ভে বাস।
অনাগত যুগে আসিছে যাহারা অতি-মানুষের দল
তারাও আসিছে মায়ের গর্ভে। তার প্রেম সুকোমল
এই জগতের যা কিছু কঠোর, যা কিছু অসুন্দর—
সবারে তুলিছে সুন্দর করি। মরেছে লক্ষীন্দর
হিংসার বিষে—বাঁচাবে তাহারে বেহুলা নূতন করি
সত্যবানেরে দিবে প্রাণ শোন, সাবিত্রী সুন্দরী।
অন্ধ হয়েছে কুরুরাজ আজ রাজ্যের লালসায়—
ঐ আসে তাই গান্ধারী সতী—অকুল দেখা যায়।
হিংসা-দ্বেষের গরলে ফেনিল মানব-সাগর-তীরে
নারী গড়িতেছে মিলনের তাজ ব্যথার অশ্রুনীরে।

নূতন যুগের কবি—
নূতন ছন্দে গাহে আরবার—নারী স্বর্গের ছবি।
পুরুষের মাঝে যাহা রমণীয়—সব রমণীর দান—
পুরুষ হয়েছে প্রেমিক নারীর প্রেম-নীরে করি স্নান।
নিমায়ের প্রেম বিকশিত হল শচীর হিয়ার তলে,
জননী স্নীতি ধ্রুবের হৃদয় ফুটাইল শতদলে,
যুদ্ধ জয়ের মন্ত্র শিখিল অর্জুন-নন্দন
মাতার গর্ভে গোপনে, নরের পিছনে নারীর মন।
পুরুষ প্রথম পাইয়াছে রূপ নারীর রূপের মাঝে,
যা কিছু তাহার কাব্যের মাঝে নারীর ছন্দ বাজে॥

নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল চঞ্চল, ঠমকি, ছমকি
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা চপল হিন্দোল!

আমি তাই করি তাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর!

বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির !

আমি চির-দুরন্ত-দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায়,
হর্দম ভরপুর মদ্ !
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি !
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান !
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য ।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির !
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,
বল বীর—
চির উন্নত মম শির ।

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক !
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার ।
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড
আমি খ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল দাহ, দাহন করিব বিশ্ব !
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী ;

আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল !

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি !
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত
বুকে গতি ফের !
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর !
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন্ কন্ !
আমি চির-শিশু, চির কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর।
আমি উত্তর বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র রুদ্র-রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়াছবি।
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী-মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া স্বর্গ-মর্ত্য-করতলে,
তাজি বোররাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে।
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,

আমি পাতালে মাতাল অগ্নি পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি ;
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি।
আমি দেবশিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁতে দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম,
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী !
আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া !

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি।
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
আমি মানব দানব দেবতার ভয়, বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল-মর্ত্য !

আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব নবসৃষ্টির মহানন্দে।
মহা- বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ
করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেব পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

বৈদান্তিক

আমি শুধু নিশি দিন গেয়ে চলি আমারি সে গান ;
দিকে দিকে আমারেই হেরি, আমারেই করি অনুমান,
প্রিয় বলে ভালবাসি, ঢালি প্রেম, যাচি আত্মদান ।

প্রভাত-অরুণ রাগে, দিনান্তের রক্তিম সন্ধ্যায়
আপন আনন্দ রসে মুগ্ধ রহি আপন মায়ায়,
জ্যোৎস্না রজনীর সাথে মগ্ন থাকি কল্পনা লীলায় ।

বিশ্বের ঐশ্বর্য হেরি আপনারে করি নমস্কার,
সকল দীনতা মাঝে আপনারে চাহি বার বার,
আমি নিখিলের কবি, এ নিখিল একান্ত আমার ।

আমারি মহান বাণী সিন্ধু ঘোষে উদাত্ত সঙ্গীতে,
প্রলয়ের রুদ্রলীলা ছুটে চলে আমার ইঙ্গিতে,
আমারি মুরলী বাজে বৃন্দাবনে গোপিকার চিতে ।

কালের বন্ধন ছিঁড়ি আমি নিত্য করি অধিষ্ঠান
ধরণীর লীলাঙ্গনে যুগে যুগে মোর অভিযান,
সৃষ্টির সহস্র দলে আমি মধু অমৃতায়মাণ !

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নীলকণ্ঠ

আবার বারিধি মন্থি—মন্থ শেষে উঠিল গরল
সুখ-পদ্মমধু-ভৃঙ্গ দেববৃন্দ পলায় নিলাজ,
অগ্রে যান দেবরাজ স্বর্গবধূ বিরহে চঞ্চল
সোমাসব পান লাগি বাসবের তৃষ্ণা বড় আজ

মন্দার-মন্থন-স্রুত বাসুকির বিশ্বনাশা বিষ
বিশ্ব বুঝি দগ্ধ হয় বিশ্বনাথ কোথা আছে বসি
দ্বন্দ্বহীন সদানন্দ স্বচ্ছন্দে নিমগ্ন অহর্নিশ
সৃষ্টি যার ত্রসরেণু কাল যার নিমেষ-বয়সী।

সৃষ্টি কভু নাশ হয়? সৃষ্টি তার,—মৃত্যু যার দাস
বজ্রাগ্নি প্রলয়-বহ্নি তাহার ফুৎকারে হয় লয়,
সত্য-শিব-সুন্দরের সমাধির স্মিত স্নিগ্ধ হাস
হলাহল কালানল নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে সুধাময়।

বিশ্বের বৈধুর্য-ব্যথা বৈদূর্যের নীলাভায় নীল
নীলকণ্ঠ-শিরে চন্দ্র সুধাস্যন্দে ভাসায় নিখিল।

আকরম হোসেন

রমণি, তোমারই কি সবটুক?

রমণি, তোমারই কি সবটুক?
এত যে কথা এত যে গান,
এত যে মধু এত যে তান,
এত সঙ্গীত এত মূর্ছনা,
এত যে ছন্দ করি বন্দনা,
এত রস, রঙ, রূপ,
তোমারই কি সবটুক?

কালিদাস রবি শেলী শেক্সপীর,
হাফেজ ও জামী সাদী ও হোমার,
কত দীন কবি নাম নাই যার,

আনে ভরে ভরে কত উপহার,
তাতেই তোমার রূপ,
জাননাকি এইটুক ?

সাজাই তোমারে গোলাব চন্দনে,
বাড়াই গরব আকুতি ক্রন্দনে,
চাই বাঁধিবারে নিবিড় বন্ধনে,
আপন স্বপ্ন সুরভি নন্দনে
জমাই তোমার রূপ,
জান নাকি এইটুক ?

গোলাম মোস্তফা

কিশোর

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল মানব-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।

সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরাও ফুটব গো,
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা সকল বাঁধন টুটব গো।

সাগর জলে পাল উড়িয়ে কেউ বা হব নিরুদ্দেশ ;
কলম্বসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময় এই বাঙালি নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

কেউ বা হব সেনানায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি, নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশ মাতারে পুজবো গো, ব্যথীর ব্যথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অশ্রুজল।

জ্ঞানের মূল্য শিখব বলে কেউ বা যাব জার্মানি,
সবার আগে চলব মোরা সহজে কি হার মানি।
শিল্পকলা শিখব কেউ গ্রন্থমালা লিখব কেউ,
কেউ বা হব ব্যবসাজীবী, কেউ বা টাটা কার্নানি।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
অবাধ আলোর আমরা পুত্, নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কী যে করব মোরা নাইকো তাহার অন্ত রে।

নরেন্দ্র দেব

আকাশ-প্রদীপ

কুহেলি-আচ্ছন্ন-ঘন শিশির সন্ধ্যার অন্ধকারে
কে যেন প্রসারি দীপ আকাশের নীহারিকা পারে
মেলিয়া সাগ্রহ দৃষ্টি অন্বেষিছে কোথা শূন্য-সীমা
সন্ধানে ব্যাকুল যেন নিঃশেষিয়া অনন্ত নীলিমা।
অনিমেষ প্রতীক্ষায় আছে চাহি ছায়া পথ পরে।
সময় গিয়েছে চলি; কে যেন ফেরেনি ঘরে
গগহ গহন হতে;
তারায় তারায় সে কি তার
তুলিয়া প্রদীপখানি খুঁজিয়া ফিরিছে বারে বাঁর
হারানো সে বন্ধুটিরে ?

বহু যুগ হয়েছে অতীত।
ঋতু-চক্র এল ঘুরে ; দূরে ওই আসে বৃদ্ধ শীত,
রজনী বাড়িয়া চলে বিদলিয়া স্বল্প-আয়ু দিনে ;
প্রভাতের অশ্রুকণা কাতরে লুটায় তৃণে তৃণে ;
কেঁপে ওঠে চ্যুত পত্রে অতি মৃদু পদশব্দ কার।
অরণ্য মর্মরে যেন রণি উঠি ধ্বনি বেদনার।
শরতের স্বর্ণ-আভা ঝলমলি কাঁপে যে গগনে
সদ্য ধৌত ধরণীর শ্যাম স্নিগ্ধ নির্মল প্রাঙ্গণে
অজস্র কাশের হাসি শুচি-শুভ্র ওঠে বিকশিয়া
নন্দিত আনন্দ রসে নিখিলের বেদনার হিয়া।
শুধু তব অন্তরের অবরুদ্ধ পাষাণ মন্দিরে
নিঃসঙ্গ সমাধি কার তিতিয়া উঠেছে অশ্রুনীরে।
লোকে লোকে শুরু হল হেমন্তের হিম অভিযান,
স্পর্শে অকস্মাৎ—উচকিত হয়ে ওঠে প্রাণ—
তোমার মর্মের মাঝে।
আকাশে প্রদীপ জ্বালি তাই,
গৃহবলভির চূড়ে তুলে ধরি ভাব যদি পাই—
নক্ষত্র নগর পথে আচম্বিতে তাহার সন্ধান ?

তোমার ও দীপশিখা দীপ্ত হয়ে করিবে আহ্বান
অখণ্ড আঁধারে তারে, কে তোমারে হেন আশা দিল—।
খোঁজা কি করেছ শেষ—সেথা তার যত দেশ ছিল।

রাধারাণী দেবী

ভাই ফোঁটা

আজকে আমি তো চা-টা খাব না মা, চা দিতে বারণ করো।
ভাই ফোঁটা আজ, তাও ভুলে গেছ? মা তুমি কেমন তরো।
বিনু আমলুকে ফোঁটা দেব আমি, উঠেছি তাই তো ভোরে।
বাগানেতে গিয়ে দুর্বো ও ফুল এনেছি আঁচলে করে।
শিউলির মালা গাঁথা হয়ে গেছে, দুর্বো হয়েছে বাছা।
স্নান-টান সব সেরেছি শেষ ; ধান চাই দুটিখানি,
আর কী কী চাই বলে দাও না মা আমি কি গো সব জানি।
বিয়ে হয়ে 'বধি তিনটি বছর দিইনি তো ভাই ফোঁটা,
প্রতি বছরেই কেঁদেছি এদিনে ননদে দিয়েছে খোঁটা।
সারাদিন মাগো মন করে হুহু জল আসে চোখে শেষে,
ভাই দ্বিতীয়ার দিনটিতে কি মা থাকা যায় দূর দেশে।
ফোঁটার জোগাড় যা করেছি দেখো বাটায় আর কি রাখে,
এই বেলা মাগো বলে দাও যদি ভুল কিছু হয়ে থাকে।
চুয়া চন্দন ঘিয়ের পিদিম, টাটকা ফুলের মালা,
নতুন আসন, ফল মূল মেওয়া, মিষ্টি সাজানো থালা।
নতুন কাপড় নতুন চাদর—মশলা এলাচ পান,
রূপোর রেকাবে আশীর্বাদের রেখেছি দুর্বোধান।

ভায়েদের আজ পরমান্নটা বোনই রেঁধে দেয়,—নয়?
কাঁচা দুধ আর গাওয়া ঘি মিশিয়ে গণ্ডুষ দিতে হয়।
পায়স তাহলে রাঁধবই আমি, ওটা তো নিয়মই আছে।
আরো আবদার আছে মা আমার আজকে তোমার কাছে।
মাছের কালিয়া, পোলাও মাংস রাঁধব নিজের হাতে,
পায়ে পড়ি মাগো, মত দাও তুমি, বাবা না বকেন যাতে।
...খুব পারব মা...হবে না কষ্ট, পুড়বে না হাত মোটে।
দেখো মা একথা যেন না বাবার কানেতে ওঠে।
খাওয়ানো দাওয়ানো চুকে গেল সব, তখন বৌলো না মা তাঁকে
অবাক হবেন নিশ্চ'ই বাবা ; —বকুনি দেবেন কা'কে।

পশমের দুটি আসন বুনেছি,—ছাঁটা ফুল কাটা শিখে,
"আশীর্বাদিকা দিদি" এই কথা দু'রঙে দিয়েছি লিখে।
বাপের বাড়ির জন্তে সেখানে তৈরি করতে কিছু
লজ্জা করে মা। —জবাবদিহিতে মাথা যেন হয় নিচু।
ওদের আমি তো নানান জিনিস দিয়েছি তৈরি করে,
সে বাড়ির কেউ বাকী নেই, তবু মন তো ওঠেনি ভরে।
অমল বিনুকে কিছু করে দিলে অনেক তৃপ্তি হয়,
কোলে পিঠে করা ছোটো ভাই যে মা এ মায়া যাবার নয়।
মনটা আমার সবচেয়ে বেশী ওদেরি জন্তে কাঁদে,
বিকেল বেলায় ঘুড়ি নিয়ে সেই ছেলেরা উঠত ছাদে—
বিনুর কথাই মনে হত খালি, জল এসে যেত চোখে,
লুকিয়ে আড়ালে ফেলতুম মুছে দেখে ফেলে পাছে লোকে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সত্য ও মিথ্যা

১

শৈশবে রূপকথা চুপ করে শুনতাম,
মনে হত, ওর বুঝি সবখানি সত্যি ;
বড় হয়ে দেখলাম, ভাবলাম বুঝলাম,
রঙ করা খালি শুধু মিথ্যের ভর্তি !

২

কৈশোর যৌবনে কাব্য ও বিজ্ঞান
কত শত পড়লাম হয়ে উনমত্ত ;
মনে হল, বিজ্ঞানে পাওয়া গেল ঠিক জ্ঞান,
কাব্যেতে বোঝা গেল হৃদয়ের তত্ত্ব।

৩

যৌবন ভেঙে গেল প্রৌঢ়ত্বের ঘায়,
কাঁচাপাকা গোঁফ নিয়ে করলাম চিন্তা,
অর্থেই সার ধন স্বার্থের দুনিয়ায়,
মিছি মিছি বুঝিনিকো হায় এত দিন তা !

৪

জীবনের শেষ ধাপে মরণের দরজায়,
আজ বসে ভাবি আমি জর জর বৃদ্ধ,
মায়াময় পৃথিবীতে কিছু নাই হায় হায়,
থাকে যদি পরপারে কিছু সুস্নিগ্ধ।

৫

ঈশ্বর দয়াময়, করি তাঁর নামগান,
তাঁরি কথা অহরহ জাগে মোর চিত্তে,
মাঝে মাঝে মনে হয়, দেখো যেন ভগবান,
তুমিও না শেষকালে হয়ে যাও মিথ্যে !

প্রমথনাথ বিশী

সে তোমার হাসি

হঠাৎ বসন্তে কবে রাকাদীপ্ত চামেলির বনে
উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল দক্ষিণ পবনে
ঝরেছিল শুভ্র ফুলরাশি
সে তোমার হাসি ॥

হঠাৎ কোটালে কবে উন্মথিত মত্ত পারাবার
জ্যোৎস্নার মর্মরে গাঁথা সৈকতে তাহার
ছুঁড়েছিল স্বচ্ছ শুক্তিরাশি,
সে তোমার হাসি ॥

ইন্দ্রের বিলাসলগ্নে সুখ স্বর্গপুরে
পুরূরবা স্মৃতিদষ্ট উর্বশীর বিভ্রান্ত নূপুরে
যে-চমক উঠিল উদ্ভাসি,
সে তোমার হাসি ॥

রিক্ত পদ্ম মানসের অশ্রুর স্ফটিকে
মধ্য রজনীর চন্দ্র তন্দ্রাহীন চাহি অনিমিখে
যে শুভ্রতা তুলিছে বিকাশি,
সে তোমার হাসি ॥

রজনীগন্ধার দণ্ডে যে পেলব চিক্কণ আবেশ
মূর্ছিত জ্যোৎস্নার মতো রচি পরিবেশ
দিব্যকান্তি দেয় পরকাশি
সে তোমার হাসি ॥

পরম প্রণয় ক্ষণে ছিন্নগ্রন্থি মুক্তাহার দ্যুতি
স্তিমিত বাসব ক্ষেত্রে বাসনার যূথী
মুহুর্মুহু তোলে যে উচ্ছ্বাসি,
সে তোমার হাসি ॥

বাণীর মুকুটলগ্ন দিব্যবিভা শ্বেত শতদলে
কবির প্রতিভাস্পর্শে যে আলোক ঝলে
প্রকাশের আর্তিতে উল্লাসি,
সে তোমার হাসি ॥

আমার বিস্মৃতি তলে চৈতন্যের গোপন প্রবাহে
কোথা হতে পড়ে আলো, জলে ওঠে তাহে
গুচ্ছ গুচ্ছ জ্যোতিঃ কুন্দরাশি,
সে তোমার হাসি ॥

তোমার অস্তিত্ব সুধা বিগলিয়া তরল ধারায়
শিশিরান্ত হিমানীর প্রবাহিনী প্রায়
ঝরাইছে ফুল্ল ফেনরাশি
সখী, সে তোমার হাসি ॥

সজনীকান্ত দাস

"কত কিছু পড়িলাম—"

স্তব্ধ নিশীথিনী রাত্রি, দ্বিপ্রহর বেলা—
নিস্তরঙ্গ মরুমাঝে ভাসাইনু ভেলা।
শূন্য মাঠ জনাকীর্ণ, গোষ্ঠে ফেরে গাই,
বিশুরে মারিল ঢেলা জগাই মাধাই।
দর দর রক্তধারা বহে ক্ষুরধার—
দ্রৌপদী আনিল ত্বরা হেম-রৌপ্যধার,
ফিরিয়া চাহিল দান্তে ছল-ছল চোখে,
গেল চলি মহাশ্বেতা দগ্ধ হিম-লোকে!
রৌদ্রকর-ম্লান তার কচি মুখখানি
ঝলকিল অর্ধরাত্রে, করে কানাকানি
আয়েসা ও ওফেলিয়া, বলে—শোন ভাই
কিষ্কিন্ধ্যা করিল জয় কানাই বলাই।
কুঞ্জবনে পুঞ্জ পুঞ্জ ফুটেছে কণ্টক,
মুছিল বিশীর্ণ সন্ধ্যা রক্ত অলক্তক,
বায়স ডাকিছে দূরে সারস ঘুমায়,
কাঁচা ঘুম ভেঙে খোকা মিটি মিটি চায়।
বঙ্কিমে চাপিয়া ধরে রোহিণী সুন্দরী—
হীরারে করিলে সাধ্বী কোন যুক্তি ধরি?
বোঠানে সতীশ বলে একী সর্বনাশ—

পার্বতী হইল সতী, মরে দেবদাস !
রাধিকা পদ্মের নালে লিখিল লিখন—
কার শাপে পাসরিল দুষ্মন্ত রাজন !
ভৈমীরে ফেলিয়া বনে শ্রীবৎস হেথায়,
বেহুলা ভেলায় ভাসে মাঝ দরিয়ায় ;
মুসোলিনী জাগে, আর ঘুমায় লিঙ্কন্,
কুরুক্ষেত্রে কে ভাঙিল 'হেগ্' সন্দিপন ।
বটিচেলী কাঁদে কেন উজ্জয়িনীপুরে ;
তানসেন সঙ্গীহীন বালিগঞ্জে ঘুরে ;
নিউটন কাউন্সিলে বাধাইল গোল
স্বর্গেতে স্বরাজ্য হল বল হরিবোল ।

মণীশ ঘটক

ঘোড়সওয়ার

কসাও চাবুক, কসাও ঘোড়সওয়ার
হাতে থাক ধরা নাঙ্গা সে তলোয়ার,
বিজলী-চমক ঝলসাক্ ইস্পাতে
চিরে, ছিঁড়ে যাক কালো রাত সাথে সাথে

সবল পেশী কি গাহিয়া উঠে না গাথা ?
আগুন জলে না শুষ্ক আঁখির কোণে ?
কলিজার খুনে ফোয়ারার হাহাকার ?
কসাও চাবুক, কসাও ঘোড়সওয়ার,
পাছ-টান আজ কেন রবে তব মনে,
দুষমনে ভরা দুনিয়ার তুমি ত্রাতা ।

হায় বেদুইন, জীবনের মরুপথে
নীল আকাশের হাতছানি জেগে রয়,
মরু মরীচির মায়া শেষ হতে হতে
তারার ইশারা সঙ্কেতে কি যে কয়!

কাদের নওয়াজ

হারানো টুপী

টুপী আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাইরে
বিহনে তার এই জীবনে
কত ব্যথা পাইরে,
হাসবে লোকে শুন্‌লে পরে
হারালো সে কেমন করে
কেমন করে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপী
বুঝেছি হায় টুপীর লোভে
দেবতাদেরই এ কারচুপি।

২

থাকৃত টুপী দুপুর রোদে
ছাতার মতোই মাথায় মম
কখনো বা বাতাস পেতাম
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে
সে ছিল মোর ফুলদানী আর
ফুলের সাজি একসাথে হায়,

জানিনে আজ কোথায় গেছে
কোন্ দেশে সে কোন্ অলকায়।

৩

হয়তো এখন পবনদেবের
মাথায় আছে সেই টুপী মোর
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোখে ঝরতেছে লোর।
ভুলতে নারি টুপীর প্রীতি
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি
বিদেশ গেলে বালিশ হত
হায় সে টুপী মোর শিয়রে
চলতে পথে সেলাম পেতাম
থাকলে টুপী মাথার পরে।

৪

তিনটি টাকায় কিনেছিলাম
"চাঁদনী" হ'তে সেই টুপীরে
তিনশ টাকা দিবই আজি
পাই যদি ফের তারেই ফিরে
চার মিনিটে চসার পড়ে
শেষ করেছি টুপীর জোরে
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাকলে টুপী মাথার পরে
দুখের দিনের বন্ধু টুপী
কোথায় গেলি আজকে ওরে।

৫

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সভার মধ্যিখানে
সব ভুলি যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে

দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপী
মিলে না খোঁজ সভার থেকে
ফিরে আসি শুষ্ক মুখে
নূতন টুপী কিনব না ভাই
পণ করেছি মনের দুখে

রামেন্দু দত্ত

সুষমা

কত, সুন্দর তব অঙ্গটি দোলে, অঙ্গটি তব,
যত্ন ভরে।
মম, অন্তর মন মধু তরঙ্গে তাহার গোপন
সঙ্গ করে!
সুষমা যেথায় করে খেলা
আমার সে তট পরে মেলা।
বাসনার রূপে মাধুরী আমার
সেথা মধুময়
অঙ্গ ধরে!
প্রাতে, অরুণ-কিরণ ছুঁয়ে যায় এসে, রাঙিয়া হিরণ
কপোল তল!
রাতে, কালো চোখ নাচে চটুল লীলায়, সুষমা বিলায়
চপল ছল।
হাসি মধু ভরা গাল দুটি
ফুলেলা আননে লাল বুটি!
ফুল্ল বসোরা-গোলাপের রাঙা
রূপের গরব
ভঙ্গ করে।

সুনির্মল বসু

পেটুকদাসের স্বপ্ন

পড়তে বসে গদাইচরণ ভাব্‌ছে বসে বিকেলে—
উচিত মতো ভরতে পারে পেটটা তাহার কি খেলে!
সন্দেশ কি রসগোল্লা মুড়কি গজা কচুরি,
অথবা কি রাব্‌ড়ি পায়েস পোলাও লুচি প্রচুরই।
কতরকম আসছে মনে—কোন্‌টা যে ছাই খাবে সে—
ভাব্‌তে গিয়ে তন্দ্রা এল পড়ল ঢুলে আবেশে।
স্বপ্ন এল চোখটি জুড়ে—দেখলে গদা ঘুমিয়ে—
এসেছে সে রাজ্যে নূতন—নূতন রকম ভূমি এ;
ছানায় গাথা বাড়ির সারি, মোহন ভোগের রাস্তা;
পথের ধারে গজার গাছে ঝুল্‌ছে খাজা খাস্তা;
উড়ছে হাওয়ায় বুঁদের গুঁড়ো, পথের কাঁকর মুড়্‌কি,
বরফিগুলি ইটের বোঝা মিহিদানা সুরকি।
গাছে গাছে চন্দ্রপুলি আস্‌কে পাটিসাপটা
পড়ছে ঝরে যেমন মোরে লাগছে ঝড়ের ঝাপ্‌টা।
সন্দেশেতে হাট বাঁধানো দুধের নদী বয় রে,
সরবতেরই ঝরনা ঝরে—আর কোথা কি হয় রে?
ক্ষীর দীঘিতে পদ্ম ফোটে টকটকে লাল পান্‌তো
পদ্মপাতা ফুল্‌কো লুচি—কাঁপ্‌ছে অবিশ্রান্ত।
দই-পায়েসের ভীষণ স্রোতে ভরছে নালা বিল্‌টা;
দেখে শুনে অবাক গদাই; বড়ই খুশী দিল্‌টা।
ভাব্‌ল—আগে স্নানটা সারি তার পরেতে শেষটা
ইচ্ছামত খাবার খেয়ে ভরতে হবে পেটটা।
ক্ষীর দীঘিতে যেই নেমেছে সারবে বলে স্নানটা
কোথেকে এক পুলিশ এসে ধরলে তাহার কানটা।
লাফিয়ে উঠে গদাইচরণ দেখলে জেগে তাকিয়ে
মাস্টার তার কান ধরেছেন চক্ষুদুটি পাকিয়ে।

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

রাতের রুবাইয়াৎ

দৈত্য-শিশুর নিশ্বাস যেন সহসা মত্ত বায়ু
পরখ করিল মোর কুটীরের কত আছে পরমায়ু,
ঝিমানো প্রদীপ চির-নির্বাণে লভিল মুক্তি তার,
মনে হল যেন আলো দিল মায়া-সত্য অন্ধকার।

বাতায়ন পাশে হাস্নুহানা সে সুরভি লইয়া কাঁদে,
বক্ষে তিয়াসা কাঁদিছে বিশ্ব রূপ-মরীচিকা ফাঁদে,
জনম ভরিয়া দেওয়া হল শুধু পাওয়া নাহি হল কিছু
এই কি জীবন সমুখে আলেয়া, আঁধার নিয়েছে পিছু।

ঘুমায় মানসী ঘুম নাহি মোর ঘুমের মহল মাঝে,
মনে হল ঝড় বাহিরে থামিয়া অন্তরে মোর বাজে,
মানুষের প্রাণ কতটুকু আর ভাঙিয়া পড়িবে বুঝি,
হেন মনে লয় আমার আমিরে পাব না কোথাও খুঁজি।

বাতায়নে আসি রহিনু বসিয়া হয়তো বা অকারণে,
হৃদয় আমার বাহিরে গিয়েছে বাহির এসেছে মনে,
দগ্ধ আঁখির দৃষ্টি শায়কে আঁধার বিঁধিয়া চাহি
ঝঞ্ঝা তখন বিলাপি কহিল, "কিছু নাহি কিছু নাহি"।

এই যে প্রদীপ নিভিয়া রয়েছে কে তারে জালাবে আর—
নভোসীমা হতে যে-তারা খসেছে কে ফিরাবে জ্যোতি তার।
নয়ন উপাড়ি যারে দেছ তুমি সে কি দিল দেখ নাই,
তোমার আকাশে ঝড়ের রাত্রি, বসন্ত আর ঠাঁই।

জসীমউদ্‌দীন

রাখালী

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রান্‌তে বসে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেকবারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
নান্‌ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে,
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোনো মতেই থাম্‌তে নারে।
এই মেয়েটি এমনি ছিল যাহার সাথেই হত দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, বড়ুরে তুই মিছি মিছি হাসিস্‌ বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়!
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবীর,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙিন রবির।
কেমন যে গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে-ফোটা কল্‌মি ফুলে কতটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে
দু একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখছে ধরে।
সাঁঝ সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফির্‌ত যখন হেসে খেলে!
মনে হ'ত ঢেউয়ের জলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে!
এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চল্‌তে ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসীটি রে।
দোষ কি তাহার? ওই মেয়েটি মিছি মিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল!—অমন রূপে কেম্‌নে রাখে পরা-চটা সে?
এ পথ দিয়ে চল্‌তে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচল তার দেয় সে ভরে।
মাঠের হেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রান্‌ছে যেথায়?
নীড়ের ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি
ভর-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ি

ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশীটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা!
এমনি করে দিনে লোক লোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চল্‌ত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগ্‌ত ভারি ওদের বাটে
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস
ওই মেয়েটির জল ভরনে ভাস্‌ত ঢেউ এ রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বলত যেন মনে মনে
জল ভর লো খেলার মেয়ে হবে আমার বিয়ের কনে?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা,
বাঁশের কচিপাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের
সোনালতায় পরব বালা তোমার দুখান সোনার হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটীরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব সরষে ফুলের পাপড়ি আনি।
কাজলতলার হাটে গিয়ে আনব কিনে পাটের শাড়ি,
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ি?
এই রূপেতে কত কথাই আসত তাহার ছোট্ট মনে,
ওই মেয়েটি কলসী ভরে ফিরত ঘরে ততক্ষণে।
রূপের ভার আর বইতে নারে কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে
কোনোরূপে চল্‌ছে ধীরি মাটির ঘড়া জড়িয়ে ধরে।
রাখাল ভাবে কলসখানি না থাক্‌লে ভরে সরু কাঁখে
রূপের দেবই হয়তো বালা পড়ত ভেঙ্গে পথের বাঁকে।

গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সেকি মানে...
কলস ঘিরি উঠছে দুলি গেঁয়ো বালার রূপের টানে।

মনে মনে রাখাল ভাবে গাঁয়ের মেয়ে সোনার মেয়ে
তোমার কালো কেশের মতো রাতের আঁধার এল ছেয়ে।
তুমি যদি বল আমায় এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি
কলাপাতার আঁধার ঘেরা ওই যে ছোট তোমার বাড়ি।
রাঙা দু'খান পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে
পথের কাঁটা কত কিছু ফুটতে পারে কোনো মতে।
এই যে বাতাস উতল বাতাস উড়িয়ে নিল বুকের বসন
কতখন আর রূপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন।
যদিও তোমার পায়ের খাড়ু যায় বা খুলে পথের মাঝে
অমন রূপের মোহন গানে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে।
আহা আহা সোনার মেয়ে একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হত রাঙা
কখন হলুদ আধ-হলুদ আধ আবীর মেঘে ভাঙা।
তার পরেতে আঘাত আঁধার ধানের ক্ষেতে বনের বুকে
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফিরত রাখাল ঘরের মুখে।

সেদিন রাখাল শুনল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে
আসবে কালি 'নওমা' তাহার ফুল-পাপড়ি মাথায় দিয়ে।
আজকে তাহার 'হলুটি-কোটা' বিয়ের গানে ভরা বাড়ি।
সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি করছিল স্নান,
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা-খান।
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুক ভেঙে যায়।
আহা! আহা! হলুদ-মেয়ে কেমন করে ভুললে আমায়?
সারা বাড়ি খুশীর তুফান—কেউ ভাবে না তাহার লাগি
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মোকদ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এসে আপন ঘরে
সারাটা রাত মরল ঝুরে কি ব্যথা সে চক্ষে ধরে।

বিয়ের কনে চলছে আজি শ্বশুর-বাড়ি পালকি চড়ে
চল্‌ছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধরে।
সারাটা দিন বিয়ে বাড়ি ছিল যত কল-কোলাহল
গাঁয়ের পথে মূর্তি ধরে তারাই যে চলছে সকল।
কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়াল আজ কেমন কেমন ?
ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছেনি ভাই তেমন তেমন ?
মেয়ে-জামাই মিলছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা
সূর্য যেমন বইছে পাটে ফাগছড়ান সাঁঝের বেলা।
এমন করে কত কথাই কত জনের মনে আসে
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে !
হায়রে আজি এই আনন্দ যারে লয়ে এই যে হাসি
দেখল না কেউ সেই মেয়েটির চোখ দুটি যায় ব্যথায় ভাসি
খুঁজল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি।
বিজন রাতের প্রহর থাকে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি।

সেই মেয়েটির চলার পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে
একলা রাখাল বাজায় বাঁশি ব্যথায় ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটীর ঘুরে বাঁশী তাহার ফেরে উদাস ;
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস ;
করুণ করুণ—অতি করুণ বুকখানি তার উতল করে,
ফেরে বাঁশীর ডাকটি ধীরে ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।
"কোথায় জাগো বিরহিনী ত্যজি বিরল কুটীরখানি।
বাঁশীর ভরে এস এস ব্যথায় ব্যথায় পরাণ হানি।
শোন শোন দশা আমার গহন রাতের গলা ধরি।
তোমার তরে, ও নিদয়া, একা একা কেঁদে মরি।
এই যে জমাট রাতের আঁধার, আমার বাঁশী কাটি তারে।
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কেঁদে মরে বারে বারে।"

ডাক ছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে।
আঁধার দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাওয়ার দোলায় ব্যথার ভারে

তাহার ব্যথা কে শুনিবে ? এই দুনিয়ায় মানুষ যত,
তাহার মতো, ছেলেবেলায় থাকতে পারে বুকের ক্ষত।
তাদের ব্যথার একটু পরশ যদিই বাঁশী আনতে পারে,
(তারা) রাখালীরও উদাস ঘুরে গায় যেন গো 'তাইরে নারে'।

উমা দেবী

"মজুর, মজুর-বউ করিছে বচসা"

মজুর, মজুর-বউ করিছে বচসা
সেদিন নয়নে মোর পড়িল সহসা ,
নিত্যকার এ ব্যাপার, তবু কুতূহলী,
জানালার কাছে আমি ছুটে গেনু চলি ;
দেখি এক নির্বিকার এতটুকু ছেলে
আপনার মনে সেথা ধুলো নিয়ে খেলে,
তাকে নিয়ে এ-বিবাদ বেঁধেছে এমন
জুটেছে পাড়ার লোক জানিতে কারণ।
বউটা বলিছে কেঁদে,—"করো গো বিচার ;
কত যে মানৎ-করা এ ছেলে আমার,
এরে কেন দেয় গালি ? কেন মারে ধরে ?
দেখি আজ কেমনে ও ঢোকে মোর ঘরে।"
"আয় খোকা আয়" বলে হাত ধরে টানে,
"বাবা" বলে ছেলে চায় মজুরের পানে।

হে সৈনিক ! হে নির্ভীক !

রাত্রির তপস্যা ব্যর্থ : প্রাণসূর্য উদিবে কি আর ?
মরু প্রান্তরের সম জনচিত্ত করে হাহাকার।
প্রাচীন দেশের আত্মা সভ্যতার ঊর্ধ্ব স্তর হতে
নামিয়া এল কি আজ রক্তাকীর্ণ রুক্ষ রাজপথে।
দেবহীন দেবালয়ে দীনভগ্ন সোপানেরে ভেদি
কালসর্প গরজিছে, পূজাহীন দেবতার বেদী।
পূর্বসীমান্তের মাঝে জনতার ঝরে অশ্রুলোর ;
হে সৈনিক ! হে নির্ভীক ! ভাঙ্গিল কি তব ঘুমঘোর ?

আতঙ্কের আবরণে স্বপ্নাঙ্কুর মোনম্লান রহে,
অসত্যের অহঙ্কারে। অন্নপূর্ণা ভিক্ষাপাত্র বহে
জাতির ভাণ্ডার শূন্য, নিঃসম্বল বীর্যহীন জাতি,
হে সৈনিক ! হে নির্ভীক ! পোহাবে কি ঘোর অমারাতি ?
পাষাণ-পেষণ সহি নির্ঝরের গুমরে বেদনা,
স্বামীর কঙ্কাল লয়ে বেহুলা যে হারাল চেতনা।
লজ্জা শঙ্কা অপমান হতে করো স্বদেশেরে ত্রাণ,
হে সৈনিক ! হে নির্ভীক ! গর্জে ঘোর ঝটিকা-তুফান।

প্রত্যাসন্ন ভবিষ্যৎ চক্রান্তের অসংখ্য পরিখা
বরিল কি অপ্রসন্ন সভ্যতার অগ্নিগর্ভ শিখা !
বিষাক্ত তমসাভরা দয়াহীন সংসারের কূলে
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার, হে সৈনিক ! দিতে পার খুলে ?

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

নূতন করিয়া গড়িতে হইবে জানি—
আমাদের এই পুরানো জীবনখানি,
গ্রন্থিল বাস ধুলায় মলিন হল ;
তালিতে ফাঁকিতে কতদিন র'বে বলো।
ফাঁকে ফাঁকে তার ব্যাধি যে বাঁধিছে বাসা—
মুদিত নয়ন ; মুখে নাহি সরে বাণী ;
পরম প্রবীণ পুরানো জীবনখানি !

মেঘে মেঘে হায় হয়ে গেল বহু বেলা।
জীবন লইয়া এখনো চলিছে খেলা।
যন্ত্রের মতো মন্ত্রবচনগুলি
চলিছে কেবল উড়ায়ে শুষ্ক ধূলি !
বঙ্কিম পথ পঙ্কিল হল যবে,
তখনো কি সেথা নীরবে চলিতে হবে ?

নবীন, তোমরা বসিয়া রহিবে কত—
জীবন বিহীন জড়-পুত্তলি মতো ?
যাত্রা পথের তোমরা হইবে সাথী ;
তোমরা আনিবে আশার মধুর ভাতি !
বেদের নূতন সূক্ত সৃজন করি—
তোমরা তাহারে পরাণে লইবে টানি।
প্রাণের শান্তি ভক্তির সাথে নিলে,
তোমরা জাতির আশার আভাস দিলে।
ফাঁকিরে তাড়ায়ে ভ্রান্তির সাথে সাথে,
যুগে যুগে গুরু-গঞ্জনা নিলে মাথে !
গায়ত্রী আজি নূতন করিয়া গাই—
শুনাও আশার নবীন অভয়-বাণী ;
নবযুগ আজি বহিল চাহিয়া পথে—
গড়িবে তাহার নবীন জীবনখানি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

কমরেড

যদি আমি পড়ে যাই, তুমি কি ধরিবে হাত ?
ঘুমায়ে যদি বা পড়ি জাগিবে কি সারা রাত ?
যে তারার আলো আজি খুঁজিনু জীবন ভরি,
শিখা তার জলিবে কি তোমার নয়ন 'পরি ?

আমার জীবন যেন ভাঙ্গা এক তলোয়ার,
আঘাত হানিনু শুধু, জয় নাহি হল আর।
শুধু সেই রণভূমে দিও তুমি হাতে হাত
লুকানো যে তরবারি তাই নিয়ে জেগে রাত।

আমার বনানী হতে উড়ে গেল যেই পাখি
তুমি কি হবে না তার নতুন দিনের শাখী ?
আমি যে বাঁধিয়া গেনু গানের প্রথম সুর
জানিনা থামিল কোথা, ধ্বনি তার কতদূর—
বাতাসে ভাসিয়া গেল ? বাজাবে না তুমি আর
এ মৃত বীণায় তুমি দিবে না নূতন তার ?
যদি আমি পড়ে যাই, এসো তুমি আরো কাছে,
তোমার জীবন মাঝে নতুন জীবন আছে।
সে অমৃত লয়ে তুমি ধরিও আমার হাত,
লুকানো যে তরবারি তাই নিয়ে জেগে রাত।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ষণ মুখর রাত্রি

হু-হু করি ক্ষিপ্র বায়ু তৃণদল উড়ায়ে চকিতে
কোথা গেল বহি। আকুঞ্চিত শীর্ণ নদী-নীর
পশ্চিম দিগন্ত হতে ঘনকৃষ্ণ জলদ ঘনায়,
ঝলসে বিদ্যুৎ।

অন্ধ, দিশাহারা
সঙ্গীহীন পথ চলিয়াছি।
বর্ষণ মুখর রাত্রি, সুতীব্র পবন,
তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁদে নদী,
জলস্থল-তিমির-মগন।

কোথা গৃহ? ছিল কভু? তাও ভুলিয়াছি।
ডুবেছে আমার দিন, অমা যামিনীর
চিরযাত্রী আমি।
আমার জীবন ঘিরি লক্ষ্যহারা নিশা,
তরঙ্গ অধীর
আর, উদ্দাম পবন॥

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

"আলো নির্বাক রহিল লাজে"

অরণ্য কত কেঁদেছিল মাগো, শৈবাল কত দুঃখ পেল
যেদিন তোমার স্নেহের কোলে মা, আদিম মানুষ প্রথম এল।
সে কি জানে নাই, স্তন্য তোমার একা লবে নর নিঃশেষিয়া
সে কি বোঝে নাই, শ্যামলিমা তার শুষ্ক করিবে এ কাঠুরিয়া!
জলের দুলাল, বনের কুমার, বিরাট আকার পশুর পতি,

হাজার বছর যুবক থাকিত এমন বিশাল বনস্পতি
ভাবে নি কি তারা, সব চলে যাবে একটি প্রাণীর আবির্ভাবে ?
মাগো, সেদিনের বেদনার কথা ভুলে গেলি তুই কার প্রভাবে !
এল মানুষের আদিম যে যুগ, সেও ছিল ভাল, তাহার ওপরে
দাবানলে তুই ক্রীড়নক করে দিলি তার হাতে কেমন করে।
কেমন করে মা, ভাই দিয়ে ভাই ধ্বংস করিলি কি লাভ হল,
ভাইয়ে-ভাইয়ে আজ হানাহানি করে তোর বক্ষেই সকলে ম'ল
তোর কাছে ওরা আগুন পেয়েছে, তোর কাছে নিল উপকরণ,
তোর বক্ষের এতটুকু ঠাঁই, তারই তবে করে মরণ রণ !
প্রথম পুত্র অবশ্য আর শৈবালে করি মহা শ্মশান
সভ্য হলি মা, সভ্যতা তোর শেষ পুত্রের শ্রেষ্ঠ দান !
সে দিন কেঁদেছে অরণ্য আর শৈবাল মাগো নির্বাক যে,
মানব-ভ্রাতার বর্বরতায় আলো নির্বাক রহিল লাজে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমি কবি

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তার ভাই,
সময় যে হায় নাই !

মাটি মাগে ভাই হালের-আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,

পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায় !

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি !

জাফ্‌রি-কাটানো জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো-নিমীলিত
সে দুটি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে।
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই !

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,

কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ !
পাল তুলে দিয়ে কোন সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন দরিয়ায় ;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠার-ঘায় ।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্ন বাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই !

হুমায়ুন কবীর

পদ্মা

বহুদিন পরে আজি রোগজীর্ণ আঁখি দুটি মেলি
হেরিলাম তোরে ।
শ্রাবণের ঘনঘটা এই পুঞ্জ মেঘের আড়ালে
অপূর্ব যোগিনী বেশে মুক্ত কেশে আসিয়া দাঁড়ালে
নয়নের আগে মোর । ক্ষুব্ধ রুষ্ট উর্মিরাশি ঠেলি
চলেছ বহিয়া শুধু, —আবিল সলিলরাশি তব
নেচে ওঠে মরণের তাণ্ডব নর্তনে নব নব ।—
চির মুক্তা, কোনো কালে ধরা দিবি নাকো কোনো ডোরে ?
শৈশব জীবন হতে তোরে আমি দেখিতেছি নদী
পাইনাকো শেষ ।
কখনও শরৎ প্রাতে পূর্ণবারি শান্ত অচঞ্চল,
কূলে কূলে কুলু কুলু গান গেয়ে বয়ে চলে জল,

কখনও বৈশাখ সাঁঝে গগনে ঘনায় মেঘ যদি
প্রলয় নর্তনছন্দে নেচে ওঠে তোমার পরাণ,
তোমার সলিলে বাজে তরঙ্গের ধ্বংসলীলা গান,
তোমার নয়ন তলে করুণার নাহি চিহ্ন লেশ।
বালার্ক কিরণে তব দেখিয়াছি হে নদী আমার
অপরূপ হাসি।
কূলে কূলে কাশরাশি ফুটিয়াছে পূর্ণিমা প্লাবনে
মদির কুসুম গন্ধ ভাসিয়াছে অধীর পবনে
মুগ্ধ জলরাশি তব শিহরিয়া ছুটেছে আবার।
বুকে নিয়া ধন ধান্য আঁচল সাজায়ে বনফুলে
সোহাগ-শরম-লাজে মৃদুবাণী-পূর্ণা কূলে কূলে
ছুটিয়া চলেছ যেন দূরে কোন্ জনে ভালবাসি।
আমি পুন হেরিলাম এ কী তব অভিনব রূপ
ভৈরবিনী সাজ।
গগনে মেঘের ঘটা শ্রাবণের শেষদিনে আজি
ভয়াল গৈরিক ভীম। নভোতলে ভীমাবেশে সাজি;
এলায়ে ধূসর জটা-জলরাশি শ্মশান-স্বরূপ
তুমি চলিয়াছ ছুটে। স্রোতবেগে শিহরি উঠিয়া
তড়িত ত্বরিত গতি আত্মহারা চলেছ ছুটিয়া,
ধ্বংসের প্রলয় মন্ত্র বক্ষে তব বাজিতেছে আজ;
আজি তব দেখিতেছি নাহি দয়া করুণা নয়নে
সুকঠিন হিয়া।
মানব ধরিত্রী আজি আঘাতে কাঁদিবে সুকঠোর,
গগন ব্যথার ব্যথী ঢালিবে অঝোর আঁখিলোর,
তবু তব ক্রোধবহ্নি নিভিবে না আঁখির প্লাবনে।
স্রোতবেগে ক্ষুদ্রতরী ওই দূরে ঠিকারিয়া পড়ে।
তীর হতে লক্ষ নর ফুকারিয়া হাহাকার করে
অকস্মাৎ স্রোত তব রবি করে ঝলকি উঠিছে
ছুরিকার মতো।
এ যেন কুটিল হাস্য তব হিংস্র দন্ত ওষ্ঠ 'পরে

তব হত্যাসাধ সেথা নিষ্ঠুর নয়নে ক্ষণতরে
ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রায় শান্ত স্মিত আলোকে ফুটিছে।
প্রবল দুর্বার তুমি, অত্যাচারী মদগর্বে তব,
ভাঙি গড়ি শক্তিমদে শ্যাম শোভা দেশ নব নব,
চলেছ কাটিয়া বলে ধরা মাঝে আপনার পথ।
তোমার প্রবল শক্তি বাধা দিতে আছে আমাদের
স্নেহ প্রেম বুকে।
সে ক্ষীণ বাঁধন ঠেলিয়া হে দর্পিত চলিয়াছ বেগে
আঘাতি কঠোর ঘাত। ব্যথিত পঞ্জরে ওঠে জেগে
দীর্ঘশ্বাস-ভগ্ন-আশা নিরুপায় দীন হতাশের।
তবু নর কাঁদে শুধু, বুকে বাঁধি একে অপরেরে,
বাহিরে বিশাল বিশ্ব আপন কঠোর জালে ঘেরে,—
সে তবু বসিয়া রহে ঊর্ধ্ব-আঁখি সব সুখে দুখে।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কারায় শরৎ

আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎ রবির সোনার আলো ঝরিছে,
আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সরস ফুলে ভরিছে,
মেঘলা দিনের ওড়না ফেলি' চাইছে ভুবন নয়ন মেলি,
রাঙা মাটি রঙিন আলোয় বাঁচিল,
আমার শুধু চোখের কাছে আজকে কটা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পাঁচিলও।
আশ্বিনে এই নূতন রোদে মাত্‌ল যেমন কোন্ আমোদে
কোন্ প্রাণে আজ উঠল সে গান গাহি'রে।

কেমন ক'রে বুঝাই প্রাণে পেলাম দু'হাত-আঙিনাতে
মাঠ ভরে যা পাওনি তুমি বাহিরে।
আজকে আমার সকল দিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল যত পুরানো,
কেউ বা কালো কেউ বা মেটে লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে,
তাই দেখে আজ যায় না নয়ন ঘুরানো।

এই পাঁচিলে এমনি ভাবে কতই গেছে কতই যাবে
শরৎ রবি সোনার তুলি বুলায়ে,
দূরের স্বপন পাখায় মাখি বসল হেথায় কতই পাখি,
বসবে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলায়ে।
এই পাঁচিলে কতই রেখায় বাদল বারির হাতের লেখায়
কতই ছবি কতই আছে রচনা,
কচিৎ কভু হেথা হোথা বুঝেছিলাম তাদের কথা,
তাদের প্রসাদ তাদের প্রাণের যাচনা।
আজকে তাদের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার ঢুকল আসি'
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া,
আজ পূজা চায় সবাই যেন, শেওলা জলে পান্না হেন,
রাঙা ইট উঠ্‌ল দ্বিগুণ রাঙিয়া।
এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখেছি আলো দিব্যি মানায়,
দুদিন আগে একথা কই ভাবিনি।
সকল দীনের দৈন্য নাশি শরৎ এল মধুর হাসি,
সোনার বান আজ এল ভুবন প্লাবিনী।

ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করে মানুষকে ভাই শুকায়ে,
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এমনি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে।
সহসা সেই শুভক্ষণে সব কিছু হয় মধুর মনে
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে,

কঠিন সে হয় কোমল বড়ো পুরানো হয় নূতনতরো
রাঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে।
আশ্বিনে সেই দিন এসেছে আলোর নদীর কূল ভেসেছে,
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা।
নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে তোমরা কি তার সবটা পাবে,
হেথায় আমি একটুও কি পাব না।
বাইরে আলো দুষ্ট ছেলে মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,
ধরার নয়ন ভরে স্বপন আবেশে,
হেথায় আলো লক্ষ্মী মেয়ে করুণ চোখে রয় সে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকতে ভাল না বেসে।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

"ওরে কবি তোর ছবির পসরা"

ওরে কবি তোর ছবির পসরা
ভরিয়া লইবি আয়,
উৎসবময়ী সাজিয়াছে ধরা
বসন্ত নাটিকায়।
আজ পেয়ে যাবি যাহা চায় মন,
এত মিঠা লাগে ভানুর কিরণ,
পাখিদের সনে বনে সমীরণ
এত শিষ দিয়ে যায়।

একখানি মেঘ কোনোখানে নাই
মেঘেরা লয়েছে ছুটি,
তরী চলাচল থামিয়াছে, তাই
স্থির আছে সিন্ধুটি।

আমাদের এই শ্যাম দ্বীপটির
কূলে ছলছলে তারি নীল নীর,
আমাদের গায়ে লাগে ঝির ঝির
তারি কেন মুঠি মুঠি।

তরুর পাণ্ডু অধরে ফিরেছে
সবুজ সোনালি তাম।
চুম দিতে তার আনন ঘিরেছে
পাখিরা বিদেশী নামা।
এরা সেই পাখি যারা তোর দেশে
হেসে ফাঁসি যায় বকুলের কেশে
আকাশ-সিন্ধু সন্তরি শেষে
সাঁজ ফিরায়েছে শ্যাম।

ভূঁই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুটিয়াছে ফুল
রূপসীর পদপাতে।
নব শিশুসম নাড়িছে আঙুল
সু-রঙিন আঙিনাতে।
এরা নয় তোর অশোক করবী
তবু চির চেনা এরা তোর সবি
জন্ম নিয়াছে মালতী মাধবী
পরদেশী ভূমিকাতে।

ওরে কবি আয় লবি একে একে
সকলের পরিচয়।
সাত ভাই চাঁপা তোরে ডেকে ডেকে
মৌন বুঝি বা হয়।
এ যে আমাদের সেই আদরিণী
স্বর্ণবেদনা সোনার মেদিনী,
এর প্রতি তিল চিনি চিনি চিনি
প্রতিটি অলময়।

এই আলোকের ফেনিল পিয়ালা
রাখি মনে হাতে ক'রে।
এখনি ছুটিব সবটুকু জ্বালা
টুটিবে পিয়ালা ওরে।
প্রাণ ভরে এরে করে নে রে পান
এ যে ত্রিলোকের তরলিত প্রাণ,
আকাশ মথিত এ অমৃত দান
পিয়াসী মেনেছে তোরে।

ছবির পসরা করিয়া উজাড়
প্রিয় রমণীর পায়
মন হতে তোর নেমে গেছে ভার
ওরে কবি ছুটে আয়।
তোর তরে হেথা মেলিয়াছে ছবি
আন জগতের আরো এক কবি
ভালবেসে এরে শিরে তুলে লবি
এইটুকু সে যে চায়।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পলাতক

ঘোড়ার খুরের ধ্বনি বাতাসে মিলায়।
উদাস পথিক হাওয়া আকাশ-কুলায়
নীড়হারা শব্দটিরে
সুদূর নীলের তীরে
বিধূনিত তরঙ্গের স্তরের মাথায়
অসীম মমতা ঘিরে তুলে রেখে যায়।

প্রকৃতির উঞ্ছবৃত্তি আবার কোথায়
খুঁজে মরে হায়।
কোথাকার নিপীড়িত চিহ্ন মানুষের
কবেকার ভুলে দেখা মুখ ক্ষণিকের
অমনি নিঃসঙ্গ কোনো পৃথিবীর দেশ
টুকরো পালিয়ে যাওয়া কথার উচ্ছেষ॥

বন্দে আলী মিয়া

ময়নামতীর চর

এ-পারের এই বুনো ঝাউ আর ও পারের বুড়ো বট
মাঝখানে তার আগাছায় ভরা শুকনো গাঙের তট ;
এরি উঁচু পারে নিত্য বিহানে লাঙল দিয়েছে চাষী,
কুমীরেরা সেথা পোহাইছে রোদ শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি।
কূলে কূলে চলে খরমুলা মাছ, দাঁড়িকানা পালে পালে
ছোঁ দিয়ে তার একটারে ধরি' গাঙ চিল বসে ডালে
ঠোঁটে চেপে ধরি' আছাড়ি আছাড়ি নিস্তেজ করি তায়
মুড়ো পেটি লেজ ছিঁড়ি একে একে গিলিয়া গিলিয়া খায়।
এরি কিছু দূরে এক পাল গোরু বিচরিছে হেথা সেথা
শিঙে মাটি মাখা দড়ি ছিঁড়ি ষাঁড় চলে সে স্বাধীনচেতা।
মাথা নীচু করি কেহ বা ঝিমায় কেহ বা খেতেছে ঘাস,
শুয়ে শুয়ে কেহ জাবর কাটিয়া ছাড়িতেছে নিঃশ্বাস ;
গোচর পাখিরা ইহাদের গায়ে নির্ভয়ে চলে ফেরে
উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে,
বক পাখিগুলো গোচরকীয়ার হয়েছে অংশীদার
শালিক কেবলই করিছে ঝগড়া কাজ কিছু নাই তার।
নতুন চরের পলি জমিটাতে কলাই বুনেছে যারা
আখের খামারে দিতেছে তারাই রাতভর পাহারা ;

খেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে পুঁতে শূন্যে বেঁধেছে ঘর
বিচালী বিছায়ে রচেছে শয্যা বাঁশের বাখারি 'পর।
এমন শীতেও মাঝ মাঠে তারা খড়ের মশাল জ্বালি
ঠকঠকি নেড়ে করিছে শব্দ হাতে বাজাইছে তালি।
ওপার হইতে পদ্মা সাঁতারি বন্য বরাহ পাল
এ-পারে আসিয়া আখ খায় রোজ ভেঙে করে পয়মাল।
তাই বেচারীরা দারুণ শীতেও এসেছে নতুন চরে
টোঙে বসি বসি জাগিতেছে রাত পাহারা দেবার তরে;
কুয়াশা যেন কে বুলায়ে দিয়েছে মশারির মত করি
মাঠের ওপাশে ডাকিতেছে 'ফেউ' কাঁপাইয়া বিভাবরী।
ঘুমেল শিশুরা এই ডাক শুনি জড়ায়ে ধরিছে মায়,
কৃষাণ যুবতী ঝাপটি তাহারে মনে মনে ভয় পায়;
'ফেউ' নাকি চলে বাঘের পিছনে গাঁয়ের লোকেরা বলে
টোঙের মানুষ ভাবিতেছে ঘর, ঘর ভেজে আঁখি জলে।

এই চরে ওই হালটার কোণে বিঘে দুই ক্ষেত ভরি
বট ও পাকুড়ে দোঁহে ঘিরে ঘিরে করি আছে জড়াজড়ি।
গাঁয়ের লোকেরা নতুন কাপড় তেল ও সিঁদুর দিয়া
ঢাক ঢোল পিটি গাছ দুইটির দিয়ে গেছে নাকি বিয়া।
নতুন চালুনি ভেঙে গেছে তার, মুছি আর কড়িগুলা
রাখাল ছেলেরা নিয়ে গেছে সব ভরি গামছায় ঝুলা।
চড়কের মেলা এই গাছতলে হয় বছরের শেষে
সে দিন যেন গো সারা চরখানি উৎসবে ওঠে হেসে।
বটের পাতায় নৌকা গড়িয়া ছেড়ে দেয় জলে কেউ,
এই চর হতে ওই গাঁ'র পানে নিয়ে যায় তারে ঢেউ।
ছোট ছেলেপুলে বাঁশি কিনে কিনে বেদম বাজায়ে চলে,
বুড়োদের হাতে ঠোঙায় খাবার, কাশে আর কথা বলে।
ছেঁড়া কলাপাতা টুকরো বাতাসা চারিদিকে পড়ে রয়
পরদিনে তার রাখাল ছেলেরা সবে মিলে খুঁটে লয়;
উৎসব শেষে খাঁ খাঁ করে হায় শূন্য বালির-চর—
এ পারের পানে চাহিয়া ও পার কাঁদে শুধু রাত ভর।

প্রভাতকিরণ বসু

‘পথি নারী’

পায়ে পায়ে কেন ? আরো জোরে হাঁটো। তাড়াতাড়ি এসো চলে !
ছেলেটাকে ধর। ছাতাটাকে নাও। খুকিটাকে করো কোলে।
টর্চটা কে নেবে ? আমি ? কি যে বলো ! দেখচ না ছড়ি হাতে।
খাব সিগারেট। মিথ্যে তোমায় এনেছি বন্দিনাথে !
আরো জোরে হাঁটো। বেড়াতে পাও না, থাকো ত অন্ধকূপে !
চেঞ্জে এসেও চলো পায়ে পায়ে ! ঐ দেখ আসে ভূপে,—
ঘোম্‌টাটা টানো। দেখে ফেললেই ভারি মুস্কিল হবে !
বলবে ‘অমন ক্যাড মেয়ে দেখে কি করে পড়লি লভে ?’
ওদের বৌরা পাশকরা মেয়ে কত কি ফ্যাশান জানে।
চপ্পল নয়, হিল-উঁচু জুতো, ঠমকে ঠমকে টানে।
পার্শী শাড়ীটা ভাটিয়ার মতো কেমন ঘুরিয়ে পরে !
খোঁপার কাপড় খসলে কেমন বাঁহাতে কোনটি ধরে !
তুমি কি তা পারো ? ঐ যে সামনে মেয়েটি দেখতে বেশ !
ছোঁড়াটার দিকে অত কি দেখচ ? বেহায়ার একশেষ !

বছর বছর ছেলে আর মেয়ে দেখতে পারি না চোখে !
জানি না মুখ্যু মেয়ে কি দুঃখে বিয়ে করে আনে লোকে !
কালো চেহারা যে সইতে পারি না, তুমি হলে সেই কালো।
আমার কী রূপ ? আমি যে পুরুষ ! পুরুষের সবি ভালো।
বিদ্বান নই ? গুণবান নই ? কি দেখে যে মেয়ে দেবে ?
তুমি সতী নও, পতির বিষয় এতই রেখেছ ভেবে।
আমি যা হই না ! স্বামী তো তোমার ? স্বামীরে দেবতা জানা
মেয়ে মানুষের প্রধান ধর্ম, দোষ দেখা তার মানা।
মুখ্যু বা কিসে ? পড়েছি কলেজে, আই-এ না হয় ফেল !
গুমটি এসেছে। ফটক বন্ধ। ঐ দেখ আসে রেল।

ফুলের গন্ধ পাচ্ছ কি তুমি ? মিষ্টি ফুলের বাস ?
টর্চ জ্বলবে না ! ব্যাটারী গিয়েছে। এই রে সর্বনাশ !

ফিরে চল রাণী, এ অন্ধকারে চলতে কষ্ট হবে।
হাঁপ ধরে গেছে? বুড়ো মেয়েটাকে কোলে রাখা কেন তবে?
আমাকে দাও না! ছাতাটাও দাও। ছড়িটাকে ধরো, এই।
এখন লজ্জা করবে না আর, পথে লোকজন নেই।
কত কষ্টের পয়সা! ছুটিটা কত কষ্টের পাওয়া!
সবি সার্থক। রোগ সেরে গেলে লেগে পশ্চিমে হাওয়া।
তুমি সেরে ওঠো। কথা নেই কেন? কত কি বলেছি বলে?
আর বক্‌ব না। মাপ চাইছি যে! এবারে ত খুশি হলে?

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

মনের পদ্ম

তুলিনু যূথিকাপুঞ্জ একদা সে পুষ্পবীথি হতে,
ঘরে আসি ঘ্রাণে ঘ্রাণে করে দিল আকুল পরাণ ;
ক্ষুদ্র শিশুকন্যা মোর হেসে যবে দাঁড়ালি পাশে
যূথিকা কাঁদিল লাজে শুকায়ে করিল ম্রিয়মাণ।
আনন্দের ছন্দ-শিশু মধুভরা সংসার রতন,
মৃত্যুর নিঃশ্বাসে চলি যবে হায় মাগিল বিদায় ;
হেরিনু কাঁদিয়া ওরে এই বিশ্বে যে যত সুন্দর,
সে যে তত নিঃস্ব ওরে, পুষ্প ফোটে পুষ্প ঝরে যায়
গগনে জ্যোছনাভরা, গোলাপ করেছে কুঞ্জ আলো,
রাজসভা মুখরিছে মধুকণ্ঠ গায়কের গান,
ফুটে আছে পদ্মবন আনন্দের শয্যা বিছাইয়া
বিকাশের মন্ত্রে মন্ত্রে কেঁদে ওঠে ঝরিবার ঘ্রাণ!
ঝরে সংসারের ভোগ, ফুল ঝরে গন্ধ ঝরে বলে,
ভকতির পদ্ম শুধু ফুটে রয় নিত্য মনে মনে॥

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ব্যর্থ

আমার হারানো চিন্তাগুলি নুয়ে নুয়ে
মনের সোনার ক্ষেতে ধান্যশীর্ষসম
ছিল ঝুলে ঝুলে অতি কান্ত, অতি কম।
আসে বন্যা, বহে ঝঞ্ঝা, পড়ে তারা শুয়ে।
ভাবি বসে বসে, আজ তারা কোথা মম?
উপরে আকাশ নীচে মাঠ করে ধূ ধূ,
সরসতাহীন আমি পড়ে আছি শুধু।

আমারে কাঁদিতে দাও, অক্ষমতা ক্ষম।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে যে-ক্ষেত্র সেচিনু,
নিষ্ফলতা মূল্যে হায়, তাহারে বেচিনু,
যাহা ছিল, তাহা নাই, আর কেন তবে?
কঙ্করের তলে আজ শ্যামল অঙ্কুর
মেলে হৃদি উপাড়িয়া করে দাও দূর
যা ছিল হরিৎ, পূর্ণ ধূসর তা হবে॥

অমিয় চক্রবর্তী

সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষেত চাটা,
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।

জীবন, জীবন মোহ,
ভাবহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গী হারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে না পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।

দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচিয়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর এ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দুঃসময়

মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়
সমুত্থিত দৈবদুর্বিপাকে।
আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্রস্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শাণায় অসুরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশ মুকুরে,
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে
ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে ;
আসে নাই সন্ধিলগ্ন, তমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে ॥

জানো না কি, নিঃশঙ্কিনী, যদিও বা সত্য হয় আজ
আমাদের অবোধ স্বপন,
যদিও মার্জনা করে ঈর্ষ্যাপর ক্লীবের সমাজ
যুগলের অমর্ত্য মিলন,
তথাপি নিষ্ফল সবই।—আমাদেরই দুর্মর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত ;
প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ ;

অহৈতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চনার লাজ
আস্ফালিবে শুষ্ক দুঃস্বপন ॥

তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে এ'কবারে,
কায় মনে তোমারেই চাই।
জানি স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে
রাত্রি-দিন মিনতি জানাই।
উন্মথি হৃদয়সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে
অভুঞ্জিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে ;
মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকি আছে, এসো আজ তাতে
আমাদের আমরা সাজাই।
অসাধ্য সিদ্ধির যুগ ফিরিবে না, জানি, এ সংসারে ;
তবু রুদ্র ভবিষ্যতে চাই ॥

আঁধার ঘনায় চোখে, তুমি ছাড়া কেউ নেই পাশে,
অন্তরীক্ষে জমে বিভীষিকা।
লুব্ধ ভবিতব্যতারে রুদ্ধ করো দৃপ্ত পরিহাসে,
হাতে হাত রাখো সাহসিকা।
তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি
ফিরাবে অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি,
মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল দিবে বুঝি মোরে অব্যাহতি,
শাপমুক্ত হবে অহমিকা ;
নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উল্লাসে
আমাদের নব নীহারিকা ॥

জীবনানন্দ দাশ

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভনগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক ; চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তোমারে ভুলিয়া গেছি

তোমারে ভুলিয়া গেছি,—পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত আজি মোর মন,
আমার মুহূর্তগুলি উড়ে চলে লঘুপক্ষ বকের মতন।
তোমারে ভুলিয়া গেছি—নভচারী শ্রান্ত ডানা ধীরে বুজে আসে
কূলের কুলায়ে হায়—কুয়াশার ঘুম ভাঙে চৈত্রের বাতাসে।
শ্মশান ঘুমায়ে আছে, আষাঢ়ের অশ্রু জলে নিভে গেছে চিতা,
শীতার্ত বিশীর্ণ নদী—নাহি আর আবেগের অমিতব্যয়িতা।
হাতে আজ কতো কাজ: ভুলে গেছি কখন ফুটেছে ছোট জুঁই,
ক্ষুদ্র গৃহনীড় ছেড়ে কখন বিদায় নিল চটুল চড়ুই।
তোমারে ভুলিয়া গেছি—উদ্বেগ-উদ্বেল তনু লভেছে বিশ্রাম,
প্রতীক্ষার ক্লান্তি হতে লভিয়াছি শূন্যতার আরোগ্য আরাম।
রৌদ্রের দারিদ্র্য মাঝে ভুলে গেছি নক্ষত্রের মধুক্ষরা চিঠি,
গায়ে হলুদের দিনে, ভুলে গেছি, পরেছিলে হলুদ শাড়িটি।

দ্বার রুদ্ধ করি নাকো—জানি আর বাজিবে না ভীরু করাঘাত,
রজনীর সুপ্তিশেষে জানি শুধু দেখা দিবে প্রসন্ন প্রভাত।
তোমারে ভুলিয়া গেছি—জীবনেরে তাই যেন আরো বড়ো লাগে,
অনুর্বরা মৃত্তিকার রুক্ষদহ ভরে গেছে আতাম্র বিরাগে!
তোমায়ে মানায় কি-বা সিন্দুরেতে, কে বা জানে! হাতে এতো কাজ!
বেদনার অপব্যয়ে গড়িব না, ভয় নাই, বিরহের তাজ।
ছিলাম সঙ্কীর্ণ গৃহে, চলে গিয়ে, ফেলে গেলে এত বড়ো ফাঁকা,
আমার কানের কাছে মুহুর্মুহু বেজে চলে মুহূর্তের পাখা।
তোমারে ভুলিয়া গেছি,—কে জানিত এর মাঝে এতো তৃপ্তি আছে,
আমার বক্ষের মাঝে মহাকাশ বাসা বেঁধে যেন বাঁচিয়াছে।

অজিত দত্ত

গন্তব্য

এই ঘর থেকে ওই প্রান্তরের পার
চোখের দৃষ্টির পথ এক লহমার।
তবু সে অনেক দূর। কত দীর্ঘ দিন রাত্রি গেলে,
রিক্ত তপ্ত রৌদ্রে জলা শুষ্ক দিনে বিবর্ণ বিকেলে,
দেহ মন টেনে টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের কাছে—
প্রাপ্তির সম্পূর্ণ তৃপ্তি আছে।

হৃদয়েরে ছুঁয়ে যাওয়া, দূরে সরে যাওয়া প্রেমগুলি
অসমাপ্ত ছবিটির পাশে রাখা কতগুলো তুলি—
একদিন জাগরণে, প্রেরণায় কেঁপে
ছবিটি সম্পূর্ণ করে দেবে জানি রঙের প্রলেপে
যা আজ খণ্ডিত, ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত, ঈপ্সিত বহুদূর,
কোনোদিন তাই হবে পূর্ণতার তৃপ্তি ভরপুর।

তবুও সম্মুখে আজ প্রসারিত দীর্ঘ রাত্রিদিন
অবিশ্রান্ত প্রতীক্ষার প্রয়াসে মলিন।
দৃষ্টি দিয়ে, মর্ম মাঝে, মহূর্তেই যারে ছোঁয়া যায়,
তাহারে সম্পূর্ণ পেতে যেতে হবে দিগন্ত সীমায়।
যা আছে অন্তরে অন্তরালে
তার আবির্ভাব শুধু জীবনের রজনী পোহালে।

বুদ্ধদেব বসু

বন্দীর বন্দনা

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি রচেছ আমায়
নির্মম নির্মাতা মম ! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার !
মনে করি, মুক্ত হব ; মনে ভাবি, রহিতে দিব না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যু বেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছুসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চলে যাই সংসার সমাজ গড়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত ; দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভর্ৎসনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এল—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি ?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে বন্ধন মগ্ন করি রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হয়ে গেছে সে-বন্ধনে।
ক্ষণ তরে নহি মুক্ত ; কর্ম মাঝে, মর্ম মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা আশায়
আমারে রেখেছ বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগ পাশে

সৃজন উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর!
মুক্তি শুধু মরীচিকা সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছ বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি;
তাদের মেটাতে হয় আত্ম বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দ নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন।
জিঘাংসার কুটীল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই;—ক্ষণ তরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য উচ্ছাসে
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে পদে স্খলন পতন,
আপনারে ভুলে যাওয়া সুন্দরের নিত্য অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছ অক্ষম করি যদি,
মোরে ক্ষমা করি তব অপরাধ করিও ক্ষালন।

জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতিহীন বন্দীশালা হতে
বন্দনা-সংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়।
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি:
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কি অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে আছে তব।
না-হয় রেখেছ বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমায়ে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি নিস্তব্ধ নিশীথে,
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্র সভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধা জীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম যে মুহূর্তে গেয়ে উঠে গান।
অনন্তের চির-বার্তা নিয়া ;
সে কেবল বারবার অসীমের কানে কানে একটি গোপন বাণী কহে—
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !'
রক্ত মাঝে মত্তফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্ধ মনে রসনা লেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী ?
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি আর কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন

আমারে রচেছি আমি,—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহাসৃজন কালে তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এ সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এই বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেল হানি তোমার সকাশে।

বিষ্ণু দে

ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারেবারে ওঠাপড়া?
চোরাবালি শুধু দূরদিগন্তে ডাকি?
হৃদয়ে আমার চড়া?

অঙ্গে রাখিনা কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্‌বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আবির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

* * *

হাল্‌কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝনার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে-দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার !

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে।
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্‌কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোক নিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

নিশিকান্ত

পণ্ডিচেরীর ঈশানকোণের প্রান্তর

কোন
সঙ্গোপন
থেকে এল, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা!
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক-রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ?

অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান
কোন অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত
এই গরল কুণ্ডলিত
ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে
যোজনের পর
যোজন বিস্তৃত প্রান্তর ,
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে দূরে দেখা যায় রুক্ষমাটির স্তূপের মেলা,
তারি উপর দন্তের মতো দাঁড়ানো জমাট বাঁধা পাথর কুটির চাঙ্ড়া,
যেন ক্ষিপ্ত সুপ্ত
নাসা খড়্গধারী গণ্ডার, যেন উদ্যত শুণ্ড
মদ-মত্ত মাতঙ্গের মতো।
রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস করে করে
সৃষ্টি করেছে এই আরক্তদশন
বুভুক্ষার গহ্বর প্রাঙ্গণ।
বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বক্ষিত পন্থার
কঙ্কালে।
তারি একপাশে ভস্ম-তলে
শ্মশান ; পড়ে আছে দগ্ধ-শেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,
নর-কপালের করোটী, শকুনির নখর-চিহ্ন, শবলুব্ধ সংগ্রামে
পরাজিত মৃত বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা ;
বসে আছে অপরাজেয়
লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।

তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের
বিকাশের
শিখা
এনেছে দুর্লভ তৃণ-মঞ্জরী, বিন্দু বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা।
আর
দুর্দম-দুর্বার
মর্ত্য-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর বৃন্দ ; তাদের
অটল স্বরূপের
অভিযান তুলেছে ঊর্ধ্বের
উদ্দেশে, যেন সহস্রশির
বাসুকীর
শত শত ফণা রসাতল ভেদ করে
উঠেছে দুলে অনন্ত অম্বরে,
তারা
পান করে যেন সেই সুনীল সুধার অক্ষয়-ধারা ;

যেন কোন খেয়ালী চিত্রকর, আষাঢ়ের
ঘনীভূত মেঘের
রঙের পাত্রে শূন্য করে নিয়ে
ধুমকেতুর পুচ্ছের মতো বিশাল তুলি দিয়ে
ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,
তারি চূড়ায়
শাখায় শাখায়
করেছে তরঙ্গিত
হরিদ্বর্ণ রশ্মি বিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার
পাতার
ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকপুঞ্জ ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান ;
তাদের
সর্ব অঙ্গে পুরু ইস্পাতের

চক্রকার আবর্তনের
কালজয়ী আবরণ ;
নল-কূপের মতো তাদের মূল—
এই উষরপিণ্ডপৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতল-তলে
পলে-পলে
করেছে সঞ্চিত
মর্ত্য শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।
হে সম্রাট শিল্পী, সুন্দর! কোন অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় বসে আছ্ তুমি ?
এই মরু বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার
নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।
জ্যোতির্ময়!
দাও দীক্ষা, অপূর্ব-রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায় ;
যে মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির
মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি ;
জীবনের অভিব্যক্তি
হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বর চুম্বিত
আত্মার মতো বর্তিকা,
জ্বলবে অন্তরে

ঐ ওজ্জ্বল্য তৃণ-শিখার অক্ষরে
দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ করে আমার
কঠিন প্রাণ-খণ্ডের শিলা
মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত্য-মালঞ্চের
মাধুর্য মন্দারের
সৌন্দর্য লীলা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বন

হয়তো বা তুমি দেখনি কখনো গভীর বন
যেখানে লুকিয়ে আছে কবেকার রাতের ছায়া
এলান যেখানে আকাশের হিম-নয়ন নীল—
তেমন বন।

যে স্বপনগুলি চোখ হতে রাতে হারিয়ে যায়
তারা কথা কয় বনের নরম লতার ফুলে :
তারা যেন লঘু পালকের মতো, বনের মেঘ—
স্বপ্নগুলি।

হয়তো তখন তারা-ঝরে পড়া অনেক রাত
অলস বাতাস ঘুমায় হ্রদের জলের মতো
জাগায় চোখের পাতায় তখন ছোঁয়ায় ঘুম
বনের হিম।

যদি কোনদিন আকাশের তরে তোমার চুল
ভিজে ওঠে কালো নতুন মেঘের শীতল ডালে
দেখো ছুঁয়ে যাবে কতদূর হতে তোমার বুক
গভীর বন।

শিবরাম চক্রবর্তী

বিধাতার চেয়ে বড়ো

এ ধরায় জন্মিল যেদিন
নামহীন, পথহীন, পরিচয়হীন,
দিগম্বর আদিম মানব !

—সেই ক্ষণে
জন্ম নিল তার সনে
অনন্তের বিচিত্র কামনা।...
কে বা জানে এ কামনা ছিল তাঁর মনে
ছিল এ ভুবনে
হয়তো অনাদি কাল আগে
তারই পথ চাওয়া অনুরাগে।

—সুদূর গগন-বিহারিকা
আজি যে জাগিল নীহারিকা,
নব সৃজনের মহোৎসব—
অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ মেঘে
আপনার আকর্ষণ বেগে,
অণুতে অণুতে দীপ্ত অন্ধ ক্ষিপ্ত মিলন-আবেগে
আকাশের বিক্ষুব্ধ বাসনা !

আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে
তার বনারণ্যে তার পর্বতে প্রান্তরে,
কলস্বনা স্রোতস্বিনী-তীরে,
জীবনের কুটীরে কুটীরে
যে আনন্দ মৃত্যু-বন্ধ দলি'
স্বতঃ ছন্দে উঠিবে উচ্ছলি,
নব নব প্রাণের স্বরূপে,
তারই মাঝে আজি চুপে চুপে
অনন্তের রহিল গোপন
সে দিনের সকল স্বপন।

প্রথম যে দিন এই ধরণীর বুকে
জাগিল মানুষ-রূপে নব নীহারিকা—
নব সম্ভাবনা।
নিঃসীম আকাশ ছিল চেয়ে তারি মুখে!
অগোচরে তারি ভালে ছিল জয়টীকা
অনন্তের মর্মের কামনা,
মর্মান্তিক খুশ্—
"বিধাতার চেয়ে বড়ো হবে এ মানুষ।"
সাগর সেদিন তারে দেয় নাই পথ
গতি রোধি' দাঁড়ায়েছে প্রাচীন পর্বত,
পশুযূথ করেছে সন্দেহ—
ভাবিয়াছে বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ।
চারিদিকে বস্তু পিণ্ড স্তুস্তর বিস্তার
রচেয়ে বিচিত্র বাধা যেন প্রতিবাদ ;
শ্রাবণের খর ধার, শীতের তুষার
নিদাঘে প্রখর রবি করে নাই স্নেহ।
যতো বাধা হইয়াছে জড়ো,
ততো তার চিত্ত মথি' জেগেছে উন্মাদ
উদ্ধত এ সাধ—

"হতে হবে, হতে হবে, মোরে এ সবার
ইহাদের বিধাতার বড়ো।"

মানুষ গাহিল যবে এই আদি সাম
সেই ক্ষণে
জন্ম নিল তার মনে
আদিম বিধাতা!
শুনি নিজ গাথা
আপনারে আপনি সে করিল প্রণাম!
উন্মথি' চেতনা তার জগিল উদ্দাম
নব-সৃষ্টি-কাম সুমহৎ—

যে পৃথিবী আছিল বন্ধুর
অরণ্য প্রচুর,
রচিল সে তারি বুকে মানুষের চলিবার পথ—
চলার দিগন্ত ভবিষ্যৎ।
বিধাতার গাড়িল মন্দির, আপনার বাঁধিল সে গ্রাম।
স্বয়ম্ভুরা ধরিত্রীরে
নব সৃষ্টি করিল সে ফিরে
আরো পথ, আরো পথ, রচি আরো পথ
চলিল সে দুরন্ত দুর্বার—
অনন্তের অনন্ত বিস্ময়!
যে বিধাতা শত্রু ছিল তাহারে সে করিল বিজয়,
ক্ষমা করি করিল আত্মীয়;
যে বিধাতা ছিল হিংস্র, ভয়াল বর্বর,
তাহারে সে ভালোবেসে করিল সুন্দর—
অংশ দিয়া আপন আত্মার
তিলে তিলে জননীর স্নেহে;
আপন দরদ ভরি দিয়া
তাহারে করিল দরদিয়া—

বিধাতারে সৃজিয়া মানুষ বড়ো হল বিধাতার চেয়ে।

বিধাতারে 'বিধাতা' বলিয়া মানুষ করিল সম্ভাষণ।
হাতে দিল রাজদণ্ড তার,
আপনি দাঁড়াল জোড় করে ;
রচিল তাহার সিংহাসন
মর্মান্ত ব্যথায় ক্লে, আপনার মর্মের মর্মরে।
আপন সৃষ্টিরে করি আপনার চেয়ে মহীয়ান
কে বা জানে কাহারে সে করিল সম্মান
বিধাতারে কিম্বা আপনারে ;
কেহ জানিল না
কাহারে সে করিল বঞ্চনা
আপনারে কিম্বা বিধাতারে।
আমি দেখি আজ
বিধাতার সিংহাসনে মানুষেরই আপন প্রতিমা।
দীন, খর্বাকার।
অনন্ত ঐশ্বর্য নাই তার,
আছে তার সমাপ্তি ও সীমা—
তাই সে যে এত অসহায়, তাই তার এত অবিচার,
মানুষেরই কামনা দুর্বার
পূর্ণতার লাগি",
চেয়েছে ধরিতে যেন বিধাতার অপরূপ রূপ !
মানুষেরই সৃজন মহিমা
বিধাতার অমরত্বে জাগি
ঢাকিতে চেয়েছে যেন আপনার মরণের লাজ !
ক্ষীণ, খর্ব, দরিদ্র বিধাতা
সিংহাসন হতে আজ নামি
তারি কাছে দাঁড়ায়েছে থামি—
পথে যার ধুলি শয্যা পাতা
ব্যথাতুর আতুর মানুষ।

তারি কানে কহিছে সে কথা—
"দূর করো গ্লানি মোর, দূর করো সকল কলুষ,
মুছে দাও পঙ্কিলতা যুগে-যুগে-জমা
মাগি আমি আত্মিকে পূর্ণতা।"
—যেথা কারাগারে
কাঁদে বন্দী শৃঙ্খলের ভারে
লৌহ তন্ত্র শাসনের ডোরে
সেথা গিয়া কহিছে সে—"করো মোরে ক্ষমা
মুক্তি মাগি, মুক্তি দাও মোরে।"
—শ্রম-ক্লান্ত শ্রমিকের দল
যেথা নিত্য-ক্ষুধায় চঞ্চল
দাঁড়াল সে তাদের দুয়ারে,
পুঞ্জীভূত যেথা আবর্জনা ;
কহিল সে—"করিয়ো মার্জনা
অসহায় দীন বিধাতারে,
এই শুধু চাই !
নব সৃজনের, বন্ধু, শক্তি মোর নাই
কোনো কালে ছিল না তা,
কহি সত্য কথা,
পুরানো জগৎ আর অথর্ব বিধাতা
মাগে মুক্তি, মাগে সম্পূর্ণতা,
নবীন যৌবন মাগে তোমাদের দ্বারে।"
পূর্ণতার লাগি
অবরুদ্ধ অশ্রুজলে জাগি
মানুষ জানে না ক্ষুব্ধ রাতে,
একই ব্যথা বুকে বহি বিধাতা কাঁদিছে তার সাথে
একান্তে বিরলে।
মানুষ যখন পথ চলে
তার মনে, জীবনে, সৃজনে, চিত্ততলে—

দুঃখে-সুখে, শোকে প্রেমে, আসক্তি আঘাতে
ব্যর্থতা-ব্যাঘাতে,
বিধাতা দাঁড়ায়ে বহে ব্যগ্র কুতূহলে,
প্রাণে প্রাণে কহে তার হাত রাখি হাতে—
"এই পথ-সমাপ্তি উৎসবে
আমি পূর্ণ হব, বন্ধু, তুমি পূর্ণ হবে।
এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে,
আমি বড়ো হই, যদি তুমি বড়ো হও
মোর চেয়ে।"

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমরা

আমরা কবিতা লিখি বিধাতার শুভ্র আশীর্বাদ
মোদের লেখনী মুখে অর্পিয়াছে অন্তহীন প্রাণ,
মর্ত্যের মানুষ মোরা শুনি তাই অমর্ত্য-সংবাদ,
কল্পনায় পাখা মেলে উড়ে যাই উন্মুক্ত অবাধ ;
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত বিষতিক্ত গ্লানি অপমান,
জীবনেরে করে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমরা বহিয়া আনি ক্ষণিকের আনন্দ-সংবাদ
ছন্দোবদ্ধ গান।

আমরা সৌন্দর্যলিপ্সু—পৃথিবীরে মোরা বাসি ভালো,
দিগন্তপ্রসারী মাঠ, নির্মেঘ উদার নীলাকাশ,
প্রশান্ত নদীর ধারা, অকুণ্ঠিত স্বচ্ছন্দে বাতাস
নিশার সীমান্তপ্রান্তে অর্ধস্ফুট নক্ষত্রের আলো—
কুরঙ্গ-চঞ্চল চিত্ত কিশোরীর ভীরু ভ্রূবিলাস,

আমরা সাদরে দেখি—দেখি তার বেণী মেঘকালো ;
মোদের উদ্‌বেল বক্ষে অতর্কিতে ঘনায় ঘোরালো
ভাবমুগ্ধ শ্বাস।

আমরা বধির নই—কানে মোরা শুনি দিনরাত,
ধ্বনিছে চৌদিক হতে ধরণীর আর্তক্লিষ্ট রোল,
জীবনশিয়রে বসি মরণের উচ্চকিত দোল
আমরা জানিতে পারি ; দাবদগ্ধ নির্মম আঘাত
দুঃসহ তরঙ্গভঙ্গে তটে তটে তুলিয়া কল্লোল
ভঙ্গুর সঞ্চয় যত অসংকোচে করে আত্মসাৎ—
তবু প্রতি নিশি শেষে ডাকে আসি আসন্ন প্রভাত,
'খোল্ দ্বার খোল্'।

তনুর লাবণ্য হেরি হই মোরা আনন্দ-বিহ্বল,
জানি তবু রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা কদর্য কুৎসিত
আছে তার অন্তরালে—কুসুমের সংক্ষিপ্ত সম্বিৎ
জানি ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার সম্বল।
মূর্চ্ছাতুর হৃৎতন্ত্রী। ভয়ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ চকিত,
সম্মুখে নিবিড় কালো পায়ে পায়ে প্রহৃত উপল—
তবু এ ধরণী পানে চেয়ে চেয়ে চোখে আসে জল,
কণ্ঠে মাগে গীত।

জানি বন্ধু, জানি মোরা এ ধরণী নহে চিরন্তন,
তুমি আমি তুচ্ছ কথা, সবি হবে নিঃশেষে বিলয় ;
স্তব্ধ হবে চরাচর, মহাব্যোমে ব্যাপিবে প্রলয়,
বিস্মৃতি-পাণ্ডুর হবে আজিকার রক্তাভ যৌবন।
তবু এ দেহের পিণ্ডে যতখানি প্রাণ বদ্ধ রয়,
ক্ষণিক খেলানা লয়ে রচি মোরা অনন্ত স্বপন,
অফুরন্ত গীত-গন্ধে আমাদের নিজস্ব ভুবন
চির প্রাণময়।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

উনুনে আগুন

সারাদিন কাজ করি সরকারী দপ্তরে
দারুণ খাটুনি খেটে অঙ্গে ঘাম ঝরে
যদিও মাথায় ঘোরে বৈদ্যুতিক পাখা
বিকেলে মলিন দেহ কালিঝুলি মাখা
ক্লান্ত পদে ঘরে ফিরি।
শুধায় গৃহিণী ;
'লক্ষ্মিটি নিয়েসো কিনে পোয়াটাক চিনি
একছটাক শ্রীঘি আর পাঁচপো লাল আটা
ততক্ষণে শেষ করে রাখি বাটনা বাটা
উনুনে আগুন।'
মাথায় উনুন জ্বলে
উনুন জ্বালিয়া ওঠে ভীরু মর্মতলে।
গৃহিণী সচিব সখী মিত্রার আদেশে
দোকানের খাতা হাতে ক্লান্ত দীন বেশে,
তৎক্ষণাৎ ছুটে চলি পণ্য বীথিকায়
উনুনের ধুম্রজালে সায়াহ্ন ঘনায়।

শান্তি পাল

ওয়াটার-পোলো

(পূর্বাভাষ)

এক দুই তিন চার
লোক যায় সার সার
হেদুয়ার দুই পাড়
পূর্ণ ভাই।

খেলোয়াড় ঝুপ ঝাপ
হুড়মুড় দেয় লাফ
কেউ মারে কাঁটা ঝাঁপ
তূর্ণ ধাহ্‌।

চল্ চল্ ছোট্ট ছোট্ট
এইবার যাই রে,
মঞ্চের চারধার
আর নেই ঠাঁই রে।

আজকের লীগ ম্যাচ
শক্তির মার প্যাঁচ
সব্‌বার ঘ্যাচ ঘ্যাচ—
মস্ত কাজ,

সেণ্ট্রাল, তালতলা
ন্যাশনাল, হাটখোলা—
কার জয় বেশ বলা
শক্ত আজ।

চল্ চল্ ছোট্ট ছোট্ট
এইবার যাইরে,
মঞ্চের চার ধার
আর নেই ঠাঁই রে।

বংশীর ফুর ফুর—
দুই দল স্থর স্থর
দুই দিকে দুঘুর
গড়কে যায়,

পাণ্ডায় পাণ্ডায়
করে কর দণ্ডায়
উৎক্ষেপি টঙ্কার
ভড়কে চায়

চল্ চল্ ছোট্ট ছোট্ট
এইবার বাইরে
মঞ্চের চারধার
আর নেই ঠাঁই রে।

প্রথমার্ধ

(আরম্ভ)

ফুর ফুর ফুর ফুর
ফুর ফুর ফুর ফুর
সেণ্ট্রাল রেড,
ড্রপ ইওর হ্যাণ্ডস্!
তালতলা গ্রীণ।
অফ ইওর ব্যাণ্ডস!
আর ইউ রেডি? গো।
সেণ্টার সেণ্টার—হো।

আমরা সবাই জোর খেলোয়াড়
জল-পোলো খেলি,
সকাল হলেই জলকে হাজির
দম করি ডেলি।

কামাই মোদের নাইকো মোটে
প্লেয়ার সিলেক্ট করি ভোটে
বেটিং বেজায় উঠলে টোটে
বল ছেড়ে ফেলি।

অগ্রচার
লক্ষ্য ছাড়—
লোয়ার বার
ফ্ল্যাশিং মার,
সাবাস ভাই
সাবাস সাবাস সাবাস ভাই,
গ্রাউণ্ড গেন করা চাই।
মধ্যচার
খবরদার!
সুড়ুৎ করে ঢুকল বল
গোলকীপারের চক্ষে জল!

ফ্‌র ফুর ফুর ফুর
ফুর ফুর ফুর ফুর
আর ইউ রেডি?—গো।
ব্যাক্ ব্যাক্,—হো।
সাতজন খেলোয়াড়
এক এক পোষ্টে
পুশ করে স্টার্ট নেয়
জল দিয়ে ঘোষ্টে
ছলাৎ ছল—
ছলাৎ ছল—
ব্যাক-পাস, ফোর-পাস
বল বও হর্ষে
ছোট চাল বড় চাল
মাঝ থেকে জোরসে
যষ্ঠে চিঙ্গু চণ্ডে নর্শে
সেণ্টারে বল প'ল
যা ভাই যা—
চট ক'রে ধর ধর
আহা—হা।

আমরা সবাই জোর খেলোয়াড়
জল-পোলো খেলি,
বিকাল হলেই জলকে হাজির
দম করি ডেলি।
লাফ দিয়ে বল শূন্যে ধরি
বহিঃ সীমার বাইরে পড়ি
সুযোগ পেলেই একটু সরি
হাঁপ ছেড়ে ফেলি।

অগ্রচার
লক্ষ্য ছাড়—
সুড়ুৎ করে ঢুকল বল
জিম্মাদারের চক্ষে জল।
ফুর ফুর ফুর ফুর
ফুর ফুর ফুর ফুর
অর্ধকাল অর্ধকাল
টিম সামাল টিম সামাল।

কৃষ্ণধন দে

পারুল ফুলের ব্যথা

ভুলে গেছে লোকে সেই পুরাতন কথা,
দিদিমার মুখে কদাচিৎ কেহ শোনে ;
মা-হারা শিশুর করুণ বুকের ব্যথা
বুঝেছিনু শুধু মোরা ক'টা ভাই-বোনে
সাতটি ভাইয়ের স্নেহের আশীষ্ মাথে
ফুটেছিনু তাই কোন্-সে অজানা প্রান্তে !

চেয়ে গেছে ফুল, বলে' লোক কত কি-যে,
কেহ বা সেধেছে, কেহ বা দিয়েছে গালি,
এসেছে মন্ত্রী, এসেছে ভূপতি নিজে,
এসেছে রাণীরা, এসেছে চকের-মালী,
আসেনি'ক শুধু মোদের দুখিনী মাতা।
মা'র পথ চেয়ে ভিজেছে চোখের-পাতা!

ভোরের প্রভাতী গেয়ে যায় যবে পাখি,
পূরব-আকাশে ম্লান শুকতারা জ্বলে,
ভাই-সাতটিকে ঘুম হতে তুলি ডাকি'
আজো চেয়ে থাকি সুদূর গগন তলে।
যদি কোনদিন মা আবার আসে ফিরে,
ডেকে তুলে লয় বক্ষের স্নেহ-নীড়ে!

ভবানী ভট্টাচার্য

ও ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এককণা

কি ছিল তোমাতে যার কোনো দিন পাই নাই সীমা?
সোনালি চুলের ঝাঁক? নয়নের অতল নীলিমা?
কেয়াকণ্ঠ? কম্বুগ্রীবা? দু'বক্ষের পুষ্পল বিস্ময়?
আমার পথিক মন কেমনে করিলে মোহময়?
কহিনু, তোমার কাছে কোনো দিন কিছু চাহিব না,
চাই শুধু আস্বাদিতে ও ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এককণা।
তুমি দিলে যাহা চাহিলাম আর চাহি নাই যাহা
যা কিছু তোমাতে ছিল নিঃশেষিয়া, নিঙাড়িয়া তাহা।
যে নূতন পরিচয়ে মোহভঙ্গ সে কি ভয়ঙ্কর
নহ তো মধুর,—তুমি অগ্নিসম ভীষণ-সুন্দর!

দেহে দাহ, চোখে মরু, সর্ব অঙ্গ তৃষ্ণায় কাঁপিছে,
বিবশা তুষার প্রিয়া, এত তাপ তুষারের পিছে ?
কারে চাহিলাম ? কারে পাইলাম ? তুমি কি প্রকৃত ?
তোমার কি নানারূপ ধ্যানে-দৃষ্ট মানসীর মতো ?

জগদীশ ভট্টাচার্য

দক্ষিণা

ভিখারীর ভীরুতারে বক্ষোমাঝে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
দাক্ষিণ্যের দক্ষিণারে কুড়ায়ে কুড়ায়ে চলি পথে,
স্বপ্নময়ী উড়ে চল শ্লথবল্গ তব মনোরথে—
করুণা-কৃপণা তুমি, নাহি চাও পিছনে ফিরিয়া।

সেদিন গোধূলি-লগ্নে ফুটেছিল আকাশের তারা।
সে-তারার মায়াস্পর্শ তব মনে ফুটাল প্রসূন ;
সহসা কহিল ধীরে,—"যাবেন না, একটু বসুন,"—
সে তব সুরের সুরা পান করি' হ'নু আত্মহারা।

জানি সখি, এও তব ক্ষণিকের খেয়ালের খেলা,
তবু এ তোমারি গড়া বাসনার লীলা-প্রজাপতি ;
রঙের বাহার নিয়ে আকাশেতে ওড়ে মৃদুগতি,
ধরিতে পারি না তবু তারি পিছে কাটে মোর বেলা

সুগভীর প্রেম নহে, নহে সখি নিবিড় প্রণয়,
কৈশোর-সরসী-নীরে ফোটে রাঙা চিত্ত-শতদল—
তাহাও চাহি না সখি, প্রিয়তমে দিয়ো সে-কমল ;
আমার কামনা শুধু প্রেমের যা লঘু অপচয়।

পূর্ণপাত্রে লোভ নাই, শুধু যাহা উথলিয়া পড়ে
তাহারি মদিরালুব্ধ চিত্ত মোর সুখ-স্বপ্ন গড়ে।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দম্ভ

এ কথা সবাই জানে দম্ভ আছে মনে,
ওতপ্রোত শিরে শিরে। নিয়তই তাই
আয়োজন প্রহরের বৃথা অন্বেষণে
নির্বীজিত জীবনের ব্যর্থতা জানাই।
মনে হয় সময়ের অন্তিম প্রয়াণে
মননের অভিযানে শবযাত্রী কোনো;
দূর সম্ভাবনা যত বারে বারে হানে—
বুঝি বা কালের পিছে রহিল এখনো।
তবু এই নিরক্ষর পত্র বর্ণহীন,
শূন্য প্রসাদেই রহে পাণ্ডু শ্বেতকায়।
নির্গুণ ক্লীবের মৈত্রী প্রজননে ক্ষীণ,
প্রাক্তন বিস্মৃতিতলে কখন পালায়।
দেখি বসে ধায় কাল মহা আড়ম্বরে।
সুকৃতের নেই দায়, মরি চরাচরে।

সমর সেন

মহুয়ার দেশ

১

মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।

অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুলে,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি—
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গম্ভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে,
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তবু

তবু তুমি একবার পিছনেতে চাও।

এইসব রূপকথা রাত :
তোমার আলোকে তারা ধানে শীষের মতো
হয়েছিল সোনালী-সবুজ।
জীবনের হিসেবী দেবতা
নিয়ে গেছে
সময়ের রথে।

তবু তুমি একবার পিছনেতে চাও।
জীবনের সিংহাসনে যৌবনের মুক্তা মুকুটে
সেই অভিষেক-দিন :
দীপ্ত তলোয়ার !

তারা চলে গেছে, এতে ক্ষোভ নেই।
শুধু আজ মন্থর প্রহরে
রথের চাকার ধ্বনি থেকে থেকে শুনি ;
সোনালী ধানের বোঝা চলে গেল দূরে ;
প্রতিটি মুহূর্ত আজ ঝিরঝিরে বালি
ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়ে।

তবু তুমি একবার পিছনেতে চাও।

হরপ্রসাদ মিত্র

মফস্বলে

জল থই থই মাঠের কিনার,
এখানে আবার স্বপ্ন-মিনার।
এখানে তুষার-ফুল-টুপ্-টুপ্ বর্ষা।
সপ্তাহান্তে,
পথের প্রান্তে
জল নেমে গেছে, বৃষ্টি নেই।
বৈকালে একা,
আকাশ অথৈ ফর্শা।
অশ্রু-চিকন
দিনের লিখন।
সে কার নাম ?
ধবল চকের পাঁতি পুব দিকে,
এ-দিকে ঝিমায় নান্দীগ্রাম॥

সুধীরচন্দ্র কর

দেখা

আরো কিছু বাকি বটে সে আর ক'দিন ?
দেখিতে দেখিতে এ তো হয়ে যাবে লীন
অসীম কালের গর্ভে ক্ষীণ আয়ুশিখা
অন্ধকারে জোনাকির আলোর কণিকা।
তবু এরই স্বর্ণবর্ণ ক্ষণ দীপ্তি মাঝে
যেমন তেমন অতি প্রাত্যহিক সাজে
এই যে তোমারে হেরি যত্নে, অনায়াসে।
অসতর্কে, দীর্ঘ কভু, স্বল্প অবকাশে,
এ দেখার শেষ নাই ; এর স্মৃতিরেশ
সে যেন গানের সেই আখর বিশেষ
সমে এসে গোড়াকার সেই দুটি কথা,
আবার বাজিয়া উঠে ধ্বনি কলস্রোতা।
এমন অল্পের মাঝে বেশি এতখানি
কোথা পাই ? এমন নিকটে থেকে, টানি'
বিচারের সীমা হতে বিস্ময়ের পারে
কে এমন দূর হতে দূরে মন কাড়ে ?
ফিরে ফিরে মনে জাগে স্মিত হাসিরেখা,
নাহি মিটে অন্তরের অন্তহীন দেখা।
স্বল্পআয়ু এ জীবন কিবা তার ক্ষতি—
অনন্তেরে চিনাইল ইহারি তো জ্যোতি !

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাষাহারা

'ভালবাসি, ভালবাসি'—
দূরে যেতে কাছে আসি
নিরালায় বলে চলে যাই।

আসা-যাওয়া শুধু সার,
কথা কি হবেনা আর?
প্রকাশের ভাষা কোথা পাই!

দিনের আকাশে মোর
জাগরণ সুকঠোর,
স্বপন তারকা রূপহারা,

রয়েছে তবুও নাই,
হৃদয়ের ভাষা তাই
দ্বারে দ্বারে মাথা কুটে সারা।

দিবসের অবদান
লক্ষ তারার গান,
রাত্রির পুলকিত ভাষা;

এ হৃদয় উন্মুখ
সে ভাষার কণাটুক
পেলে পুরে জীবনের আশা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিরোধ

নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধলাম নিজেকে
জানলায় নীল আকাশ দিলাম টাঙিয়ে,
মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে
চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।

সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে
স্নান চলে বেশ নিরীহ টবের জলেতে,
শুকনো ডাঙায় নির্ভয়ে দিই মনকে
অতলান্তিক সাগরে সাঁতার কাটতে।

শাদা ডিশ্‌টায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হল কার নয়নে,
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ!

পুরু বিছানায় ডেকেছি ফ্যানের হাওয়াকে
নীল আলোটায় নীলিমার নীল স্বপ্ন,
হৃদয়ে উধাও বোশেখী ঝড়ের ঝাপ্‌টা
কালো কুয়াশায় দিক্‌বধু কূল হারাল।

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি?

ঈশ্বর, এই শরীর মনের দ্বন্দ্বে
এ কী নিষ্ঠুর নীরব গ্রহণ করেছ?
যেখানে ভাবনা তোমাকে সৃষ্টি করেছে
দৃষ্টি সেখানে দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী?

সুশীল রায়

ফলক

একধার থেকে দূর ওধার অবধি অগণন
পাখা-মেলা দুধ-সাদা বকের মতন
পাথরের পালঙ্কের মসৃণ মিছিল।
হঠাৎ থমকে থামি, এ যে এক আশ্চর্য নিখিল—
সমস্ত কৌস্তুভকান্তি স্ফটিক নির্মল,
স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নার মতন শীতল,
কপটতা-খলতার নামগন্ধ নাই,
নাই কৃপণতা কোনো, নাই দীনহীনতার সংকীর্ণ বালাই,
উদার মহৎ সকলেই, সব অসীম সুন্দর।
থরে থরে তারা পর পর
নির্বিকার নীরব নিশ্চল।
এ এক সোনার স্বর্গ, কিংবা স্বর্গ থেকেও উজ্জ্বল।
কেউ মাতা, কেউ পিতা, বন্ধু কেউ, কেউ ছিল বোন,
অথচ এখন
তারা দলে দলে
ভূতপূর্ব হয়েছে সকলে।
তাদের উদ্দেশে আঁকা সংখ্যাহীন স্তুতি
সীসার অক্ষরে লেখা প্রাণের আকৃতি—
"তুমি নাই, তাই এ নিখিল আজ ফাঁকা"
—এমনি কান্নায় ভরা সমস্ত এলাকা।
এ কান্নার সব কথা সত্যি সবখানি ?
কি জানি, কি জানি !

এত আলো, এত ভালো, যদি, তবে, হে প্রাক্তন, আজ
তোমাদের হাতে সঁপে দিই এ সমাজ।
এ পৃথিবী করো স্বর্গভূমি
ধূলিতে ছড়াও স্বর্ণ তুমি।

কাদামাটি আমাদের, আমাদের কাম্য সারাক্ষণ
অশান্ত জীবন।

নিখাদ শান্তির সঙ্গে তাই ছাড়াছাড়ি—
শুধু ভালো নয়, চাই মন্দ ও মাঝারি।
ঘাসের গালিচা-ঘেরা পথ হয়ে পার
নিত্য চাই নিত্য পাই শানের সংসার।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবিতার খসড়া

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভয়ে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়, জানে না কেউ।

উদ্যমহীন মূঢ় কারায়
পুরানো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ঘোরে পাড়ায় স্মৃতির ফেউ॥

দিনেশ দাস

মাইকেল

মোটরে ঝড়ের বেগ
ঝড়ের মতোই কালো এলোমেলো রাত,
চকচকে আলো জলে হেডলাইটের
তারি তলে ছুটে চলে যশোহর রোড্।

মোটরে অনেক দূর :
অগুন্তি গাছের ফাঁকে নিবিড় শালের নীচে
সুড়ঙ্গের মতো
যশোর রোডের সঞ্চরণ।
সুদূর সুড়ঙ্গ চলে
সবুজের ভীড় ঠেলে
ভিড় ঠেলে কত ডাঙা, ভাঙাবাড়ি, ডাঙাগ্রাম
পিছনে অনেক গ্রাম, কত বন, বনগ্রাম
পিছে ফেলে ইচ্ছামতী-তীর।

মোটরে অনেক দূর
অনেক—অনেক দূর
আবার অদূরে কোন্ গহন জলের ছলোছল!
কপোতাক্ষ?
কপোতাক্ষ কতদূর।
—সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে—
কপোতাক্ষ আর কতদূর!

কানাই সামন্ত

রাতজাগা পাখি

কবি নই, রাতজাগা পাখি
নিষুপ্ত ভুবনে জেগে থাকি।
একা আমি।
নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুগামী
পরিক্রমাপর সপ্তষির।
নীরব নিস্তব্ধ যামিনীর
হৃদয়ে কখনো ডানা মেলি

পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে চাঁদের চামেলি
যখন কৌমুদী-দলে
ঢাকে জলে স্থলে।—
কভু কারে ডাকি।—
আমি এক রাতজাগা পাখি

অশোকবিজয় রাহা

গলির মোড়ে

এখানে গলির মোড়ে একদল তরল তরুণী
জল-ঢেউ ছিটাল হঠাৎ
উজ্জ্বল হাসির কাচ ভেঙে গেল সূর্যের আলোকে।

.এখানে গলির মোড়ে চকিতে দেখেছি এক নদী—
দুই দিকে জলের ঝিলিক
মাঝখানে চোরাবালি হাসে।
দুই তীরে ধসে-পড়া সারি সারি পথিকের ঢিবি
সূর্যাস্তের সেনা।

জানি আজ পৃথিবীতে দিকে দিকে যুগসন্ধ্যা নামে
ধোঁয়া ও কালির ছাপে দুর্ভাগা আকাশ,
তবু এই পড়ন্ত বেলায়
এখানে গলির মোড়ে একদল তরল তরুণী
চকিতে দেখাল সেই নদী॥

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পর্শাতীত

যখন শুকতারায় পথ চেয়ে যামিনী হয় মন্থর,
ঝিঁঝিরা নেয় ক্ষণিক বিরাম,
জোনাকিরা ব্যঙ্গ করে আকাশের তারাদের
তখন আমার হাল্কা ভাবনাগুলোকে দিই উড়িয়ে
দূর আকাশের গায় !
ছায়াপথ বেয়ে তারা দলে দলে চলে—
কিন্তু তারা কেউ যেতে পারে না তুমি যেখানে থাক সেখানে
আবার তারা ফিরে আসে আমারই কাছে,
রাতের আঁধারে এই ধুলি-ধূসর মাটিতে ।
অনন্তে যদিও ওদের নিত্য অভিসার
ধুলোয় কিন্তু ওদের নীড় ।

মধু মাধবীর কুসুম-শয়ন
তোমার মায়া দিয়ে করেছিলে রচনা
কবে তা গেছে শুকিয়ে
হ'য়েছে উষর ধূসর !
উষ্ণ গালে চোখের জলের দাগের মতো !
এখুনি-ফিরে-আসার ছলনা করে ঠিক মিলনের পূর্ব লগ্নে
সেই যে তুমি গেছ ;
তারপর প্রতীক্ষা হয়েছে প্রখর উত্তরোত্তর, তুমি আসনি ।
তীক্ষ্ণ হয়েছে পল, শাণিত হয়েছে প্রহর তোমার প্রতীক্ষায় ।
উদ্‌বেগ কাঁটা বিছিয়ে গেছে ফুলশয্যায় ।
অতীতের সেই তীক্ষ্ণ শাণিত মুহূর্তগুলোর ওপর শুয়ে
প্রতিদিন যখন শূন্য মনে ভাবি
তখন ধূসর আকাশ বেয়ে একে একে ফিরে আসে আমার ভাবনাগুলো ।

স্তব্ধ পাখার ক্লান্ত বিধুননে
তারা আমার বুকে এসে পাখা গুটোয় ।

রাত্রিশেষের বিষণ্ণ বাতাসে ফুল ঝরে নিকুঞ্জ প্রচ্ছায়ে।
তুমি-হারা পাংশুল শয়নে মর্মর জাগে।
বিনিদ্র চোখের উপর ভেসে ওঠে তোমার স্বপন—
ধরার ধুলায় উর্ধ্বে শাশ্বত সে প্রেম।

মণীন্দ্র রায়

অক্রূর-সংবাদ

আমি যাই।
নির্বোধ কৈশোর স্বপ্ন আর নয়, ব্রজবাসী, নয়।
এ পৃথিবী রাত্রি-গর্ভ, এ জগৎ ডাকিছে বৃথাই ;
কক্ষচ্যুত আমার হৃদয়।
নীরন্ধ্র পেশল দিন অষ্টভুজে টানে। আমি যাই।
শোণিতে শিহরে যেন দূরাগত ঝঞ্ঝার প্রণয়॥
গোকুল গোধূলিম্লান হবে জানি। জানি, যদি আমি যাই
দগ্ধহাসি জীবনের সে করুণ তমিস্র প্রহর।
বিষণ্ণ যমুনা আর কদম্ব নিথর
(হায় বিনোদিনী রাই !)
এ রসতীর্থের শবে করে দেবে নিরুত্তাপ ছাই॥
তবু, তবু আমি যাই।
আম্ররত সুখনীড় আর নয়। নয়
বিচ্ছিন্ন অলস স্বপ্ন, গোচারণ, নিকুঞ্জপ্রণয়,
(ক্ষমা করো রাই !) ;
বাস্তবের নখদ্রংষ্ট্রা উদ্যত হয়েছে যেইখানে
সেথায় আহ্বান মোর। দলিতের রক্তস্নাত সে হিংস্র মশানে
আমার জগৎ যেন নবরূপে জাগিবারে যায়,
এ পৃথিবী স্বাদহীন, এ জগৎ কাঁদিছে বৃথাই।
কর্মঘন উদ্দীপনা উদ্বেলিত স্নায়ুতে শিরায়।
আমি যাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওবে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরী সিন্দূর দেকে
সিঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন গীত গাওরে
চঞ্চল মঞ্জীর রাব
কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনক দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চামেলি বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি
গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জ-পথম চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ!
মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।
ও পারেতে বৃষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা,
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরু গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি্য সে না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে, সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলাম গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটি মিটি আলো,
চারিদিকের দেয়াল জুড়ে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

কবে বৃষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা,
শিবঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা।
সেদিনো কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা ?
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্যে বিয়ে করে কী হল তার শেষে।
না জানি কোন নদীর ধারে, না জানি কোন দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।
রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।

বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির-তলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—

হাসিটুকু কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকারে,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল
এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির সহচরে
চির রাত্রিদিন
একা অসহায় ?

যে জন আপনি ভীত, কাতর দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, অন্ধ দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভাবে পীড়িত জর্জর
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে
অতি সংগোপনে

সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি ; বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন-বাতাসে ; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি

ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম ॥

গিয়েছে আশ্বিন ; পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে ;
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে ; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে ; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কী কাণ্ড !
এত ঘট, এত পট, হাঁড়ি সরা ভাণ্ড,
বোতল বিছানা বাক্স, রাজ্যের বোঝাই
কী করিবে লয়ে। কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে।"

সে-কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনোজন। "কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে !
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল ;
আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ-বিষুধ।

মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে ;
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে ।”
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয় ।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায় ।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে ; কহিলাম ধীরে,
“তবে আসি ।” অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-’পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন ॥

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের । এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন ;
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে, এত বেলা হয়ে যায়,
নাই স্নানাহার । এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে ;
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন । শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল । কহিনু যখন
“মা গো, আসি” সে কহিল বিষণ্ন নয়ন
ম্লানমুখে, “যেতে আমি দিব না তোমায় ।”
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায় ;
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার ;
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল, “যেতে আমি দিব না তোমায় ।”
তবুও সময় হল শেষ ; তবু হায়
যেতে দিতে হল ॥

ওরে মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে,
"যেতে আমি দিব না তোমায় !" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোট হাতে,
গরবিণী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বার প্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক-ভরা স্নেহ !
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে। শুধু বলে রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি"। হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব"। শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে ;
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন—
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন ॥

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথ পাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তর ক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস ॥

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী ! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর,
"যেতে আমি দিব না তোমায় ।" ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
"যেতে নাহি দিব । যেতে নাহি দিব ।" সবে
কহে, "যেতে নাহি দিব ।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, "যেতে নাহি দিব ।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব—
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার, "যেতে দিব না রে ।"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব" । হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায় ।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে ।
প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে ।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"—নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া ॥

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন

মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি ; তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি,
"যেতে নাহি দিব।" ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব ;
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়,
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে, "আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল বিশ্বে কিছু আছে আর ?"
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার,
"যেতে নাহি দিব।"—তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন ;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
"সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা-অঙ্গীকার
চির-অধিকারলিপি।" তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্বকথা !
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই

চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কা ভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদকুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া॥

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্য ভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম, তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী !
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালি সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা ॥

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে, উর্বশী !
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা ॥

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী,
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী।
আঁধার পাথরতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা।
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসঙ্গীতে
অকলঙ্কহাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।

যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে-গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা ॥

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী !
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা ॥

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল ;
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,
অয়ি অসম্বৃতে ॥

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা ;
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনী ॥

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী !
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারি বিন্দুপাতে ।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সঙ্গীতে
রবে তরঙ্গিতে ॥

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী !
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি ।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বা বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে।
কতকটা সে স্বভাব তাদের,
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক,
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে,
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে,
পরের ভোগে থাকবে বাকি।
মান্ধাতারই আমল থেকে
চ'লে আসচে এম্নি রকম
তোমারই কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,

জলের তলে পাহাড় ছিল
　　লাগল বুকের অন্দরেতে।
মুহূর্তকে পাঁজরগুলো
　　উঠল কেঁপে আর্তরবে,
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
　　ঝগড়া করে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পার যদি
　　সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনাবাক্যে
　　টুপ্ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
　　ঘটনা সামান্য খুবি,
শঙ্কা যেথা করে না কেউ
　　সেইখানেই হয় জাহাজ ডুবি।

　　　　মনেরে তাই কহ, যে,
　　ভালো মন্দ যাহাই আসুক্
　　　　সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয়নি সবাই
　　তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
　　কেউ বা মরে তোমার চাপে;
তবু ভেবে দেখতে গেলে
　　এম্‌নি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
　　সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
　　মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
　　মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।

যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।
খুব খানিকটা কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোল।
ভুলে যা' ভাই কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাৎ হল।

মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ॥

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে ॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ॥

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি ?—বল্ মা সত্যি করে।
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে ?

তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি,
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে কখনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো।
সে সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?

স্নান করতে বেলা হল দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাকো,
সে কথা তাঁর মনেই থাকে নাকো,
করেন সারাবেলা
লেখা লেখা-খেলা।
বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বল, 'দুষ্টু ছেলে।'
বক আমায় গোল করলে পরে,
'দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে!'
বল্ তো, সত্যি বল্,
লিখে কী হয় ফল।

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র,
আমার বেলা কেন মা, রাগ কর।
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে।
বড়ো বড়ো রুল-টানা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ।
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অমনি বল, 'নষ্ট করতে নাই।'

সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি চঞ্চল হে

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে-মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী
আমি সুদূরের পিয়াসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে কথা যে যাই পাশরি।

আমি উন্মনা হে,
হে সুদুর, আমি উদাসী।
রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
তরু মর্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো"

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার সাথে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো
গোপনে প্রেম রয়-না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।
সে কথা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে ॥
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে ॥

সে যে ওই দুঃখ শিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে ॥
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
রহিল মরণজয়ী জীবনস্রোতে।
সে যে ওই ভাঙা গড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলাকা

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার !
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;

অন্ধকার গিরিতট তলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ॥

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার বন ॥

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি

ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।'

হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে॥

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে

এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, 'হাওয়া বদল করো।'
এই সুযোগে বিনু এবরে চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুর বাড়ি॥

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে-আবডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিল ছাড়া-ছাড়া,
চাপা-হাসি টুক্‌রো-কথার নানান্ জোড়াতাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশ-ভরা সকল আলো ধরে
বর-বধূরে নিলে বরণ করে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে॥

রেল-লাইনের ও পার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে প'য় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারই ভার বইবে কেমন করে?
সংসারের ওই ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারেবার,
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার,
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাসুর সামনে পিছে ডাইনে-বাঁয়ে—
সেই কথাটা মনে করে পুলক দিল গায়ে॥

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রীশালায়।
মনে হল, এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, 'কেন, এই তো বেশ।'
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,
'দেখো দেখো, একাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেছ?—বাছুরটি ওই, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ!

ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচিল-ঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই-যে রেলের কাছে—
ইস্টেশনের বাবু থাকে? আহা, ওরা কেমন সুখে আছে।'

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে।
বলে দিলেম, 'বিনু, এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।'
প্লাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার—
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, 'কথা একটা আছে।'

ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বললে, রুকমিণী ওর নাম।
ওই-যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ওইখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরো-শো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল; স্বামী-স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে, কী-এক নদীর ধারে—
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
'রুক্‌মিণীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।'
বাঁকিয়ে ভুরু পাকিয়ে চক্ষু বিনু বললে খেপে,
'কক্‌খনো না, বলব না সংক্ষেপে।

আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে ?
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।'
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে ;
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পেঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই।
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারই,
সে ভাবনাটা ভারি
রুক্‌মিণীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার 'পরে ভার
কুলিনারীর ভাবনা ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে॥

অবাক্ কাণ্ড একি !
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি !
জাতে হয়তো মেথর হবে কিংবা নেহাত ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে !
এমন হলে দেউলে হতে ক দিন বাকি থাকে !
'আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। আমি দেখছি, মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই।'
বিনু বললে, 'এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।'
'আচ্ছা, দেব তবে'
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে—

আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে,
'কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !"
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে
দুটাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে ॥

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দুমাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়েব ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, 'এ জীবনে যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদুর-সম।
এই দুই মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।'

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি,
সেই দু মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি—
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্মিণীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।
বিনু যে সেই দু মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে—
জানল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারই হাতে ॥

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে,
"রুকমিণী সে কোথায় আছে ?"
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে—
রুকমিণী কে তাই বা কজন জানে।

অনেক ভেবে 'ঝামরু কুলির বউ' বললেম যেই
বললে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তাকে।"
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে।"
টিকিটবাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিম্বা খসরুবাগে,
কিম্বা আরাকানে।"
শুধাই যত 'ঠিকানা তার কেউ কি জানে'
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার কাছে কোন কাজ॥

কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো, আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন,
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন
"এই দুটি মাস সুধায় দিল ভরে"
বিন্নুর মুখে শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলাম দায়ী,
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্র-লেখা লিপিখানি
হাতে ক'রে আনি',

দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে
এই-দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ-তালের গুচ্ছ নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কাল-বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়-তলে ল'য়ে মোর প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের
সে আজি মিলালো।

শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছসি' যেন রে
শূন্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি'
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের-উদীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধুলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;

তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক্ তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক্ কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি',
শূন্য শাখে কিশলয়, মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি' আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক্ তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।
উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত-মাঝে
চির নূতনেরে দিল ডাক।
পঁচিশে বৈশাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখন

১

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়

২

গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে,
বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে।

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতালা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি।
মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গনেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাৎ আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।

খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্ ধস্,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে-দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার॥

ধলেশ্বরী-নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

বর্ষা ঘনঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটাতে কোণে-কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা—
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।

ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত, মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ,
কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো-অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।

হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে॥

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী
তীরে তমালের ঘন ছায়া,—
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবী

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে॥

মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য, কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে ॥

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশল বর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র-পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা ॥

দেবতা এলেন পরযুগে, মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের—
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট ॥

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা—
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।

তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে—
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে॥

শুভে-অশুভে-স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর, গুপ্ত সঞ্চার তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয়-মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখ দুঃখের শেষ পরিণাম,—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে॥

অচল অবরোধে অবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখীর মতো তোমার ঝড় ;
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে ;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো ।

আবার ফাল্গুনে দেখেছি, তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছ বিরহমিলনের স্বাগত প্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে স্বর্গীয় মদের ফেনা ;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে ॥

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যুষে ;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছে তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে ॥

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে ;
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান ॥

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে ;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে,
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে ।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে

তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান্ খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে ॥

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'—
সুন্দর হল সে।

তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা, এ কবির বাণী নয়
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।

এ আমার অহংকার
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
না, না, না,
না পান্না, না চুনি, না আলো. না গোলাপ,
না আমি, না তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস,
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে॥

একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ॥

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে সে চরম টান তার সাগরে পর্বতে;
মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমা খরচ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,

তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূর দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর'
'আমি ভালোবাসি'।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ যুগান্তর ধরে—
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন
'কথা কও, কথা কও',
বলবেন, 'বলো, তুমি সুন্দর',
বলবেন 'বলো, আমি ভালবাসি' ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ীর পাঁচ বোন

ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ীর
পাঁচ বোন থাকে কালনায়।
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।

কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্ধুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জমেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি-পানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।

শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলকভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন প্রাঙ্গণে;

পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা।

আজি হেরি চোখে
কোন্‌ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন-বাহিরে ; যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত ; সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্বদেহ মন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি,
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে ; রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক চিত্ত মম
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

অপঘাত

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশী পাড়ার কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ বসে আছে ছিপ ফেলে।
মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে
শুকনো নদীর চর থেকে
কাজ্‌লা বিলের পানে
বুনোহাঁস গুগ্‌লি সন্ধানে।

কেটে-নেওয়া ইক্ষুক্ষেত, তারি ধারে ধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে
বৃষ্টি ধোওয়া বনের নিশ্বাসে,
ভিজে ঘাসে ঘাসে।
এসেছে ছুটিতে—
হঠাৎ গাঁয়েতে এসে সাক্ষাৎ দুটিতে,
নব বিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে-পাশে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।

জারুলের শাখার অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড্ চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরা কাজ করে

অলস সময় ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্যপানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে

জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল,
বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
শূন্যপথে চাই
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো,
যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লোহবাঁধা পথে
অনল নিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।
মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে-মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্তআঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি' দিন যাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে॥

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায় আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।

প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে,
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সঙ্গীতের স্বাদ।

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল;
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল;
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবনে যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।
এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার ;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্ধারি।
সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়,
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়
ঘাসে ঘাসে।
দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে।
গানের সুরে আমার মুক্তি,
ঊর্ধ্বে ভাসে।

আমার মুক্তি সর্বজনের
মনের মাঝে,
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা
কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা,
আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি
মুক্তি-আশে।